উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত

কথোপকথন

তৃতীয় সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৩০ ।

All Rights Reserved.]

[মূল্য ||৵০ [illegible]

কলিকাতা,
১নং মুখার্জ্জি লেন,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার
৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৭৩৩।২৩

সূচীপত্র।

The Baghbazar Reading Library
8/98

কথোপকথন।

লণ্ডনে ভারতীয় যোগী।

(ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট, ২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৫)

কয়েক বর্ষ যাবৎ ভারতীয় দর্শন এখানকার (ইংলণ্ডের) অনেক ব্যক্তির হৃদয়ে গভীর ও ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব বিস্তার করিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাঁহারা এদেশে উহার ব্যাখ্যাভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের চিন্তা-প্রণালী ও শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হওয়ায় বেদান্তজ্ঞানের গভীরতর রহস্য-সমূহ সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে লোকে অতি অল্পই জানিয়াছে—তাহাও আবার নির্দ্দিষ্ট স্বল্প কয়েকজন মাত্র। প্রাচ্য ভাবে শিক্ষিত দীক্ষিত, প্রাচ্য ভাবে গঠিত, উপযুক্ত আচার্য্যগণ বেদান্তশাস্ত্র হইতে যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, শব্দশাস্ত্রবিদ্‌গণের সাহায্যের জন্যই প্রধানতঃ প্রকাশিত দুর্ব্বোধ্য অনুবাদগ্রন্থ হইতে সেই জ্ঞান সঞ্চয় করিবার সাহস ও অন্তর্দ্দৃষ্টি আবার অনেকেরই নাই।

জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে লিখিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত কারণে কতকটা যথার্থ আগ্রহের সহিত, আর কতকটা কৌতূহল-পরবশ হইয়াও বটে, আমি পাশ্চাত্য জাতির নিকটে একপ্রকার সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীত বেদান্তধর্ম্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সত্যসত্যই একজন ভারতীয় যোগী—যুগ যুগান্তর ধরিয়া সন্ন্যাসী ও যোগিগণ শিষ্য-পরম্পরাক্রমে যে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি অকুতোভয়ে পাশ্চাত্য দেশে আগমন করিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে গত রজনীতে প্রিন্সেস্ হলে তিনি এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কাল কাপড়ের গিরালি পাগড়ী, মুখের ভাব শান্ত ও প্রসন্ন—তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

"স্বামীজি, আপনার নামের কোন অর্থ আছে কি?—যদি থাকে, তাহা কি আমি জানিতে পারি?"

স্বামীজি। "আমি এক্ষণে যে নামে (স্বামী বিবেকানন্দ) পরিচিত, তাহার প্রথম শব্দটীর অর্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি বিধি-পূর্ব্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়টী একটী উপাধি—সংসারত্যাগের পর ইহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। সকল সন্ন্যাসীই এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ—"বিবেক অর্থাৎ সদসদ্বিচারের আনন্দ।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

"আচ্ছা স্বামীজি, সংসারের সকল লোকে যে পথে চলিয়া থাকে, আপনি তাহা ত্যাগ করিলেন কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন,—

"বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম ও দর্শন-চর্চ্চায় আমার বিশেষ আগ্রহ

ছিল। আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ—মানবের পক্ষে ত্যাগই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। পরে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক একজন উন্নত ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত আমার মিলন হইল—আমি দেখিলাম, আমার যাহা শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, তাহা তিনি জীবনে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, তিনি স্বয়ং যে পথের পথিক, আমারও সেই পথ অবলম্বন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইল—আমার সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প স্থির হইল।"

"তবে কি তিনি একটী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—আপনি এক্ষণে তাহারই প্রতিনিধিস্বরূপ?"

স্বামীজি অমনি উত্তর দিলেন,—

"না, না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বত্র যে এক গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্যই তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি কোন সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই। বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই করিয়া গিয়াছেন। সাধারণে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনচিন্তাপরায়ণ হয়, তদ্বিষয়েরই তিনি সম্পূর্ণ পোষকতা করিতেন এবং উহার জন্যই তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন খুব বড় যোগী ছিলেন।"

"তাহা হইলে এই দেশের কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের সহিতই আপনার কোন সম্বন্ধ নাই? যথা—থিওজফিক্যাল্ সোসাইটি, খ্রীষ্টিয়ান সায়েন্টিষ্ট্ * বা অপর কোন সম্প্রদায়ের সহিত?"

---

* Christian Scientists:—মার্কিনদেশীয় একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাম। মিসেস্ এডি নাম্নী মার্কিন মহিলা এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। ইঁহাদের মতে

স্বামীজি স্পষ্ট হৃদয়স্পর্শী স্বরে বলিলেন,—"না, কিছুমাত্র না।" (স্বামীজি যখন কথা কহেন, তখন তাঁহার মুখ বালকের মুখের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে—মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ)। "আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহাতে আমার গুরুর উপদেশের অনুগামী হইয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ আমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। অলৌকিক উপায়ে লব্ধ কোন প্রকার অলৌকিক বিষয় শিক্ষা দিবার আমি দাবী করি না। আমার উপদেশের মধ্যে যতটুকু তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিতে উপাদেয় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইবে, ততটুকু লোকে গ্রহণ করিলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য—কোন বিশেষ মানবজীবনকে আদর্শ-স্বরূপ ধরিয়া স্থূলভাবে ভক্তি, জ্ঞান বা যোগ শিক্ষা দেওয়া। উক্ত আদর্শগুলিকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক যে সাধারণ ভাব ও সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, বেদান্ত তাহারই বিজ্ঞান-স্বরূপ। আমি ঐ বিজ্ঞানই প্রচার করিয়া থাকি এবং ঐ বিজ্ঞান সহায়ে, নিজ নিজ সাধনোপায়রূপে অবলম্বিত বিশেষ বিশেষ

রোগ, দুঃখ, পাপ প্রভৃতি মনের ভ্রমমাত্র; সুতরাং 'আমাদের কোন রোগ নাই' একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলে আমরা সর্ব্বপ্রকার রোগমুক্ত হইব। ইঁহারা বলেন, 'আমরাই খ্রীষ্টের মত প্রকৃতভাবে অনুসরণ করিতেছি এবং তিনি যেরূপ অলৌকিক উপায়ে রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন, আমরাও পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস-সহায়ে তাহা করিতে সমর্থ'।

স্থূলাদর্শসকল প্রত্যেকে আপনিই বুঝিয়া লউক—এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করিতে বলিয়া থাকি, আর যেখানে কোন গ্রন্থের কথা প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করি, সেখানে বুঝিতে হইবে, সেগুলি চেষ্টা করিলে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, আর সকলেই ইচ্ছা করিলে নিজে নিজে উহা পড়িয়া লইতে পারে। সর্ব্বোপরি, আমি মানব প্রতিনিধিগণদ্বারা নিজাদেশপ্রচারকারী, সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে সর্ব্বথা অবস্থিত—পুরুষসকলের উপর বিশ্বাস বা তাহাদের উপদেশ বলিয়া কোনও কিছু প্রমাণস্বরূপে উপস্থাপিত করি না, অথবা গোপনীয় গ্রন্থ বা হস্তলিপি হইতে আমি কিছু শিখিয়াছি বলিয়া দাবী করি না। আমি কোন গুপ্ত সমিতির মুখপাত্র নহি, অথবা ঐরূপ সমিতিসমূহের দ্বারা কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়াও আমার বিশ্বাস নাই। সত্য আপনিই আপনার প্রমাণ, উহার অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, উহা অনায়াসে দিবালোক সহ্য করিতে পারে।”

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

“তবে, স্বামীজি, আপনার কোন সমাজ বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প নাই?”

“না, আমার কোন প্রকার সমিতি বা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা নাই। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিস্বরূপ আত্মার তত্ত্ব উপদেশ দিয়া থাকি। জনকতক দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভ করিলে ও ঐ জ্ঞান অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যাবলী করিয়া যাইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব

যুগের ন্যায় আজকালকার দিনেও জগৎটাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া দিতে পারে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এক এক জন দৃঢ়চিত্ত মহাপুরুষ ঐরূপেই তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন।”

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

“স্বামীজি, আপনি কি এই সবে ভারত হইতে আসিতেছেন?” কারণ, তাঁহার চেহারা দেখিলে প্রাচ্যদেশীয় প্রবল সূর্য্যকিরণের কথা মনে পড়ে।

স্বামীজি বলিলেন,—

“না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোয় যে ধর্ম্ম-মহাসভা হইয়াছিল, আমি তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধির কার্য্য করিয়াছিলাম। সেই অবধি আমি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ ও বক্তৃতা করিতেছি। মার্কিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে আমার বক্তৃতা শুনিতেছে এবং আমার সহিত পরমবন্ধুবৎ আচরণ করিতেছে। তথায় আমার কার্য্য এরূপ দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, আমাকে তথায় শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হইবে।”

“পাশ্চাত্য ধর্ম্মসমূহের প্রতি আপনার কিরূপ ভাব, স্বামীজি?”

“আমি এমন একটী দর্শন প্রচার করিয়া থাকি, যাহা—জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম থাকা সম্ভব, তৎসমুদয়েরই ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে, আর আমার ঐ সমুদয়গুলিরই উপর সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে—আমার উপদেশ কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে। আমি ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিসাধনেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি, উহাকেই তেজস্বী করিবার চেষ্টা করি—প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বয়ং ঈশ্বরাংশ বা

ব্রহ্ম—এ কথাই শিক্ষা দিই, আর, সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের অভ্যন্তরীণ এই ব্রহ্মভাব সম্বন্ধে সচেতন হইতেই আহ্বান করিয়া থাকি। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—ইহাই প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্ম্মের আদর্শ।”

“এদেশে আপনার কার্য্য কি আকারে হইবে ?”

“আমার আশা এই যে, আমি কয়েকজন লোককে পূর্ব্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিব—আর তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অপরের নিকট উহা ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করিব; আমার উপদেশ তাহারা যত ইচ্ছা রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নাই। আমি অবশ্য বিশ্বাস্য মতবাদস্বরূপে কিছু শিক্ষা দিব না, কারণ, পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।”

“আমি প্রকাশ্যে যে সমস্ত কার্য্য করি, তাহার ভার আমার দু-একটী বন্ধুর হাতে আছে। তাঁহারা ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৮॥০ টার সময় পিকাডেলি প্রিন্সেস্ হলে ইংরাজ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে আমার এক বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চারিদিকে এই বিষয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। বিষয়—মৎপ্রচারিত দর্শনের মূলতত্ত্ব—‘আত্মজ্ঞান’। তাহার পর আমার উদ্দেশ্য সফল করিবার যে রাস্তা দেখিতে পাইব, তাহারই অনুসরণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি—লোকের বৈঠকখানায় বা অন্য স্থলে সভায় যোগ দেওয়া, পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাক্ষাৎভাবে বিচার করা—সমুদয়ই করিতে প্রস্তুত আছি। এই অর্থলালসা-প্রধান যুগে আমি এ কথাটী কিন্তু সকলকে বলিতে চাই, অর্থলাভের জন্য আমার কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না।”

আমি এইবার তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম—আমার সহিত যত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইয়াছে, ইনি তন্মধ্যে একজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৌলিকভাবপূর্ণ, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতের জীবনব্রত।

(সাণ্ডে টাইম্‌স্, লণ্ডন, ১৮৯৬)

ইংলণ্ডবাসীরা যে ভারতের "প্রবাল উপকূলে" * ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। বাস্তবিক, "সমগ্র জগতে গিয়া সুসমাচার বিস্তার কর," যীশুখ্রীষ্টের এই আদেশ তাঁহারা এরূপ পূর্ণভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ডীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোনটীই খ্রীষ্টের উপদেশ বিস্তারের এই আহ্বানানুযায়ী কার্য্য করিতে পশ্চাৎ-পদ নহেন। কিন্তু ভারতও যে ইংলণ্ডে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়া থাকেন, এ বিষয় ইংলণ্ডের জনসাধারণ বড় একটা জানেন না।

সেণ্ট জর্জ্জের রোড, সাউথ ওয়েষ্টে, ৬৩ নং ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ অল্পকালের জন্য বাস করিতেছেন। দৈবযোগে (যদি 'দৈব' এই শব্দটী প্রয়োগ করিতে কেহ আপত্তি না করেন) তথায় স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কি কার্য্য করিতেছেন এবং ইংলণ্ডে আসিবার তাঁহার উদ্দেশ্যই বা কি, এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে তাঁহার কোনরূপ আপত্তি না থাকায় ঐ স্থানে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা

* Coralstrands :—প্রাচীনকালে যখন পাশ্চাত্য জগতের ভারতের সহিত সবিশেষ পরিচয় ছিল না, তখন ভারতের সমুদ্রতীরে যথেষ্ট প্রবাল পাওয়া যায়, ইহার এই পরিচয়ই পাশ্চাত্য উত্তমরূপে জানিত। এই বাক্য সেই ধারণা হইতেই প্রচলিত হইয়াছে।

আরম্ভ করিলাম। তিনি যে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমার সহিত ঐ ভাবে কথোপকথনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রথমেই বিস্ময় প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন,—

"আমেরিকায় বাস করিবার কাল হইতেই এইরূপে সংবাদপত্রের তরফ হইতে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আমার দেশে ঐরূপ প্রথা নাই বলিয়াই যে আমি সর্ব্বসাধারণকে যাহা জানাইতে ইচ্ছা করি, তাহা জানাইবার জন্য ভারতেতর দেশে যাইয়া, তথাকার প্রচারের প্রচলিত প্রথাগুলি অবলম্বন করিব না, ইহা কখন যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাগো সহরে যে 'সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মমহাসভা' বসিয়াছিল, তাহাতে আমি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি ছিলাম। মহীশূরের রাজা এবং অপর কয়েকটী বন্ধু আমায় তথায় পাঠাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকায় কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিয়া দাবী করিতে পারি। চিকাগো ব্যতীত আমেরিকার অন্যান্য বড় বড় সহরে আমি বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমেরিকায় বাস করিতেছি। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে একবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলাম, এ বৎসরও দেখিতেছেন—আসিয়াছি; ইহা ব্যতীত সেই অবধিই—প্রায় তিন বৎসর—আমেরিকায় রহিয়াছি। আমার বিবেচনায় আমেরিকার সভ্যতা খুব উচ্চ ধরণের। আমি দেখিলাম, মার্কিনজাতির চিত্ত সহজেই নূতন নূতন ভাব ধারণা করিতে পারে। কোন জিনিষ নূতন বলিয়াই পরিত্যাগ করে না, উহার বাস্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কি

না, অগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখে—তার পর উহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, তাহা বিচার করে।”

“ইংলণ্ডের লোকেরা অন্যপ্রকার,—ইহাই বুঝি আপনার বলিবার উদ্দেশ্য?”

“হাঁ, ইংলণ্ডের সভ্যতা আমেরিকা হইতে পুরাতন—শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন চলিয়াছে, তেমনই উহাতে নানা নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া উহার বিকাশ হইয়াছে। ঐরূপে অনেকগুলি কুসংস্কারও আসিয়া জুটিয়াছে। সেগুলিকে ভাঙ্গিতে হইবে। এখন যে কোন ব্যক্তি আপনাদের ভিতর কোন নূতন ভাব প্রচার করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই ঐগুলির দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।”

“লোকে এইরূপ বলে বটে। আমি যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে আপনি আমেরিকায় কোন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন নাই।”

“এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের ভাবের বিরুদ্ধ; কারণ, সম্প্রদায় ত যথেষ্টই রহিয়াছে। আর সম্প্রদায় করিতে গেলে উহার তত্ত্বাবধানের জন্য লোকের প্রয়োজন। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ সাংসারিক পদমর্য্যাদা, বিষয়সম্পত্তি, নাম প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে, তাহারা এরূপ কার্য্যের ভার লইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐরূপ কার্য্য যখন অপরের দ্বারা চলিতেছে, তখন আবার ঐ ভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রোজন।”

কথোপকথন।

"আপনার শিক্ষা কি ধর্ম্মসমূহের তুলনায় সমালোচনা করা ?"

"সকল প্রকার ধর্ম্মের সারভাগ শিক্ষা দেওয়া বলিলে বরং মৎপ্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। ধর্ম্ম-সমূহের গৌণ অঙ্গগুলি বাদ দিয়া উহাদের মধ্যে যেটী মুখ্য, যেটী উহাদের মূল ভিত্তি, সেইটীর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কার্য্য। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্য—তিনি একজন সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ কোনও ধর্ম্মকে কখন সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন না; তাহাদের ভিতর এই এই ভাব ঠিক নয়, একথা তিনি বলিতেন না। তিনি উহাদের ভালর দিকটাই দেখাইয়া দিতেন। দেখাইতেন, কিরূপে উহাদের অনুষ্ঠান করিয়া উহাদের উপদিষ্ট ভাবগুলিকে আমরা আমাদের জীবনে পরিণত করিতে পারি। কোন ধর্ম্মের সহিত বিরোধ করা, বা তাহার বিপরীত পক্ষ আশ্রয় করা—তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কারণ, তাঁহার উপদেশের মূল সত্যই এই যে, সমগ্র জগৎ প্রেমবলে পরিচালিত। আপনারা জানেন, হিন্দুধর্ম্ম কখন অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই শান্তি ও প্রেমের সহিত বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা, অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, জৈনগণ, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং ঐরূপ বিশ্বাসকে ভ্রান্তি বলিয়া প্রচার করে—তাহাদেরও ইচ্ছামত ধর্ম্মানুষ্ঠানে কেহ

কোনও দিন ব্যাঘাত করে নাই; আজ পর্য্যন্তও তাহারা ভারতে রহিয়াছে। ভারতই ঐ বিষয়ে শান্তি ও মার্দ্দবরূপ যথার্থ বীর্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যুদ্ধ, অসমসাহসিকতা, প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি—এগুলি ধর্ম্মজগতে দুর্ব্বলতার চিহ্ন।"

"আপনার কথাগুলি টলষ্টয়ের * মতের মত লাগিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই মত অনুসরণীয় হইতে পারে—সে পক্ষেও

* Count Leo Tolstoi ;—ইনি একজন রুশিয়াদেশবাসী প্রসিদ্ধ পরহিত-ব্রত চিন্তাশীল লেখক ও সংস্কারক। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ার মস্কো সহরের ১৩০ মাইল দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত এক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইনি সমগ্র মানবজাতির উপর নিজ নিঃস্বার্থ জীবনের প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপর তাঁহার সহানুভূতি যে বাস্তবিক আন্তরিক ছিল, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময় তিনি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত সমুদয় দাসগণকে মুক্তিপ্রদান করেন এবং কৃষকদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে অঙ্কন ও সঙ্গীতবিদ্যা এবং বাইবেলের ইতিহাস শিক্ষা দিতে থাকেন। 'অনিষ্টকারীর প্রতি অন্যায়াচরণ না করিয়া তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার কর,' যীশুখ্রীষ্টের এই মহান্ উপদেশ তিনি নিজ জীবনে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থসমূহে এই তত্ত্বের পুনঃপুনঃ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ স্থগিত হইয়া যাহাতে সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই তাঁহার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি দরিদ্রগণকে দান করেন, কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে দেয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার পুত্রকলত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং কৃষকের পরিচ্ছদে অতি সামান্য ভাবে জীবনযাপন করিতে থাকেন। শেষ অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণরূপে সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর ভাবে বহির্গত হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—জীবনের শেষভাগ নির্জ্জনে যথার্থ খ্রীষ্টিয়ানের ন্যায় যাপন করিবেন। গৃহ হইতে বহুদূরবর্ত্তী একটী মঠে কিয়ৎকাল যাপনের পর তিনি আরো অধিক নির্জ্জন স্থানে বাসের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে পথের দারুণ ক্লেশে কোন অপরিচিত রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রবল জ্বর ও কফরোগে আক্রান্ত হন। পরিশেষে এই রোগেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। আধুনিক বিলাসিতাপূর্ণ যুগে তিনি যে

আমার নিজের সন্দেহ আছে—কিন্তু সমগ্র জাতির ঐ নিয়মে বা আদর্শে চলা কিরূপে সম্ভবে ?”

“জাতির পক্ষেও ঐ মত অতি উত্তমরূপে কার্য্যকরী হইবে। দেখা যায়, ভারতের কর্ম্মফল, ভারতের অদৃষ্ট অপর জাতিসমূহ কর্ত্তৃক বিজিত হওয়া, কিন্তু আবার সময়ে ঐ সকল বিজেতাদিগকে ধর্ম্মবলে জয় করা। ভারত তাঁহার মুসলমান বিজেতৃগণকে ইতি-মধ্যেই জয় করিয়াছেন। শিক্ষিত মুসলমানগণ সকলেই সুফি *—তাহাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক্ করিবার উপায় নাই। হিন্দু ভাব তাহাদের সভ্যতার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গিয়াছে—তাহারা ভারতের নিকট শিক্ষার্থীর ভাব ধারণ করিয়াছে। মোগল সম্রাট্ মহাত্মা আকবর কার্য্যতঃ একজন হিন্দু ছিলেন। আবার ইংলণ্ডের পালা আসিলে তাহাকেও ভারত জয় করিবে। আজ ইংলণ্ডের হস্তে তরবারী রহিয়াছে, কিন্তু ভাব-জগতে উহার উপযোগিতা ত নাইই, বরং উহাতে অপকারই হইয়া থাকে। আপনি জানেন,

একজন ঋষিকল্প ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যথার্থ অহিংসা-ধর্ম্মের মর্ম্ম তিনিই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

* ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আবু সৈয়দ আবুলচের প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের মতের সহিত মহম্মদের শিক্ষা অপেক্ষা বেদান্তের অদ্বৈতবাদেরই অধিক মিল আছে। ইঁহারা, জীব প্রেমযোগে পরিণামে ভগবানে লয় হয় বলিয়া থাকেন ও তদুপযোগী সাধনাদি করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনেকে আবার সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী। ত্যাগ বৈরাগ্য ইঁহাদের এক প্রধান সাধন। অনেক পণ্ডিতের মতে ভারতীয় বেদান্তের প্রভাবেই এই মতের উৎপত্তি। মুসলমান-গণের ভারতবিজয়ের পর ভারতবাসীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া ঐ মতের যে বিশেষ পুষ্টিসাধন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শোপেনহাউয়ার* ভারতীয় ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, "তমোযুগের" † পর গ্রীক ও লাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে যেমন ইউরোপখণ্ডে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ভারতীয় ভাব ইউরোপে সুপরিচিত হইলে তদ্রূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধন করিবে।"

"আমায় ক্ষমা করিবেন—কিন্তু সম্প্রতি ত ইহার বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।"

স্বামীজি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"না দেখা যাইতে পারে। কিন্তু একথাও বেশ বলা যায় যে, ইউরোপের সেই প্রাচীনকালের "জাগরণের" ‡ সময়েও অনেকে কোন চিহ্ন পূর্ব্বে দেখে নাই, এবং উহার আবির্ভাব হইবার পরও যে উহা আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যাঁহারা সময়ের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত, তাঁহারা কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতেছেন

---

* শোপেনহাউয়ার (Schopenhaur) জনৈক বিখ্যাত জর্ম্মন দার্শনিকের নাম। ইনি সুপরিচিত দার্শনিক কান্তের মতানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মতেরই সবিশেষ বিকাশ করেন বটে, কিন্তু ইঁহার দর্শনে বেদান্তের প্রভাব বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়াছে। ইনি উপনিষদের পারস্য অনুবাদের লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া তৎপ্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন এবং তিনি যে উহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী তাহা বার বার নিজ গ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মতে সমগ্র জগৎ এক ইচ্ছাশক্তির বিকাশমাত্র এবং ব্রহ্মচর্য্য সংযমাদি সহায়ে বাসনার বিনাশ করিয়া সেই অপার ইচ্ছা-সাগরে নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছা বিসর্জ্জন করাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য।

† Dark Ages :—পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সময় ইউরোপ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

‡ Renaissance :—পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে যখন ইউরোপে সাহিত্য-শিল্পাদি চর্চ্চার পুনরভ্যুদয় হয় তৎকালই ইতিহাসে এই নামে প্রসিদ্ধ।

যে, একটী মহান্ আন্দোলন আজকাল ভিতরে ভিতরে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্যতত্ত্বানুসন্ধান অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা পণ্ডিতদের হস্তে রহিয়াছে এবং তাঁহারা যতদূর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট শুষ্ক নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ক্রমে উহা লোকে বুঝিবে—ক্রমে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবে।”

“আপনার মতে তবে ভারতই ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ বিজেতার আসন পাইবে! তথাপি ভারত তাহার ভাবরাজি প্রচারের জন্য ভারতেতর দেশে অধিক ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করে না কেন? বোধ করি যত দিন না সমগ্র জগৎ আসিয়া তাহার পদতলে পড়িতেছে, ততদিন সে অপেক্ষা করিতেছে!”

“ভারত প্রচীন যুগে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে একটি প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইংলণ্ড খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার শত শত বর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধ সমগ্র এসিয়াকে তাঁহার মতাবলম্বী করিবার জন্য ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে চিন্তাজগৎ ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে। এক্ষণে সবে ইহার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বিশেষ কোন প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণের সংখ্যা খুব বাড়িতেছে, আর শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভিতরেই এই ভাব বিস্তৃত হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকাতে যে আদমসুমারি হইয়াছিল, তাহাতে অনেক লোক আপনাদিগকে কোনরূপ বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। আমি বলি, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই এক মূল সত্যের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। হয় সকলগুলিরই উন্নতি হইবে, নয় সবগুলিই বিনষ্ট হইবে।

উহারা ঐ এক মূল সত্যরূপ কেন্দ্র হইতে ব্যাসার্দ্ধসকলের ন্যায় বাহির হইয়াছে, এবং বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট-মানব-মনের উপযোগী সত্যের প্রকাশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।”

“এখন আমরা অনেকটা মূলপ্রসঙ্গের কাছে আসিতেছি—সেই কেন্দ্রীভূত সত্যটী কি?”

“মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই—সে যতই মন্দপ্রকৃতি হউক না কেন, ভগবানের প্রকাশস্বরূপ। এই ব্রহ্মশক্তি আবৃত থাকে, মানুষের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত থাকে। ঐ কথায় আমায় ভারতীয় সিপাহীবিদ্রোহের একটী ঘটনা মনে পড়িতেছে। ঐ সময়ে জনৈক মুসলমান বহুবর্ষ ধরিয়া মৌনব্রতধারী জনৈক সন্ন্যাসীকে নিদারুণ আঘাত করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে লোকে ঐ আঘাতকারীকে ধরিয়া তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিল, ‘স্বামিন্, আপনি একবার বলুন, তাহা হইলে এ ব্যক্তি নিহত হইবে।’ সন্ন্যাসী অনেক দিনের মৌতব্রত ভঙ্গ করিয়া তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, ‘বৎসগণ, তোমরা বড়ই ভুল করিতেছ—ঐ ব্যক্তি যে সাক্ষাৎ ভগবান্!’ সকলের পশ্চাতে ঐ একত্ব রহিয়াছে—উহাই আমাদের জীবনে শিক্ষা করিবার প্রধান বিষয়। তাঁহাকে গড্, আল্লা, জিহোবা, প্রেম বা আত্মা যাহাই বলুন না কেন, সেই এক বস্তুই অতি ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে মহত্তম মানব পর্য্যন্ত সমুদয় প্রাণীতেই প্রাণস্বরূপে বিরাজমান। এই চিত্রটী মনে মনে ভাবুন দেখি, যেন বরফে ঢাকা সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের গর্ত্ত করা রহিয়াছে—ঐ প্রত্যেক গর্ত্তটীই এক একটী আত্মা—এক একটী মানুষসদৃশ—নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির তারতম্যানু-

সারে বন্ধন কাটাইয়া—ঐ বরফ ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে!"

"আমার বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির লক্ষ্যের মধ্যে একটী বিশেষ প্রভেদ আছে। আপনারা সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃতি উপায়ে খুব উন্নত ব্যক্তি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। আর, পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ—সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণতা সাধন করা। সেইজন্য আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের মীমাংসাতেই বিশেষ ভাবে নিযুক্ত; কারণ, সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের উপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—আমরা এইরূপ বিবেচনা করি।"

স্বামীজি খুব দৃঢ়তা ও আগ্রহের সহিত বলিলেন,—"কিন্তু সামাজিক বা রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ বিষয়ের সফলতার মূল ভিত্তি —মানুষের সাধুতা। পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইনে কখন জাতিবিশেষ উন্নত বা ভাল হয় না, কিন্তু সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও ভাল হইয়া থাকে। আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম—এক সময়ে ঐ জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার সুশৃঙ্খলবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ সেই চীন ছোড়ভঙ্গ কতকগুলা সামান্য লোকের সমষ্টির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ, প্রাচীনকালে উদ্ভাবিত ঐ সকল শাসনপ্রণালী পরিচালনা করিবার উপযুক্ত লোকসকল বর্ত্তমানে ঐ জাতিতে আর জন্মিল না। ধর্ম্ম সকল বিষয়ের মূলদেশ পর্য্যন্ত গিয়া উহাদের তত্ত্বান্বেষণ করিয়া থাকে। মূলটী যদি ঠিক থাকে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলই ঠিক থাকে।"

"ভগবান্ সকলের ভিতর রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি আবৃত

রহিয়াছেন,—এ কথাটা যেন কি রকম অস্পষ্ট ও ব্যবহারিক জগৎ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। লোকে ত আর সদা সর্ব্বদা ঐ ব্রহ্মপ্রকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে না।”

“লোকে অনেক সময় পরস্পর একই উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না। এটী স্বীকার করিতেই হইবে যে, আইন, গভর্ণমেণ্ট, রাজনীতি—এগুলি মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। ঐ সকল ছাড়াইয়া গিয়া উহাদের চরম লক্ষ্যস্থল এমন একটী আছে—যেথানে আইনের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এখানে বলিয়া রাখি, সন্ন্যাসী শব্দটীরই অর্থ—বিধিত্যাগী ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষী—কিম্বা সন্ন্যাসী বলিতে নেতিবাদী (নিহিলিষ্ট) ব্রহ্মজ্ঞানীও বলিতে পারা যায়। তবে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ভুল ধারণা আসিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ একই জিনিষ শিক্ষা দিয়া থাকেন। যীশুখ্রীষ্ট বুঝিয়াছিলেন, নিয়ম-প্রতিপালনই উন্নতির মূল নহে, যথার্থ পবিত্রতা ও চারিত্র্যসম্পন্ন হওয়াই একমাত্র বীর্য্যের নিদান। আপনি যে বলিতেছিলেন, প্রাচ্যদেশে আত্মার উচ্চতর উন্নতিলাভের দিকে এবং পাশ্চাত্যদেশে সামাজিক অবস্থার উন্নতিলাভের দিকে লক্ষ্য—অবশ্য আপনি একথা বিস্মৃত হন নাই বোধ হয় যে, আত্মা দুই প্রকার—কূটস্থ চৈতন্য—যিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ; আর, আভাস চৈতন্য—আপাততঃ যাহাকে আমাদের আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে।”

“বোধ হয়, আপনার ভাব এই যে, আমরা আভাসের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছি, আর আপনারা প্রকৃত চৈতন্যের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন?”

"মন নিজ পূর্ণতর বিকাশের জন্য নানা সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমে উহা স্থূলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মের দিকে যাইতে থাকে। আরও দেখুন, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ধারণা মানুষে কিরূপে লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, উহা সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃভাবের আকারে আবির্ভূত হয়—তখন উহাতে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ, অপরকে-বাদ-দেওয়া ভাব থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে আমরা উদারতর ভাবে, সূক্ষ্মতর ভাবে পৌঁছিয়া থাকি।"

"তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, এই সব সম্প্রদায়, যাহা আমরা—ইংরাজেরা—এত ভালবাসি, সব লোপ পাইবে? আপনি জানেন বোধ হয়, জনৈক ফরাসী বলিয়াছিলেন,—'ইংলণ্ড—এদেশে সম্প্রদায় সহস্র সহস্র, কিন্তু সার জিনিষ খুব অল্প'।"

"ঐ সব সম্প্রদায় যে লোপ পাইবে, তৎসম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই। উহাদের অস্তিত্ব অসার বা গৌণ কতকগুলি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য উহাদের মুখ্য বা সার ভাবটী থাকিয়া যাইবে এবং উহার সাহায্যে অপর নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইবে। আপনার অবশ্য সেই প্রাচীন উক্তি জানা আছে যে, একটা চর্চ্চ বা সম্প্রদায়বিশেষের ভিতর জন্মান ভাল, কিন্তু আমরণ উহার গণ্ডীর ভিতরে বদ্ধ থাকা ভাল নয়।"

"ইংলণ্ডে আপনার কার্য্যের কিরূপ বিস্তার হইতেছে, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলিবেন কি?"

"ধীরে ধীরে হইতেছে, ইহার কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যেখানে মূল ধরিয়া কার্য্য, সেখানে প্রকৃত উন্নতি বা বিস্তার অবশ্যই ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে, যে কোন

উপায়েই হউক, এই সব ভাব বিস্তৃত হইবেই হইবে এবং আমাদের অনেকের নিকট ঐ সকল প্রচারের যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।”

তারপর স্বামীজির মুখ হইতে কি ভাবে তাঁহার কার্য্য চলিতেছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ শুনিলাম। অনেক প্রাচীন মতের ন্যায় এই নূতন মত বিনামূল্যেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা এই মতাবলম্বী হন, তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য ও চেষ্টার উপরই ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে।

প্রাচ্যদেশীয়-বসন-পরিহিত স্বামীজির আকৃতি মনোহর। তাঁহার সরল ও সহৃদয় ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাস সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ যে ধারণা, সে সব ভাব কিছুই আসে না। তিনি স্বভাবতঃই প্রিয়দর্শন। উহার সহিত তাঁহার ঐরূপ উদার ভাব, ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ অধিকার এবং কথোপকথনের অগাধ শক্তি— তাঁহাকে লোকের নিকট অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাসব্রত অর্থে নাম যশ বিষয় সম্পদ পদমর্য্যাদাদি সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য অবিরাম চেষ্টা

8-98
Acc 22826
29/08/2006

ভারত ও ইংলণ্ড।

(ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৮৯৬)

লণ্ডনের ইহা মুরস্থমের সময়।* স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় মত ও দর্শনে আকৃষ্ট অনেক ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন! অনেক ইংরাজ মনে করেন, ফ্রান্স ঐ বিষয়ে অল্প স্বল্প যাহা কিছু করে, তাহা ছাড়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যটা বুঝি ইংলণ্ডেরই একচেটিয়া। আমি ঐ কারণে স্বামীজির সহিত তাঁহার সাময়িক বাসস্থান দক্ষিণ বেলগ্রেভিয়াতে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভারতকে ত হোমচার্জ্জ †, একজন ব্যক্তির হস্তে বিচার ও শাসন-বিভাগের ক্ষমতা থাকা, সুদান ও অন্যান্য যুদ্ধযাত্রার খরচের মীমাংসা প্রভৃতির জন্যই ইংলণ্ডের নিকট অনেক নালিশফরিয়াদ করিতে হয়—ভারতের আবার ইংলণ্ডকে বলিবার আর কি আছে, জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইল।

স্বামীজি স্থিরভাবে বলিলেন,—

"ভারত যে এখানে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইবেন, ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম নবীন তেজে অভ্যুদিত হইতেছিল,

---

* London Season—পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় সহরে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ গ্রীষ্মকালে সহরের বাহিরে বেড়াইতে চলিয়া যান। যে সময়ে সকলেই থাকেন, সেই সময়কেই তথাকার Season বলে। মে, জুন ও জুলাই মাস লণ্ডনের মুরস্থমের সময়।

† Home charge: ভারতের রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে যে টাকা পাঠান হয়।

—যখন ভারতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিগুলিকে তাহার কিছু শিখাইবার ছিল—তখন সম্রাট্ অশোক চারিদিকে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইতেন।"

"আচ্ছা এ কথা কি জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, কেন ভারত ঐরূপে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিলেন, আবার কেনই বা এখন আরম্ভ করিলেন?"

"বন্ধ করিবার কারণ, ভারত ক্রমশঃ স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়া এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল যে, ব্যক্তি কিম্বা জাতি উভয়েই আদান-প্রদান প্রণালীক্রমেই জীবিত থাকে ও উন্নতি লাভ করে। ভারত চিরদিন জগতে একই বার্ত্তা বহন করিয়াছে। ভারতের বার্ত্তা আধ্যাত্মিক—অনন্ত যুগ ধরিয়া অভ্যন্তরীণ ভাবরাজ্যেই তাহার একচেটিয়া অধিকার—সূক্ষ্ম বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়—ইহাই ভারতের বিশেষ অধিকার। প্রকৃত পক্ষে আমার ইংলণ্ডে প্রচারকার্য্যে আগমন—ইংলণ্ডের ভারত গমনেরই ফলস্বরূপ। ইংলণ্ড ভারতকে জয় করিয়া শাসন করিতেছে—তাহার পদার্থবিদ্যা-জ্ঞান নিজের এবং আমাদের কাযে লাগাইতেছে। ভারত জগৎকে কি দিয়াছে ও দিতে পারে, মোটামুটি বলিতে গিয়া আমার একটী সংস্কৃত ও একটী ইংরাজী বাক্য মনে পড়িতেছে। কোন মানুষ মরিয়া গেলে আপনারা বলেন, 'সে আত্মা পরিত্যাগ করিল' (He gave up the ghost), আর আমরা বলি, 'সে দেহত্যাগ করিল'। এইরূপ আপনারা বলিয়া থাকেন, মানুষের আত্মা আছে, তাহাতে আপনারা যেন অনেকটা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শরীরটাই মানুষের প্রধান জিনিষ। কিন্তু আমরা বলি, মানুষ আত্মাস্বরূপ—তাহার একটা দেহ আছে। এগুলি অবশ্য জাতীয় চিন্তাতরঙ্গের উপরি-

ভাগস্থ ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র, কিন্তু ইহাতেই আপনাদের জাতীয় চিন্তা-তরঙ্গের গতি প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনাকে শোপেনহাউয়ারের ভবিষ্যদ্বাণীটী স্মরণ করাইয়া দিই যে, তমোযুগের অবসানে গ্রীক ও লাটিন বিদ্যার অভ্যুদয়ে ইউরোপে যেরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয় দর্শন ইউরোপে সুপরিচিত হইলে তদ্রূপ একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিবে। প্রাচ্যতত্ত্ব-গবেষণা খুব প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছে। সত্যান্বেষিগণের সমক্ষে নূতন ভাবস্রোতের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে।"

"তবে কি আপনি বলিতে চান, ভারতই অবশেষে তাহার বিজেতৃবর্গকে জয় করিবে?"

হাঁ, ভাবরাজ্যে! এখন ইংলণ্ডের হস্তে তরবারি—তিনি এখন জড়জগতের প্রভু। যেমন, ইংলণ্ডের পূর্ব্বে আমাদের মুসলমান বিজেতারা ছিলেন। সম্রাট্ আকবর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন হিন্দুই হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদিগের সহিত—সুফিদের সহিত—হিন্দুদের সহজে প্রভেদ করা যায় না। তাহারা গোমাংস ভোজন করে না এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদের আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী আমাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।"

"তাহা হইলে আপনার মতে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সাহেবের অদৃষ্টেও ভবিষ্যতে ঐরূপ হইবে? বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কিন্তু তাহাকে ইহা হইতে অনেক দূরবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।"

"না, আপনি যতদূর ভাবিতেছেন, ততদূর নয়। ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দু ও ইংরাজের ভাব অনেক বিষয়ে সদৃশ। আর অন্যান্য ধর্ম্ম-

সম্প্রদায়ের সহিতও যে হিন্দুর ঐক্য আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। যদি কোন ইংরাজ শাসনকর্ত্তা বা সিভিল সার্ভ্যাণ্টের ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান থাকে, তবে দেখা যায়, উহাই তাঁহার হিন্দুর সহিত সহানুভূতির কারণ হয়। ঐ সহানুভূতির ভাব দিন দিনই বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক যে এখনও ভারতীয় ভাবকে অতি সঙ্কীর্ণ—এমন কি, কখন কখন অবজ্ঞাপূর্ণ—দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, কেবল অজ্ঞানই যে উহার কারণ, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অন্যায় বলা হইবে না।"

"হাঁ, ইহা অজ্ঞতার পরিচায়ক বটে। আপনি ইংলণ্ডে না আসিয়া যে আমেরিকায় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে গেলেন, ইহার কারণ কি বলিবেন?"

"সেটী কেবল দৈবঘটনা মাত্র—জাগতিক মহামেলার সময়—জাগতিক ধর্ম্মমহাসভা লণ্ডনে না বসিয়া চিকাগোয় বসিয়াছিল বলিয়াই আমাকে তথায় যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক লণ্ডনেই উহার অধিবেশন হওয়া উচিত ছিল। মহীশূরের রাজা এবং আর কতকগুলি বন্ধু আমাকে তথায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন। আমি তথায় তিন বৎসর ছিলাম—কেবল গতবর্ষের গ্রীষ্মকালে আমি লণ্ডনে বক্তৃতা দিবার জন্য আসিয়াছিলাম এবং এই গ্রীষ্মে আসিয়াছি। মার্কিনেরা খুব একটা বড় জাত--উহাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তাহাদের মধ্যে আমি অনেক সহৃদয় বন্ধু পাইয়াছিলাম। ইংরাজদের অপেক্ষা তাহাদের কুসংস্কার অল্প—তাহারা সকল নূতন ভাবকেই ওজন করিয়া দেখিতে বা পরীক্ষা

করিতে প্রস্তুত—নূতনত্ব সত্ত্বেও উহার আদর করিতে প্রস্তুত। তাহারা বিশেষ অতিথেয়ও বটে। লোকের বিশ্বাস-পাত্র হইতে সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগে। আমার মত আপনিও আমেরিকার সহরে সহরে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন—সর্ব্বত্রই বন্ধু-বান্ধব জুটিবে। আমি বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, ওয়াসিংটন, ডেসমোনিস, মেমফিস এবং অন্যান্য অনেক স্থানে গিয়াছিলাম।"

"আর প্রত্যেক জায়গায় শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন ?"

"হাঁ, শিষ্য করিয়া আসিয়াছি—কিন্তু কোন সমাজ গঠন করি নাই। উহা আমার কার্য্যের অন্তর্গত নহে। সমাজ বা সমিতি ত যথেষ্টই আছে। তদ্ভিন্ন সম্প্রদায় করিলে উহার পরিচালনার জন্য আবার লোকের দরকার—সম্প্রদায় গঠিত হইলেই টাকার প্রয়োজন, ক্ষমতার প্রয়োজন, মুরুব্বির প্রয়োজন। অনেক সময় সম্প্রদায়সমূহ প্রভুত্বের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে, কখন কখন অপরের সহিত লড়াই পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।"

"তবে কি আপনার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের ভাব সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আপনি বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহারই প্রচার করিতে চাহেন ?"

"আমি প্রচার করিতে চাই—ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব—ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলির সার যাহা, তাহাই আমি প্রচার করিতে চাই। সকল ধর্ম্মেরই একটা মুখ্য ও একটা গৌণ ভাগ আছে। ঐ গৌণ-ভাগগুলি ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে, তাহাই সকল ধর্ম্মের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, উহাই সকল ধর্ম্মের সাধারণ সম্পত্তি। সকল ধর্ম্মের

অন্তরালে ঐ একত্ব রহিয়াছে—আমরা উহাকে গড, আল্লা, জিহোভা, আত্মা, প্রেম,—যাহা ইচ্ছা নাম দিতে পারি। সেই এক বস্তুই সকল প্রাণীর প্রাণরূপে বিরাজিত—প্রাণিজগতের অতি নিকৃষ্টতম বিকাশ হইতে সর্ব্বোচ্চ বিকাশ মানব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র। আমরা ঐ একত্বের উপরেই সকলের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, কিন্তু পাশ্চাত্যে—শুধু পাশ্চাত্যে কেন, সর্ব্বত্রই লোকে গৌণবিষয়-গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি করিয়া থাকে। লোকে ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি লইয়া, অপরকে ঠিক নিজের মত কায করাইবার জন্যই পরস্পরের সহিত বিবাদ এবং পরস্পরকে হত্যা পর্য্যন্ত করে। ভগবদ্ভক্তি ও মানব-প্রীতিই যখন জীবনের সার বস্তু, তখন এই সকল বিবাদবিসম্বাদকে কঠিনতর ভাষায় নির্দ্দেশ না করিলেও আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হয়।”

“আমার বোধ হয়, হিন্দু কখন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর উপর উৎপীড়ন করিতে পারে না।”

“এ পর্য্যন্ত ত কখন করে নাই। জগতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে হিন্দুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরধর্ম্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীরধর্ম্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তাহার উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনেরা ত ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্ম্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।”

“ইংলণ্ডে এই ‘মূল একত্ববাদ’ মত কিরূপ প্রসার লাভ করিতেছে? এখানে ত সহস্র সহস্র সম্প্রদায়।”

"স্বাধীন চিন্তা ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে ঐগুলি লোপ পাইবে। উহারা গৌণবিষয়াবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—সেজন্য কখন চিরকাল থাকিতে পারে না। ঐ সম্প্রদায়সমূহ তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে। ঐ উদ্দেশ্য—সম্প্রদায়ান্তর্গত ব্যক্তিবর্গের ধারণানুযায়ী সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। এখন ঐ সকল বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে যে ভেদরূপ প্রাচীর ব্যবধান আছে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া ক্রমে আমরা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবে পৌঁছিতে পারি। ইংলণ্ডে এই কার্য্য খুব ধীরে ধীরে চলিতেছে—তাহার কারণ সম্ভবতঃ এখনও উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই ভাব প্রসারিত হইতেছে। ইংলণ্ডও ভারতে ঐ কার্য্য করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে, আমি তৎপ্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক। উহাতে সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।"

"কিন্তু কতকগুলি ইংরাজ—আর তাঁহারা ভারতের প্রতি কম সহানুভূতিসম্পন্ন নন, কিম্বা উহার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অজ্ঞ নন—জাতিভেদকে মুখ্যতঃ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করেন। লোকে সহজেই বেশী রকম সাহেবীভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারে। আপনিই আমাদের অনেকগুলি আদর্শকে জড়বাদাত্মক বলিয়া নিন্দা করেন।"

"সত্য। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভারতকে ইংলণ্ডে পরিণত করিতে বাসনা করেন না। শরীরের অন্তরালপ্রদেশে যে চিন্তা

রহিয়াছে, তদ্দ্বারাই এই শরীর গঠিত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র জাতিটী জাতীয় চিন্তার বিকাশমাত্র, আর ভারতে উহা সহস্র সহস্র বর্ষের চিন্তার বিকাশ-স্বরূপ। সুতরাং ভারতকে সাহেবীভাবাপন্ন করা এক অসম্ভব ব্যাপার এবং উহার জন্য চেষ্টা করাও নির্ব্বোধের কার্য্য। ভারতে চিরদিনই সামাজিক উন্নতির উপাদান স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল, যখনই শান্তিময় শাসন প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, অমনি উহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপনিষদের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমাদের সকল বড় বড় আচার্য্যেরাই জাতিভেদের বেড়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য মূল জাতিবিভাগকে নহে, তাঁহারা উহার বিকৃত ও অবনত ভাবটাকেই ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতিবিভাগ অতি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ছিল—বর্ত্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ জাতিবিভাগকে উহার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারত বারবার যখনই জাগিয়াছে, তখনই জাতিভেদ ভাঙ্গিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ কার্য্য চিরকাল আমাদিগকেই করিতে হইবে —আমাদিগকেই প্রাচীন ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে; যে কোন বৈদেশিক ভাব ঐ কার্য্যে সাহায্য করে, তাহা যেখানেই পাওয়া যাক্ না কেন, লইয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে। অপরে কখন আমাদের হইয়া ঐ কার্য্য করিতে পারিবে না। সকল উন্নতিই ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের ভিতর হইতে হওয়া প্রয়োজন। ইংলণ্ড কেবল ভারতকে তাহার

নিজ উদ্ধার সাধনে সাহায্য করিতে পারে—এই পর্য্যন্ত! আমার মতে অপরে জোর করিয়া ভারতের গলা টিপিয়া তাহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিলে তাহাতে কোন ফল হইবে না। ক্রীতদাসের ভাবে কার্য্য করিলে অতি উচ্চতম কার্য্যেরও ফলে অবনতিই ঘটিয়া থাকে।”

“আপনি কি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি আন্দোলনের (Indian National Congress Movement) দিকে কখন মনোযোগ দিয়াছেন?”

“আমি ওবিষয়ে বেশী মনোযোগ দিয়াছি, বলিতে পারি না। আমার কার্য্যক্ষেত্র অন্য বিভাগে। কিন্তু আমি ঐ আন্দোলন দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফল লাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি এবং হৃদয়ের সহিত উহার সিদ্ধি কামনা করি। উহার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি লইয়া এক বৃহৎ জাতি বা নেশন গঠিত হইতেছে। আমার কখন কখন মনে হয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অপেক্ষা ভারতে অধিক বিভিন্ন জাতি নাই। অতীতকালে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি সকল ভারতীয় ব্যাণিজ্যাধিকারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, আর এই ভারতীয় বাণিজ্য, জগতের সভ্যতা বিস্তারে একটী প্রবল-শক্তিস্বরূপে কার্য্য করিয়াছে। এই ভারতীয় বাণিজ্যাধিকার লাভ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে একরূপ ভাগ্যচক্রপরিবর্ত্তনকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ—ক্রমান্বয়ে উহার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। ভিনিসবাসীরা প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যাধিকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশে ঐ ক্ষতিপূরণের

চেষ্টা করাতেই যে আমেরিকার আবিষ্কার হইল ইহাও বলা যাইতে পারে।" *

"ইহার পরিণতি হইবে কোথায়?"

"অবশ্য ইহার পরিণতি হইবে—ভারতের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপনে ভারতবাসী সকলের ব্যক্তিগত সমান অধিকার লাভে। জ্ঞান কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না—উহা উচ্চ শ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্ন শ্রেণীতে বিস্তৃত হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চেষ্টা হইতেছে—পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইবে। ভারতীয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্য্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে—উহাকে জাগাইতে হইবে।"

"প্রবল যুদ্ধকুশল জাতি না হইয়া কেহ কি কখন বড় হইয়াছে?"

স্বামীজি মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন,—

"হাঁ—চীন হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে আমি চীন ও জাপানেও ভ্রমণ করিয়াছি। আজ চীন একটা ছোড়ভঙ্গ দলের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু উন্নতির দিনে উহার যেমন সুশৃঙ্খল-বদ্ধ সমাজগঠন ছিল, আর কোন জাতির এ পর্য্যন্ত সেরূপ হয় নাই। অনেক বিষয়—যাহাদিগকে আমরা আজকাল আধুনিক আখ্যা দিয়া থাকি, চীনে শত শত, এমন কি, সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া

* ভিনিস ইউরোপের সহিত প্রাচ্যদেশীয় বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। তুর্কেরা ভিনিসবাসীদের প্রাচ্যদেশে গমনাগমনের পথ বন্ধ করিয়া দিবার পর অন্য পথে ভারত জাপান প্রভৃতি স্থানে গমনের একটা চেষ্টা হয়। এই ভারত গমনের পথাবিষ্কারের চেষ্টায়ই দৈবক্রমে আমেরিকা অবিষ্কার।

প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রতিযোগিতায় পরীক্ষার কথা ধরুন।”

“চীন এমন ছোড়ভঙ্গ হইয়া গেল কেন ?”

“কারণ, চীন তাহার সামাজিক প্রণালীর অনুযায়ী লোক উৎপন্ন করিতে পারিল না। আপনাদের একটা চলিত কথা আছে যে, ‘পার্লিয়ামেন্টের আইনবলে মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে পারা যায় না।’ চীনেরা আপনাদের পূর্ব্বেই ঐ কথা ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন। ঐ কারণেই রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্মের গুরুতর উপকারিতা আছে। কারণ, ধর্ম্ম সমুদয় বিষয়ের মূলভিত্তি পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে এবং উহা মানবের কার্য্যকলাপের মূল ভিত্তি লইয়া ব্যাপৃত।”

“আপনি যে ভারতের জাগরণের কথা বলিতেছেন, ভারত কি তদ্বিষয়ে সচেতন ?”

“সম্পূর্ণ সচেতন। জগৎ সম্ভবতঃ প্রধানতঃ কংগ্রেস আন্দোলনে এবং সমাজসংস্কারক্ষেত্রে এই জাগরণ দেখিয়া থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে কার্য্য চলিলেও ধর্ম্মবিষয়েও ঐ জাগরণ বাস্তবিকই হইয়াছে।”

“পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের আদর্শ এতদূর বিভিন্ন। আমাদের আদর্শ সামাজিক অবস্থার পূর্ণতা সাধন বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এখন এই সকল বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি, আর প্রাচ্যেরা সেই সময়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের ধ্যানে নিযুক্ত। এখানে পার্লিয়ামেণ্ট সুদানযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের ব্যয়ভার কোথা হইতে নির্ব্বাহ হইবে, এই বিষয়ের বিচারেই ব্যস্ত। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের

মধ্যে ভদ্র সংবাদপত্র মাত্রেই গভর্ণমেণ্টের অন্যায় মীমাংসার বিরুদ্ধে খুব চীৎকার করিতেছে, কিন্তু আপনি হয়ত ভাবিতেছেন, ও বিষয়টা একেবারে মনোযোগ দিবারই যোগ্য নয়।"

স্বামীজি সম্মুখের সংবাদপত্রটী লইয়া এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাগজ হইতে উদ্ধৃতাংশসমূহে একবার চোক বুলাইয়া বলিলেন,—

"কিন্তু এ বিষয় আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছেন। এই বিষয়ে আমার সহানুভূতি স্বভাবতঃই আমার দেশের সহিতই হইবে। কিন্তু ইহাতে আমার একটী সংস্কৃত কিম্বদন্তী মনে পড়িতেছে— 'বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ' অর্থাৎ 'হাতী বেচিয়া এক্ষণে অঙ্কুশের জন্য আর বিবাদ কেন?' ভারতই চিরকাল দিয়া আসিতেছেন। রাজনীতিজ্ঞগণের বিবাদ বড় অদ্ভুত। রাজনীতির ভিতর ধর্ম্ম ঢুকাইতে অনেক যুগ লাগিবে।"

"তাহা হইলেও উহার জন্য অতি শীঘ্র চেষ্টা করা ত আবশ্যক?"

"হাঁ, জগতের মধ্যে বৃহত্তম শাসনযন্ত্র সুমহান্ লণ্ডন নগরীর হৃদয়াভ্যন্তরে কোন ভাববীজ রোপণ করা বিশেষ প্রয়োজন বটে। আমি অনেক সময় ইহার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি— কিরূপ তেজের সহিত ও কেমন সম্পূর্ণভাবে অতি সূক্ষ্মতম শিরায় পর্য্যন্ত উহার ভাবপ্রবাহ ছুটিয়াছে! উহার ভাববিস্তার, চারিদিকে শক্তিসঞ্চালনপ্রণালী কি অদ্ভুত! ইহা দেখিলে সমগ্র সাম্রাজ্যটী কত বৃহৎ ও উহার কার্য্য কি গুরুতর, তাহা বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হয়। অন্যান্য বিষয়-বিস্তারের সহিত উহা ভাবও ছড়াইয়া থাকে। এই মহান্ যন্ত্রের অন্তঃস্থলে কতকগুলি ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া

বিশেষ প্রয়োজন, যাহাতে অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত হইতে পারে।”

স্বামীজির আকৃতি বিশেষত্বব্যঞ্জক। তাঁহার লম্বা চওড়া, সুন্দর গঠন, মনোহর প্রাচ্য বেশে আরো সুন্দর হইয়াছে। * * * * তিনি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ। তিনি কোন প্রকার নোট না লইয়া একেবারে দেড় ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন, একটী কথার জন্যও বিন্দুমাত্র থামিতে হয় না। * * * *

সি, এস, বি।

ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকের প্রচারকার্য্য।

[লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'একো' নামক সংবাদপত্র, ১৮৯৬]

* * * বোধ হয় নিজের দেশে হইলে স্বামীজি গাছ-তলায়, বড়জোর কোন মন্দিরের সন্নিকটে থাকিতেন; নিজের দেশের কাপড় পরিতেন ও তাঁহার মাথা নেড়া থাকিত। কিন্তু লণ্ডনে তিনি ওসব কিছুই করেন না। সুতরাং আমি যখন স্বামীজির সহিত দেখা করিলাম, দেখিলাম, তিনি অপরাপর লোকের ন্যায়ই বাস করিতেছেন। পোষাকও অন্যান্য লোকেরই মত—তফাৎ কেবল যে, তিনি গেরুয়া রঙের একটা লম্বা জামা পরেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, লণ্ডনের রাস্তায় যে সব ছোট-লোকের ছেলেমেয়েরা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহার পোষাক তাহাদের একেবারেই পছন্দ হয় না, বিশেষতঃ, পাগড়ি পরিলে ত আর রক্ষা নাই। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া যাহা বলে, সে সব উল্লেখযোগ্য নহে।

আমি প্রথমেই ঐ ভারতীয় যোগীকে তাঁহার নাম খুব ধীরে ধীরে বানান করিতে বলিলাম।

* * * *

"আপনি কি মনে করেন, আজ কাল লোকের অসার ও গৌণ বিষয়েই অধিক দৃষ্টি?"

"আমার ত তাহাই মনে হয়—অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যে

এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের সভ্য জাতিদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত, তাহাদের মধ্যেও এই ভাব। আপনার প্রশ্নের ভাবে বোধ হয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্য ভাব। বাস্তবিক তাহাই বটে। * ধনী লোকেরা হয় ঐশ্বর্য্য ভোগে মগ্ন অথবা আরো অধিক ধনসঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত। তাহারা এবং সংসারকর্ম্মে ব্যস্ত অনেক লোকে ধর্ম্মটাকে একটা অনর্থক বাজে বা মিছে জিনিষ মনে করে, আর তাহারা সরল ভাবেই একথা মনে করিয়া থাকে। চলিত ধর্ম্ম হচ্ছে দেশহিতৈষিতা আর লোকাচার। লোকে বিবাহের সময় বা কাহারও সমাধি দিবার সময়েই কেবল ধর্ম্মমন্দিরে (চার্চ্চে) যায়।"

"আপনি যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহার ফলে কি লোকের চার্চ্চে গতি-বিধি অধিক হইবে?"

"আমার ত তাহা বোধ হয় না। কারণ, বাহ্য অনুষ্ঠান বা মতবাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। ধর্ম্মই যে মানব জীবনের সর্ব্বস্ব এবং সমুদয়ের ভিতরই যে ধর্ম্ম আছে, তাহাই দেখান আমার জীবনব্রত। * * * আর এখানে ইংলণ্ডে কি ভাব চলিতেছে? ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হয় যে, সোশ্যালিজ্ম্ †

---

* "শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্য ভাব"—অর্থে তাঁহারা ধর্ম্মের গৌণভাবের দিকে বিশেষ ঝোক না দিয়া উহার মুখ্য ভাবকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। "ধনীদের মধ্যে অন্য ভাব" অর্থে কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মের মুখ্য গৌণ কিছুরই ধার ধারেন না। ইতি অনুবাদক।

† Socialism—পাশ্চাত্য দেশীয় একটী প্রবল মত। এই মতে ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের সম্পত্তি একত্র থাকা এবং তাহাতে সকলের সমান অধিকার হওয়া উচিৎ।

বা অন্য কোনরূপ লোকতন্ত্র, তাহার নাম যাহাই দিন না কেন, শীঘ্র প্রচলিত হইবে। লোকে অবশ্য তাহাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে চাহিবে। তাহারা চাহিবে—যাহাতে তাহাদের কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, যাহাতে তাহারা ভাল খাইতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্ম্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাহা যে টিকিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? এটী নিশ্চিত জানিবেন যে, ধর্ম্ম সকল বিষয়ের মূলদেশ পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। যদি ঐটী ঠিক থাকে, তবে সব ঠিক হইল।"

"কিন্তু ধর্ম্মের সার দার্শনিক ভাব লোকের মনে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া ত বড় সহজ ব্যাপার নহে। লোকে সচরাচর যে সকল চিন্তা ও ভাব লইয়া থাকে, তাহারা যে ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার সঙ্গে ত উহার অনেক ব্যবধান।"

"সকল ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় লোকে ক্ষুদ্রতর সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পরে তাহা হইতেই তদপেক্ষা বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়; সুতরাং অসত্য ছাড়িয়া সত্যলাভ হইল, এটী বলা ঠিক নয়। সমুদয় সৃষ্টির অন্তরালে এক বস্তু বিরাজমান, কিন্তু লোকের মন নিতান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।—'যথার্থ বস্তু একটীই'—জ্ঞানিগণ উহাকে নানারূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সঙ্কীর্ণতর সত্য হইতে ব্যাপকতর সত্যে অগ্রসর হইয়া থাকে সুতরাং অপরিণত বা নিম্নতম ধর্ম্মসমূহও মিথ্যা নহে, সত্য; তবে

উহাদের মধ্যে সত্যের ধারণা বা অনুভূতি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট বা অপকৃষ্ট—এই মাত্র। লোকের জ্ঞানবিকাশ ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। এমন কি, ভূতোপাসনা পর্য্যন্ত সেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রহ্মেরই বিকৃত উপাসনা মাত্র। ধর্ম্মের অন্যান্য যে সকল রূপ আছে, তাহাদের মধ্যেও অল্প বিস্তর সত্য বর্ত্তমান। সত্য কোন ধর্ম্মেই পূর্ণরূপে বর্ত্তমান নাই।”

“আপনি ইংলণ্ডে এই যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছেন, তাহা আপনারই উদ্ভাবিত কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?”

“উহা আমার কখনই নহে। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নামক জনৈক ভারতীয় মহাপুরুষের শিষ্য। আমাদের দেশের কতকগুলি মহাত্মার মত তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু অতিশয় পবিত্রাত্মা ছিলেন—এবং তদীয় জীবন ও উপদেশ বেদান্তদর্শনের ভাবে বিশেষরূপে অনুরঞ্জিত ছিল। বেদান্তদর্শন বলিলাম—কিন্তু উহাকে ধর্ম্মও বলিতে পারা যায়, কারণ, প্রকৃতপক্ষে উহা ‘ধর্ম্ম’ ও ‘দর্শন’ উভয়ই। সম্প্রতি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি পত্রের একটী সংখ্যায় অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার মদীয় আচার্য্যদেবের যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক পড়িয়া দেখিবেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়, আর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহ-ত্যাগ হয়। কেশবচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য ব্যক্তির জীবনের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শরীর ও মনের সংযম অভ্যাস করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জগতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ সাধারণ লোকের মত ছিল না—উহাতে বালকবৎ কমনীয়তা, গভীর নম্রতা এবং অদ্ভুত প্রশান্ত ও

মধুর ভাব প্রকাশ পাইত। কেহ তাঁহার মুখ দেখিয়া বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিত না।"

"তবে দেখিতেছি, আপনার উপদেশ বেদ হইতে গৃহীত।"

"হাঁ, বেদান্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহা বেদের তৃতীয় অংশ—উাহার নাম উপনিষদ্। প্রাচীন ভাগে যে সকল ভাব বীজাকারে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বীজগুলিই উহাতে সুপরিণত হইয়াছে। বেদের অতি প্রাচীন ভাগের নাম সংহিতা —উহা অতি প্রাচীন ধরণের সংস্কৃত ভাষায় রচিত—যাস্কের নিরুক্ত নামক অতি প্রাচীন অভিধানের সাহায্যেই কেবল উহা বুঝা যাইতে পারে।"

*　　　*　　　*　　　*

"আমাদের—ইংরাজদের—বরং ধারণা, ভারতকে আমাদের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিতে হইবে। ভারত হইতে ইংরাজ যে কিছু শিখিতে পারে, এ সম্বন্ধে সাধারণ লোক একরূপ অজ্ঞ বলিলেও হয়।"

"তা সত্য বটে। কিন্তু পণ্ডিতেরা অতি উত্তমরূপই জানেন, ভারত হইতে কতদূর শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, আর ঐ শিক্ষা কতদূরই বা প্রয়োজনীয়। আপনি দেখিবেন, ম্যাক্সমুলার, মোনিয়র উইলিয়াম্‌স, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার বা জর্ম্মন প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভারতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করেন না।"

*　　　*　　　*　　　*

স্বামীজি ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সকলেই ইচ্ছা করিলে বক্তৃতা শুনিতে আসিতে পারেন, কাহারও

আসিবার বাধা নাই, আর প্রাচীন "প্রেরিতদিগের যুগে"র * মত নূতন শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই ভারতীয় ধর্ম্মপ্রচারকটীর দেহের গঠন অসাধারণ সুন্দর। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, বলিলে যথার্থ বর্ণনা করা হয়।

সি, এস, বি।

---

* Apostolic Age :—যে সময়ে Apostles (যীশু খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্য) বা প্রেরিতগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মাদুরায় একঘণ্টা।

(হিন্দু, মান্দ্রাজ, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭।)

প্রশ্ন। আমার যতদূর জানা আছে, 'জগৎ মিথ্যা' এই মতবাদ পশ্চাদুল্লিখিত কয়েক প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে :—

(ক) অনন্তের তুলনায় নশ্বর নামরূপের স্থায়িত্ব এত অল্প যে, তাহা বলিবার নয়।

(খ) দুইটী প্রলয়ের অন্তর্গত কাল অনন্তের তুলনায় ঐরূপ।

(গ) যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমাবস্থায় সত্য, আর ঐ জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ বর্ত্তমানে এই জগতেরও একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যতা আছে, উহারও সত্যতাজ্ঞান মনের অবস্থা-বিশেষের উপর নির্ভর করে, কিন্তু পরমার্থতঃ (চরমে বা পরিণামে) মিথ্যা।

(ঘ) বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃঙ্গ যেরূপ মিথ্যা, জগতও তদ্রূপ একটা মিথ্যা ছায়ামাত্র।

এই কয়েকটী ভাবের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে 'জগৎ মিথ্যা' এই মতটী কোন্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে ?

উত্তর। অদ্বৈতবাদীদিগের ভিতর অনেক শ্রেণী আছে— প্রত্যেকটীই কিন্তু (উপরোক্ত) ঐ সকলের মধ্যে কোন না কোন একটী ভাবে অদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন। শঙ্কর (গ) ভাবানুযায়ী এই মত শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ এই—এই জগৎ আমাদের

নিকট যে ভাবে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা সবই বর্ত্তমান জ্ঞানের পক্ষে ব্যবহারিক ভাবে সত্য; কিন্তু যখনই মানবের জ্ঞান উচ্চ আকার ধারণ করে, তখনই উহা একেবারে অন্তর্হিত হয়। সম্মুখে একটা স্থাণু দেখিয়া আপনার ভূত বলিয়া তাহাকে ভ্রম হইতেছে। সেই সময়ের জন্য সেই ভূতের জ্ঞানটা সত্য; কারণ, যথার্থ ভূত হইলে উহা আপনার মনে যেরূপ কার্য্য করিত, যে ফল উৎপাদন করিত, ইহাতেও ঠিক সেই ফল হইতেছে। যখনই আপনি বুঝিবেন, উহা স্থাণুমাত্র, তখনই আপনার ভূতজ্ঞান চলিয়া যাইবে। স্থাণু ও ভূত—উভয় জ্ঞান একত্র থাকিতে পারে না। একটী যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন অপরটা থাকে না।

প্র। শঙ্করের কতকগুলি গ্রন্থে (ঘ) ভাবটীও কি গৃহীত হয় নাই?

উ। না। অন্য কোন কোন ব্যক্তি শঙ্করের 'জগৎ মিথ্যা' এই উপদেশটীর মর্ম্ম ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া উহাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের গ্রন্থে (ঘ) ভাবটীকে গ্রহণ করিয়াছেন। (ক) ও (খ) ভাবদ্বয় অন্যান্য কয়েক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদীর গ্রন্থের বিশেষত্ব বটে, কিন্তু শঙ্কর উহাদের অনুমোদন কখনও করেন নাই।

প্র। এই আপাত-প্রতীয়মান সত্যতার কারণ কি?

উ। স্থাণুতে ভূত-ভ্রান্তির কারণ কি? জগৎ প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদাই একরূপ রহিয়াছে, আপনার মনই ইহাতে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছে।

প্র। 'বেদ অনাদি অনন্ত' এ কথার বাস্তবিক তাৎপর্য্য কি?

উহা কি বৈদিক মন্ত্ররাজির সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে? যদি বেদমন্ত্রে নিহিত সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ অনাদি অনন্ত বলা হইয়া থাকে, তবে ন্যায়, জ্যামিতি, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও অনাদি অনন্ত; কারণ, তাহাদের মধ্যেও ত সনাতন সত্য রহিয়াছে?

উ। "এমন এক সময় ছিল, যখন বেদের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ অপরিণামী ও সনাতন, কেবল মানবের নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র—" এই ভাবে বেদসমূহ অনাদি অনন্ত বিবেচিত হইত। পরবর্ত্তী কালে বোধ হয় যেন অর্থজ্ঞানের সহিত বৈদিক মন্ত্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করিল এবং ঐ মন্ত্রগুলিকেই ঈশ্বরপ্রসূত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। আরও পরবর্ত্তী কালে মন্ত্রগুলির অর্থেই প্রকাশ পাইল যে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি কখন ঈশ্বরপ্রসূত হইতে পারে না; কারণ, ঐগুলি মানবজাতিকে —প্রাণিগণকে যন্ত্রণাদান ইত্যাদি নানাবিধ অশুচি কার্য্যের বিধান দিয়াছে, অপিচ উহাদের মধ্যে অনেক আষাঢ়ে গল্পও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ 'অনাদি অনন্ত' একথার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা মানবজাতির নিকট যে বিধি বা সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিত্য ও অপরিণামী। ন্যায়, জ্যামিতি, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রও মানবজাতির নিকট নিত্য অপরিণামী নিয়ম বা সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর সেই অর্থে উহারাও অনাদি অনন্ত। কিন্তু এমন সত্য বা বিধিই নাই, যাহা বেদে নাই; আর আমি আপনাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছি যে উহাতে ব্যাখ্যাত হয় নাই, এমন কি সত্য আছে, দেখাইয়া দিন।

প্র। অদ্বৈতবাদীদের মুক্তির ধারণা কিরূপ? আমার

জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই তাঁহাদের মতে কি ঐ অবস্থায় জ্ঞান থাকে? অদ্বৈতবাদীদের মুক্তি ও বৌদ্ধ-নির্ব্বাণে কোন প্রভেদ আছে কি?

উ। মুক্তিতে একপ্রকার জ্ঞান থাকে, উহাকে আমরা 'তুরীয় জ্ঞান' বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বলিয়া থাকি। উহার সহিত আপাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের প্রভেদ আছে। মুক্তি অবস্থায় কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। আলোকের মত জ্ঞানেরও তিন অবস্থা—মৃদু জ্ঞান, মধ্যবিধ জ্ঞান ও অধিমাত্র জ্ঞান। যখন—আলোক-পরমাণুর কম্পন অতি প্রবল হয়, তখন উহার ঔজ্জ্বল্য এত অধিক হয় যে, উহা চক্ষুকে ধাঁধিয়া দেয়—আর অতি ক্ষীণতম আলোকেও যেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, উহাতেও তদ্রূপ কিছুই দেখা যায় না। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই। বৌদ্ধেরা যাহাই বলুন না কেন, বৌদ্ধ নির্ব্বাণেও ঐ প্রকার জ্ঞান বিদ্যমান। আমাদের মুক্তির সংজ্ঞা অস্তিভাবাত্মক, বৌদ্ধ-নির্ম্মাণের সংজ্ঞা নাস্তিভাবদ্যোতক।

প্র। অবস্থাতীত ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টির জন্য অবস্থা-বিশেষ আশ্রয় করেন কেন?

উ। এই প্রশ্নটীই অযৌক্তিক, সম্পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ব্রহ্ম 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্,' অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বা মনের দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না। যাহাই দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত প্রদেশে অবস্থিত, তাহাকেই মানব-মনের দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না; আর দেশকালনিমিত্তের অন্তর্গত রাজ্যেই যুক্তি ও অনুসন্ধানের অধিকার। তাহাই যদি হয়, তবে যে বিষয় মানব-বুদ্ধি দ্বারা ধারণা

করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তৎসম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা বৃথা চেষ্টা মাত্র।

প্র। দেখা যায়—অনেকে বলেন, পুরাণগ্রন্থ সকলের আপাত-প্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে গুহ্য অর্থ আছে। তাঁহারা বলেন, ঐ সকল গুহ্য ভাবই পুরাণে রূপকচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন যে, পুরাণের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কিছুমাত্র নাই—উচ্চতম আদর্শসমূহ বুঝাইবার জন্য পুরাণকার কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ বা ভারতের কথা ধরুন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বাস্তবিক কি ঐগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা কিছু আছে, অথবা উহারা কেবল দার্শনিক সত্যসমূহের রূপকভাবে বর্ণনা, অথবা মানবজাতির চরিত্র নিয়মিত করিবার জন্য উচ্চতম আদর্শসমূহেরই দৃষ্টান্ত, কিম্বা উহারা মিণ্টন, হোমর প্রভৃতির কাব্যের ন্যায় উচ্চভাবাত্মক কাব্যমাত্র?

উ। কিছু না কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। পুরাণের উদ্দেশ্য—নানাভাবে পরম সত্যসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। আর যদিও তাহাতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামায়ণের কথা ধরুন—অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থস্বরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে রামের ন্যায় কেহ কখন যথার্থ ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; সুতরাং ইঁহাদের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়াও

রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্ ভাবসমূহ সম্বন্ধে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়। আমাদের দর্শন উহার সত্যতার জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। দেখুন, কৃষ্ণ জগতের সমক্ষে নূতন বা মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন না যে, আমাদের বেদাদি শাস্ত্রে যাহা আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, এমন কিছু তত্ত্ব তিনি শিখাইতে চান। এইটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম খ্রীষ্ট ব্যতীত, মুসলমানধর্ম্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বুদ্ধ ব্যতীত তিষ্ঠিতে পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। আর, কোন পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কতদূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন, অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, এ বিচারে কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। পুরাণের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির শিক্ষা— আর যে সকল ঋষি ঐ পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতকগুলি ঐতিহাসিক চরিত্র লইয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত যত কিছু ভাল বা মন্দ গুণ তাহাদের উপর আরোপ করিতেন—তাঁহারা এইরূপে মানবজাতির পরিচালনার জন্য ধর্ম্মবিধান দিয়া গিয়াছেন। রামায়ণে বর্ণিত দশমুখ রাবণের অস্তিত্ব—একটা দশমাথাযুক্ত রাক্ষস অবশ্যই ছিল, ইহা—মানিতেই হইবে, এমন কি কিছু কথা আছে? দশমুখ বলিয়া কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই থাকুন, বা উহা কবিকল্পনাই হউক, ঐ চরিত্রসহায়ে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যাহা আমাদের সবিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। আপনি এক্ষণে কৃষ্ণকে আরও মনোহর ভাবে বর্ণনা করিতে পারেন, আপনার বর্ণনা

আদর্শের উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু পুরাণে নিবদ্ধ মহোচ্চ দার্শনিক সত্যসমূহ চিরকালই একরূপ।

প্র। যদি কোন ব্যক্তি adept (সিদ্ধ) হন, তবে কি তাঁহার পক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করা সম্ভব ? পূর্ব্ব জন্মের স্থূল মস্তিষ্ক—যাহার মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বানুভূতির সংস্কারসমূহ সঞ্চিত ছিল—এক্ষণে তাহা আর নাই, এজন্মে তিনি একটী নূতন মস্তিষ্ক পাইয়াছেন। তাহাই যদি হইল, তবে বর্ত্তমান মস্তিষ্কের পক্ষে অধুনা অবর্ত্তমান অপর যন্ত্রের দ্বারা গৃহীত সংস্কার-সমূহকে গ্রহণ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

স্বামীজি। আপনি adept (সিদ্ধ) বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন ?

সংবাদদাতা। যিনি নিজের 'গুহ্য' শক্তিসমূহের 'বিকাশ' করিয়াছেন।

স্বামীজি। 'গুহ্য' শক্তি কিরূপে 'বিকাশপ্রাপ্ত' হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ভাব আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা যে, যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, সেগুলির অর্থে যেন কোনরূপ অনির্দ্দিষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবের ছায়ামাত্র না থাকে। যেখানে যে শব্দটী যথার্থ উপযোগী, সেখানে যেন ঠিক সেই শব্দটী ব্যবহৃত হয়। আপনি বলিতে পারেন, 'গুহ্য' বা 'অব্যক্ত' শক্তি 'ব্যক্ত' বা 'নিরাবরণ' হয়। যাঁহাদের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিতে পারেন কারণ, মৃত্যুর পর যে সূক্ষ্ম শরীর থাকে, তাহাই তাঁহাদের বর্ত্তমান মস্তিষ্কের বীজস্বরূপ।

প্র। অহিন্দুকে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী করা কি হিন্দুধর্ম্মের মূলভাবের অবিরোধী আর চণ্ডাল যদি দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে, ব্রাহ্মণ কি তাহা শুনিতে পারেন?

উ। অহিন্দুকে হিন্দু করা হিন্দুধর্ম্ম আপত্তিকর জ্ঞান করেন না। যে কোন ব্যক্তি তিনি শূদ্রই হউন আর চণ্ডালই হউন—ব্রাহ্মণের নিকট পর্য্যন্ত দর্শন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অতি নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও—তিনি যে কোন জাতি হউন বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন—সত্য শিক্ষা করা যাইতে পারে।

স্বামীজি তাঁহার এই মতের স্বপক্ষে খুব প্রামাণ্য সংস্কৃত শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিলেন।

এই স্থানেই কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল, কারণ, তাঁহার মন্দির দর্শনে যাইবার নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সুতরাং উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মন্দির দর্শনে যাত্রা করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।

ভারতেতর দেশের ও ভারতের নানা সমস্যা।

('হিন্দু' মান্দ্রাজ, ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ সাল।)

আমাদের জনৈক প্রতিনিধি চিংলিপট ষ্টেশনে স্বামীজির সহিত ট্রেনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত ট্রেনে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত আসেন। গাড়ীতে উভয়ের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল।

"স্বামীজি, আপনি আমেরিকায় কেন গেছ্‌লেন ?"

"বড় শক্ত কথা। সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া কঠিন ? এখন আমি এর আংশিক উত্তর মাত্র দিতে পারি। ভারতের সব জায়গায় আমি ঘুরেছিলুম ;—দেখলুম, ভারতে যথেষ্ট ঘোরা হয়েছে। তখন অন্য অন্য দেশে যাবার ইচ্ছা হোল। আমি জাপানের দিক দিয়ে আমেরিকায় গেছ্‌লুম।"

"আপনি জাপানে কি দেখ্‌লেন ? জাপান যে উন্নতির পথে চলেছে, ভারতের কি তার অনুসরণ কর্‌বার কোন সম্ভাবনা আছে, মনে করেন ?"

কোন সম্ভাবনা নাই, যদ্দিন না ভারতের ত্রিশ ক্রোড় লোক মিলে একটা জাতি হয়ে দাঁড়ায়। জাপানীর মত এমন স্বদেশ-হিতৈষী ও শিল্পপটু জাত আর দেখা যায় না আর তাদের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইউরোপ ও অন্য স্থানে একদিকে যেমন শিল্পের

বাহার, অপরদিকে আবার তেমনি অপরিষ্কার, কিন্তু জাপানীদের যেমন শিল্পের সৌন্দর্য্য তেমনি আবার তারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার ইচ্ছে, আমাদের যুবকেরা জীবনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও জাপানে বেড়িয়ে আসে। যাওয়াও কিছু শক্ত নয়। জাপানীরা হিন্দুদের সবই খুব ভাল বলে মনে করে আর ভারতকে তীর্থস্বরূপ বোলে বিশ্বাস করে। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম আর জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম ঢের তফাত। জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম বেদান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকবাদে দূষিত, জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম আস্তিক।"

"জাপান হঠাৎ এরকম বড় হোল কি কোরে? এর রহস্যটা কি?"

"জাপানীদের আত্মপ্রত্যয় আর তাদের স্বদেশের উপর ভালবাসা। যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়্তে প্রস্তুত আর যাদের মন মুখ এক, তখন ভারত সব বিষয়ে বড় হবে। মানুষ নিয়েই ত দেশের গৌরব। শুধু দেশে আছে কি? জাপানীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে যেমন সাচ্চা, তোমাদেরও যখন তাই হবে, তোমরাও তখন জাপানীদের মত বড় হবে। জাপানীরা তাদের দেশের জন্যে সব ত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত। তাইতেই তারা বড় হয়েছে। তোমরা যে কামিনী-কাঞ্চনের জন্যে সব ত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত!"

"আপনার কি ইচ্ছে যে ভারত জাপানের মত হোক?"

"তা কখনই নয়। ভারত ভারতই থাকবে। ভারত কেমন কোরে জাপান বা অন্য জাতের মত হবে? যেমন সঙ্গীতে একটা

কোরে প্রধান সুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই একটা একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্য অন্য ভাবগুলো তার অনুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্চে ধর্ম্ম। সমাজ-সংস্কার বলুন, আর যাই বলুন, সবই গৌণ। লোকে বলে হৃদয়টা ভেঙ্গে গেলে চিন্তার প্রবাহ আসে। ভারতের হৃদয়ও এক সময়ে নিশ্চয় ভাঙ্গবে, তখন ধর্ম্মতরঙ্গ খেল্‌তে থাক্‌বে: ভারত ভারতই। আমরা জাপানীদের মত নয়, আমরা হিন্দু। ভারতের হাওয়াটাতেই কেমন শান্তি এনে দেয়। আমি এখানে সর্ব্বদা কাজ কচ্চি, কিন্তু এরি মধ্যে আমি বিশ্রাম লাভ কচ্চি। ভারতে ধর্ম্মকার্য্য কল্লে শান্তি পাওয়া যায়, এখানে সাংসারিক কার্য্য কত্তে গেলে শেষে মৃত্যু হয়—বহুমূত্র হয়ে।"

"যাক্ জাপানের কথা। আচ্ছা, স্বামীজি, আপনি আমেরিকায় গিয়ে প্রথমে কি দেখ্‌লেন?"

"গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি ভালই দেখেছিলুম। কেবল মিশনরি আর 'চার্চ্চ মাগী' গুলো ছাড়া আমেরিকানরা সকলেই বড় আতিথেয়, সৎস্বভাব ও সহৃদয় ব্যক্তি।"

"'চার্চ্চ মাগী'—এ কি স্বামীজি?"

"মার্কিন স্ত্রীলোকেরা যখন বে কর্ব্বার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তখন সব রকম সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্নানের জায়গায় * ঘুর্‌তে থাকে আর একটা পুরুষ পাকড়াবার জন্য যত রকম কৌশল কর্‌বার

---

* আমেরিকায় সমুদ্রের ধারে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে স্নানের জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত থাকে। বড় বড় লোকে সেখানে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য মাঝে মাঝে গিয়া বাস করে। এই সব স্থানে বড় লোকের ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার সুবিধে হয়। অনেকের সেইখান থেকেই ভবিষ্যৎ বিবাহ স্থির হয়ে যায়।

করে। সব চেষ্টা কোরে যখন বিফল হয়, তখন সে চার্চ্চে যোগ দেয়, তখন তাদের ওখানে 'ওল্ড মেড' বলে। তাদের মধ্যে অনেকে বেজায় চার্চ্চের গোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়। তারা ভয়ানক গোঁড়া। তারা পুরুতদের মুটোর ভেতর। পুরুতদের সঙ্গে মিলে তারা সংসারটাকে নরকে পরিণত করে, আর ধর্ম্মটাকে নক্‌ড়া ছক্‌ড়া কোরে ফেলে। এদের বাদ দিলে, আমেরিকানরা বড় ভাল লোক। তারা আমায় বড় ভালবাস্‌তো, আমিও তাদের বড় ভালবাসি। আমি যেন তাদেরই একজন, এই রকম বোধ কত্তুম।"

"চিকাগো ধর্ম্মমহাসভা হয়ে কি ফল দাঁড়াল, আপনার ধারণা?"

"আমার ধারণা, চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—জগতের সামনে অখ্রীশ্চান ধর্ম্ম সকলকে হীন প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়াল অখ্রীশ্চান ধর্ম্মের প্রাধান্য—আর খ্রীশ্চান ধর্ম্মই হীন প্রতিপন্ন হোলো। সুতরাং খ্রীশ্চানদের দৃষ্টিতে ঐ সভার মহা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি। দেখ না কেন, এখন প্যারিসে আর একটা মহাসভা হবার কথা হচ্চে, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকরা, যাঁরা চিকাগো মহাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন যাতে প্যারিসে ধর্ম্মমহাসভা না হয়, তার বিশেষ চেষ্টা কচ্চেন। কিন্তু চিকাগো সভা দ্বারা ভারতীয় চিন্তার বিশেষরূপ বিস্তারের সুবিধা হয়েছে! উহাতে বেদান্তের তরঙ্গ বিস্তার হবার সুবিধা হয়েছে—এখন সমগ্র জগৎ বেদান্তের বন্যায় ভেসে যাচ্চে। অবশ্য আমেরিকানরা চিকাগো সভার এই পরিণামে বিশেষ সুখী—কেবল গোঁড়া পুরুত আর 'চার্চ্চমাগী' গুলো ছাড়া।"

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।

"ইংলণ্ডে আপনার প্রচারকার্য্যের কিরূপ আশা দেখ্‌ছেন, স্বামীজি ?"

"খুব আশা আছে। দশ বৎসরও যেতে হবে না—অধিকাংশ ইংরাজই বেদান্তী হবে। আমেরিকার চেয়ে ইংলণ্ডে বেশী আশা। আমেরিকানেরা ত দেখেছো সব বিষয়ই একটা হুজুক কোরে তোলে। ইংরাজেরা হুজুগে নয়। বেদান্ত না বুঝ্‌লে খ্রীশ্চানেরা তাদের নিউটেষ্টামেণ্টও বুঝতে পারে না। বেদান্ত সব ধর্ম্মেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাস্বরূপ। বেদান্তকে ছাড়্‌লে সব ধর্ম্মই কুসংস্কার। বেদান্তকে ধল্লে সবই ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়।"

"আপনি ইংরাজ-চরিত্রে বিশেষ কি গুণ দেখ্‌লেন ?"

"ইংরাজরা কোন বিষয় বিশ্বাস কল্লেই তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে যায়। ওদের কাজের শক্তি অসাধারণ। ইংরাজ পুরুষ বা মহিলা অপেক্ষা উন্নত নরনারী সমগ্র জগতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই তাদের উপর আমার বাস্তবিক বিশ্বাস। অবশ্য প্রথম তাদের মাথায় কিছু ঢোকান বড় কঠিন ; অনেক চেষ্টাচরিত্র করে উঠে পড়ে লেগে থাক্‌লে তবে তাদের মাথায় একটা ভাব ঢোকে, কিন্তু একবার দিতে পাল্লে আর সহজে উহা বেরোয় না। ইংলণ্ডে কোন মিশনরি বা অন্য কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি —একজনও আমার কোন রকম নিন্দে কর্‌বার চেষ্টা করেনি। আমি দেখে আশ্চর্য্য হলুম, অধিকাংশ বন্ধুই 'চার্চ্চ অফ ইংলণ্ডে'র অন্তর্ভুক্ত। আমি জেনেছি যে সব মিশনরি এ দেশে আসে, তারা ইংলণ্ডের খুব নিম্ন শ্রেণীভুক্ত। কোন ভদ্র ইংরাজ তাদের সঙ্গে মেশে না। এখানকার মত ইংলণ্ডেও জাতের খুব কড়াক্কড়।

আর চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত ইংরাজ সব ভদ্র শ্রেণীভুক্ত। আপনার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আপনার সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব হবার কিছু ব্যাঘাত হবে না। এই জন্যে আমি আমার স্বদেশবাসীকে এই একটী পরামর্শ দিতে চাই যে, মিশনারীরা কি, তা ত এখন জেনেছি। এখন এই কর্ত্তব্য যে, এই গালাগালবাজ মিশনরিদের মোটেই আমল না দেওয়া। আমরাই ত ওদের আস্কারা দিইছি। এখন ওদের মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনাই কর্ত্তব্য।"

"স্বামীজি, অনুগ্রহ কোরে আপনি আমায় কি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সমাজসংস্কারকদের কার্য্যপ্রণালী কি রকম, এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন?"

"সব সমাজ-সংস্কারকেরা, অন্ততঃ তাঁদের নেতারা এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্ম্মভিত্তি বার কর্‌বার চেষ্টা কচ্চেন—আর সেই ধর্ম্মভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক দলপতি, যাঁরা আমার বক্তৃতা শুনতে আস্‌তেন, আমায় বলেছেন, নূতন ভাবে সমাজ গঠন কত্তে হলে বেদান্তকে ভিত্তিস্বরূপ নেওয়া দরকার।"

"ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?"

"আমরা ভয়ানক গরীব। আমাদের জনসাধারণ লৌকিক বিদ্যায় বড় অজ্ঞ। কিন্তু তারা বড় ভাল। কারণ, এখানে দারিদ্র্য একটা রাজদণ্ডযোগ্য অপরাধ বোলে বিবেচিত হয় না। এরা দুর্দ্দান্তও নয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে অনেক সময় আমার পোষাকের দরুণ জনসাধারণ খেপে অনেকবার আমাকে মারবার

যোগাড়ই করেছিল। কিন্তু ভারতে কারো অসাধারণ পোষাকের দরুণ জনসাধারণ খেপে মাত্তে উঠেছে, এরকম কথা ত কখন শুনিনি! অন্যান্য সব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ, ইউরোপের জনসাধারণের চেয়ে ঢের সভ্য।

"ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির জন্য কি করা ভাল আপনি বলেন?"

"তাদের লৌকিক বিদ্যা শেখাতে হবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রণালী দেখিয়ে গেছেন, তারই অনুসরণ কত্তে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভিতর বিস্তার কত্তে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও ধীরে ধীরে তাদের সমান করে নাও। লৌকিক বিদ্যাও ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে শেখাতে হবে।"

"কিন্তু স্বামীজি, আপনি কি মনে করেন, এ কাজ সহজে হতে পারে?"

"অবশ্য এটা ধীরে ধীরে কাজে পরিণত কর্ত্তে হবে। কিন্তু যদি আমি অনেকগুলি স্বার্থত্যাগী যুবক পাই, যারা আমার সঙ্গে কাজ কত্তে প্রস্তুত, তা হলে কালই এটা হতে পারে। কেবল এই কাজে যে পরিমাণে উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ করা হবে, তারই উপর ইহার শীঘ্র বা বিলম্বে সিদ্ধি নির্ভর করছে।"

"কিন্তু যদি বর্ত্তমান হীনাবস্থা তাদের ভূতকর্ম্মজন্য হয়, তবে স্বামীজি, আপনি কিরূপে মনে করেন, সহজে ইহা ঘুচবে আর আপনার তাহাদিগকে কিরূপেই বা সাহায্য করবার ইচ্ছা?"

স্বামীজি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তার অবসর না লইয়াই উত্তর দিলেন—

"কর্ম্মবাদই অনন্তকাল মানবের স্বাধীনতার ঘোষণা কচ্চে। যদি

কর্ম্মের দ্বারা আপনাদিগকে হীন অবস্থায় আন্‌তে পারি, এ কথা সত্য হয়, তবে কর্ম্মের দ্বারা আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধনও নিশ্চয়ই সাধ্যয়ত্ত। আরও কথা এই, জনসাধারণ কেবল যে নিজেদের কর্ম্মের দ্বারাই আপনাদের এই হীনাবস্থা এনেছে, তা নয়। সুতরাং তাহাদিগকে উন্নতি কর্‌বার আরও সুবিধা দিতে হবে। আমি সব জাতকে একাকার কত্তে বলি না। জাতি-বিভাগ খুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ কত্তে চাই। জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তা লাখে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে জাত নাই। ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়া উহার অতীত অবস্থায় গিয়ে থাকি। জাতিবিভাগ ঐ মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতিবিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্চে, সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়ে দেখ, তবে দেখ্‌বে, এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। আরও অনেক হবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্য্য-প্রণালী। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে। আর এইটী প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের কত্তে হবে, কারণ, প্রত্যেক অভিজাত সম্প্রদায়েরই কর্ত্তব্য নিজেদের মূলোচ্ছেদ করা। * আর যত শিগ্‌গির তাঁরা এটী করেন, ততই সকলের পক্ষেই ভাল। এ

* অভিজাত সম্প্রদায় যদি আপনাদের ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের ভিতর ছড়িয়ে দেন, তবে অভিজাত সম্প্রদায় বোলে আলাদা কিছুই থাকে না। কাযেই উহাদের মূলোচ্ছেদ হয়।

বিষয়ে দেরী করা উচিত নয়, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করা উচিত নয়। ইউরোপ আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। অবশ্য আমি একথা বলি না যে ইহা একেবারে সম্পূর্ণ ভাল। যদি জাতিবিভাগ না থাক্‌তো, তবে তোমরা থাক্‌তে কোথায়? জাতিবিভাগ না থাক্‌লে তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিষ কোথায় থাক্‌তো? জাতি-বিভাগ না থাক্‌লে ইউরোপীয়-দের পড়্‌বার জন্যে এ সব শাস্ত্রাদি কোথায় থাক্‌তো? মুসলমানরা ত সবই নষ্ট ক'রে ফেল্‌তো। ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখেছো? ইহা সর্ব্বদাই গতিশীল। কখন কখন, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের সময়, এই গতি খুব মৃদু হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার দ্রুত। আমি আমার স্বদেশীকে এই কথা বলি; আমি তাদের গাল দিই না। আমি অতীতের দিকে দেখি। আর দেখ্‌তে পাই, দেশকাল অবস্থা বিবেচনা কর্‌লে কোন জাতেই এর চেয়ে মহৎ কর্ম্ম কোত্তে পাত্তো না। আমি বলি, তোমরা বেশ কোরেছো, এখন আরও ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর।"

"জাতিবিভাগের সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ে আপনার কি মত, স্বামীজি?"

"জাতিবিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বদ্‌লাচ্ছে, ক্রিয়াকাণ্ডও ক্রমাগত বদ্‌লাচ্ছে। কেবল মূল তত্ত্ব বদ্‌লাচ্ছে না। আমাদের ধর্ম্ম কি, জান্‌তে গেলে বেদ পড়্‌তে হবে। বেদ ছাড়া আর সব শাস্ত্রই যুগভেদে বদ্‌লে যাবে। বেদের শাসন নিত্য। অন্যান্য শাস্ত্রের শাসন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ। যেমন, কোন স্মৃতি একযুগের জন্য আর একটী স্মৃতি আর এক যুগের জন্য। বড় বড়

মহাপুরুষ, অবতারেরা—সর্ব্বদাই আস্‌ছেন আর কি ভাবে কাজ কত্তে হবে, দেখিয়ে যাচ্চেন। কতকগুলি মহাপুরুষ নিম্নজাতির উন্নতির চেষ্টা কোরে গেছেন, কেউ কেউ, যেমন মধ্বাচার্য্য, স্ত্রীলোকদিগকে বেদ পড়্‌বার অধিকার দিয়েছেন। জাতিবিভাগ কখন যেতে পারে না, তবে উহাকে মাঝে মাঝে নূতন ছাঁচে ঢাল্‌তে হবে। প্রাচীন সমাজপ্রণালীর ভিতর এমন জীবনীশক্তি আছে, যাতে সহস্র সহস্র নূতন প্রণালী গঠিত হতে পারে। জাতিবিভাগ উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত্র। পুরাতনেরই নব বিবর্ত্তন বা বিকাশ—ইহাই নূতন কার্য্যপ্রণালী।”

“হিন্দুদের কি সমাজসংস্কারের দরকার নেই?”

“খুব আছে। প্রাচীনকালে বড় বড় মহাপুরুষেরা উন্নতির নূতন নূতন প্রণালী বার কত্তেন, আর রাজারা আইন কোরে সেইটে চালিয়ে দিতেন। প্রাচীনকালে ভারতে এই রকম কোরেই সমাজের উন্নতি হোতো। বর্ত্তমান কালে এই রকম সামাজিক উন্নতি কোত্তে গেলে এমন একটী শক্তি চাই, যার কথা লোকে নেবে। এখন হিন্দু রাজা নেই, এখন লোকদের নিজেদেরই সমাজের সংস্কার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা কত্তে হবে। সুতরাং আমাদের ততদিন অপেক্ষা কত্তে হবে, যতদিন না লোকে শিক্ষিত হয়ে নিজে-দের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ কোত্তে প্রস্তুত ও সমর্থ হয়। কোন সংস্কারের সময় সংস্কারের পক্ষে লোক খুব অল্পই পাওয়া যায়, এর চেয়ে আর দুঃখের বিষয় কিছু হতে পারে না। এই জন্য কেবল কতকগুলি কাল্পনিক সংস্কারে, (যা কখন কার্য্যে পরিণত হবে না) বৃথা শক্তিক্ষয় না করে, আমাদের

উচিত, একেবারে মূল থেকে প্রতীকারের চেষ্টা করা—এমন একদল লোক তৈরী করা, যারা আপনাদের আইন আপনারাই কোর্‌বে। অর্থাৎ এর জন্যে লোকদের শিক্ষা দিতে হবে—তাতে তারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ কোরে নেবে। তা না হোলে এ সকল সংস্কার আকাশকুসুমই থেকে যায়। নূতন প্রণালী এই যে, নিজেদের দ্বারায় নিজেদের উন্নতি সাধন। ইহা কার্য্যে পরিণত কোত্তে সময় লাগ্‌বে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে; কারণ, প্রাচীনকালে এখানে বরাবরই রাজার অব্যাহত শাসন ছিল।"

"আপনি কি মনে করেন, হিন্দুসমাজ ইউরোপীয় সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ কোত্তে কৃতকার্য্য হোতে পারে?"

"না, সম্পূর্ণরূপে নয়। আমি বলি যে, গ্রীক মন—যা ইউ-রোপীয় জাতির বহির্ম্মুখীন শক্তিতে প্রকাশ পাচ্চে—তার সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম যোগ হোলে তাই ভারতের পক্ষে সমাজের আদর্শ হবে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, মিছামিছি শক্তিক্ষয়, আর দিনরাত কতক-গুলো বাজে কাল্পনিক বিষয়ে বাক্যব্যয় না কোরে ইংরাজদের কাছ থেকে আজ্ঞামাত্র নেতার তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালন, ঈর্ষ্যাভাব, অদম্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনন্ত বিশ্বাস শেখা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। একজন ইংরাজ কাকেও নেতা বোলে স্বীকার কোল্লে তাকে সব অবস্থায় মেনে চল্‌বে, সব অবস্থায় তার আজ্ঞা-ধীন হবে। ভারতে সবাই নেতা হোতে চায়, হুকুম তামিল কর্ব্বার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম কর্ব্বার আগে হুকুম তামিল কোত্তে শেখা। আমাদের ঈর্ষ্যার অন্ত নাই। আর যতই আমরা হীনশক্তি, ততই আমরা ঈর্ষ্যাপরায়ণ। যতদিন না এই ঈর্ষ্যা দ্বেষ

যায় ও নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শিক্ষা করে, ততদিন একটা সমাজসংহতি হোতেই পারে না। ততদিন আমরা এই রকম ছোড়ভঙ্গ হয়ে থাক্‌বো, কিছুই কোত্তে পার্ব্বো না। ইউরোপের কাছ থেকে ভারতের শিখ্‌তে হবে, বহিঃপ্রকৃতি জয় আর ভারতের কাছ থেকে ইউরোপের শিখ্‌তে হবে, অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তাহলে আর হিন্দু, ইউরোপীয় বোলে কিছু থাক্‌বে না, উভয়প্রকৃতিজয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক্ ওরা আর একদিক বিকাশ কোরেছে। এই দুইটীর মিলনই দরকার। মুক্তি, যা আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থই দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।”

“স্বামীজি, ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ?”

“ক্রিয়াকাণ্ড হচ্চে ধর্ম্মের ‘কিণ্ডার গার্টেন’ বিদ্যালয়। জগতের এখন যে অবস্থা, তাতে উহা এখন সম্পূর্ণ আবশ্যক। তবে লোককে নূতন নূতন অনুষ্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত, এই কাজের ভার লওয়া। পুরাতন ক্রিয়াকাণ্ড উঠিয়ে দিতে হবে, নূতন নূতন প্রবর্ত্তন কত্তে হবে।”

“তবে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে বলেন, দেখ্‌ছি।”

“না, আমার মূলমন্ত্র গঠন, বিনাশ নয়। বর্ত্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড কোত্তে হবে। সকল বিষয়েরই অনন্ত উন্নতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইহাই আমার বিশ্বাস। একটা পরমাণুর পশ্চাতে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে। হিন্দু জাতির ইতিহাসে বরাবর কখনই বিনাশের চেষ্টা হয়নি, গঠনেরই চেষ্টা

হয়েছে। এক সম্প্রদায় বিনাশের চেষ্টা কোল্লেন, তার ফলে ভারত থেকে তাড়িত হলেন—তাঁদের নাম বৌদ্ধ। আমাদের শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি অনেক সংস্কারক হয়েছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড় দরের সংস্কারক ছিলেন—তাঁরা সর্ব্বদাই গঠনই করেছিলেন, তাঁরা যে দেশ-কাল অনুসারে সমাজ গঠন করেছিলেন। ইহাই আমাদের কার্য্যপ্রণালীর বিশেষত্ব। আমাদের আধুনিক সংস্কারক সকলেই ইউরোপীয় বিনাশকারী সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন—এতে কারও কোন উপকার হবেও না, হয়ও নি। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক সম্পূর্ণ গঠনকারী ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু জাতি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করে চলেছে। শুভাদৃষ্টই হউক, আর দুরদৃষ্টই হউক, সব অবস্থায় বেদান্তের এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার প্রাণপণ চেষ্টাই—ভারতজীবনের সমগ্র ইতিহাস। যেখানে এমন কোন সংস্কারক সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম উঠেছে, যারা বেদান্তের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে উড়ে গেছে।"

"আপনার এখানকার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ?"

"আমি আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত কর্ব্বার জন্য দুটী শিক্ষালয় কত্তে চাই,—একটী মান্দ্রাজে, আর একটী কল্‌কাতায়। আর আমার সঙ্কল্প সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে এই বল্‌তে হয় যে, বেদান্তের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা—তা তিনি সাধুই হোন্, অসাধুই হোন্, জ্ঞানীই হোন্, অজ্ঞানই হোন্, ব্রাহ্মণই হোন্ আর চণ্ডালই হোন্।"

এইবার আমাদের প্রতিনিধি ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা

সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাবার আগেই ট্রেন মান্দ্রাজের এগমোর ষ্টেশনের প্লাটফর্মে লাগিল। এইটুকু মাত্র স্বামিজীর মুখ হতে শোনা গেল, তিনি ভারত ও ইংলণ্ডের সমস্যাসমূহের রাজনীতির সঙ্গে জড়ানোর ঘোর বিরোধী। আমাদের প্রতিনিধি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পাশ্চাত্যদেশে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচারকার্য্য ও তাঁহার মতে ভারতের উন্নতির উপায়।

(মান্দ্রাজ টাইম্‌স্, ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭)

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মান্দ্রাজের হিন্দুসাধারণ, পরম আগ্রহের সহিত জগদ্বিখ্যাত-কীর্ত্তি হিন্দু-সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সকলের মুখেই তাঁহার নাম এখন শুনা যাইতেছে। মান্দ্রাজের স্কুল, কলেজ, হাইকোর্ট, সমুদ্রতীর, রাস্তাঘাট ও বাজারে শত শত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেছে, 'স্বামীজি কবে আসিবেন।' মফঃস্বলের অনেক ছাত্র এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ আসিয়াছিল—পরীক্ষান্তে বাটিতে ফিরিবার জন্য পিতামাতার সাগ্রহ আহ্বান সত্ত্বেও স্বামিজীকে দেখিবার অপেক্ষায় তাহারা এখানে এখনও বসিয়া আছে এবং হোষ্টেলের খরচ বাড়াইতেছে। কয়েক দিনের ভিতরেই স্বামিজী আমাদের নিকট আসিবেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্যত্র স্বামীজি যেরূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, হিন্দু সাধারণের ব্যয়ে এই মহাপুরুষের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ক্যাস্‌ল্ কার্ণানে বিজয়দ্যোতক যে সকল তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে ও অন্যান্য যে সমস্ত আয়োজন চলিতেছে এবং মাননীয় জজ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের ন্যায় প্রধান প্রধান হিন্দু ভদ্র মহোদয়গণ এই অভ্যর্থনা-ব্যাপারে

যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এখানে স্বামীজির অভ্যর্থনা খুব জমকালো গোছের হইবে। মান্দ্রাজই সর্ব্বাগ্রে স্বামীজির উচ্চ প্রতিভা, বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চিকাগো যাইবার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। অতএব মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধির জন্য যিনি এতদূর করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষকে—কারণ, তিনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহা নিঃসন্দেহ—অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ ও গৌরব মান্দ্রাজ এক্ষণে আবার পাইবে। চারি বর্ষ পূর্ব্বে যখন স্বামীজি এখানে পদার্পণ করেন, তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে একজন অজ্ঞাতনামা পুরুষ ছিলেন। সেণ্ট টোমের একটী অপরিচিত বাঙ্গলায় তিনি প্রায় দুইমাস কাটাইয়াছিলেন—যত দিন ছিলেন, ধর্ম্মবিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং যাহারা তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। কয়েকজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক তখনই তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল যে, তাঁহার ভিতর এমন কিছু শক্তি রহিয়াছে, যাহাতে তাহাকে সাধারণ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিবে, যাহাতে তাঁহাকে সমগ্র মানবজাতির নেতৃপদের বিশেষভাবে যোগ্য করিয়া তুলিবে। লোকে তখন এই যুবকবৃন্দকে 'বিপথপরিচালিত উৎসাহীর দল,' 'কল্পনারাজ্যসঞ্চরণশীল পুনরুত্থানকারীর দল' প্রভৃতি বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল। এখন তাহারা 'তাহাদের স্বামী'কে—তাহারা তাঁহাকে ঐ নামে নির্দ্দেশ করিতেই ভালবাসে—ইউরোপ আমেরিকা-ব্যাপী যশ লইয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেছে। স্বামীজির প্রচারকার্য্য মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবিষয়ক। তিনি একটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি

ভারতের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। বেদান্তোক্ত মহান্ সত্য বলিয়া তিনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্য দেশ যে দিন দিন তাহার অধিকতর আদর করিবে, এসম্বন্ধে তিনি হৃদয়ে প্রবল আশা রাখেন। তাঁহার মূলমন্ত্র "বিরোধ নহে—সহায়তা," "বিনাশ নহে, পরভাব স্বায়ত্তাকরণ" "প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে, সমন্বয় ও শান্তি।" অন্যান্য ধর্ম্ম-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার যতই মতভেদ থাকুক, কারণ, কেহ কেহ তাঁহার প্রচার কার্য্য, কেহ কেহ এমন কি, তাঁহার বক্তৃতাশক্তি লইয়া পর্য্যন্ত উপহাস করিয়াছে, খুব কম লোকেই একথা অস্বীকার করিতে সাহস করিবে যে, স্বামীজি হিন্দুগণের সদ্গুণের দিকে পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্ট খুলিয়া দিয়া দেশের সুসন্তানের কাজ করিয়াছেন। লোকে চিরকাল তাঁহাকে এই বলিয়া স্মরণ করিবে যে, তিনিই প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী, যিনি সমুদ্র পার হইয়া পাশ্চাত্য দেশে অকুতোভয়ে তাঁহার ধারণানুযায়ী ধর্ম্ম সমন্বয়ের বার্ত্তা বহন করিয়াছিলেন। গত শনিবার আমাদের পত্রের জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি স্বামীজির নিকট হইতে পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের সফলতার বিবরণ জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্বামীজির শিষ্য সাঙ্কেতিক লেখনবিৎ গুডউইন আমাদের প্রতিনিধিকে উক্ত মহাপুরুষের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনি তখন একখানি সোফায় বসিয়া সাধারণ লোকের মত জলযোগ করিতেছিলেন। স্বামীজি আমাদের প্রতি-নিধিকে অতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। তিনি দেখিলেন, স্বামীজি গৈরিক-বসন পরিহিত ও তাঁহার আকৃতি ধীর স্থির শান্ত মহিমাব্যঞ্জক। তাঁহাকে

দেখিয়া বোধ হইল, যেন যে কোন প্রশ্ন করা হইবে, তাহারই উত্তর দানে তিনি প্রস্তুত ; আমাদের প্রতিনিধি সাঙ্কেতিক লিপি (Short-hand) দ্বারা স্বামীজির কথাগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছি। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, কোন ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তার রিপোর্ট প্রকাশ করিলেই যে তাঁহার সকল মতামতে সম্মতি প্রকাশ করা হইল, একথা ঠিক নহে।

আমাদের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসিলেন,

"স্বামীজি, আপনার বাল্যজীবন সম্বন্ধে আমি কি কিছু জানিতে পারি ?"

স্বামীজি বলিলেন, (তাঁহার উচ্চারণে একটু বাঙ্গালী ধাঁজ পাওয়া যায়)

"কলিকাতায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকাল হইতেই আমার প্রকৃতি ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। জীবনের ঐ কাল হইতেই আমার সকল জিনিষ পরীক্ষা করিয়া লওয়া স্বভাব ছিল—শুধু কথায় আমার তৃপ্তি হইত না। উহার কিছু কাল পরেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়—তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাঁহার নিকটেই আমি ধর্ম্ম শিক্ষা করি। আমার পিতার (গুরুর ?) দেহত্যাগের পর আমি ভারতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং কলিকাতায় একটী ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন করিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে আমি মান্দ্রাজে আসি, এবং মহীশূরের স্বর্গীয় রাজা, এবং রামনাদের রাজার নিকট সাহায্য লাভ করি।"

"আপনি পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইলেন কেন ?"

"আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল। আমার মতে আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণই—অপরাপর জাতির সহিত না মেশা। উহাই ঐ অবনতির একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের সহিত আমরা কখন পরস্পরের ভাব তুলনায় আলোচনা করিবার সুযোগ পাই নাই। আমরা চিরকাল কূপমণ্ডূক হইয়া রহিয়াছি।"

"আপনি পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয় অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন?"

"আমি ইউরোপের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—জর্ম্মণিও ফ্রান্সেও গিয়াছি, তবে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই আমার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল। প্রথমটা আমি একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। তাহার কারণ, ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা তথায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতের লোকের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমার কিন্তু চিরকাল ধারণা, ভারতবাসীই সমগ্র জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক জাতি। সেজন্য হিন্দুর সহিত অন্য কোন জাতিরই ঐ বিষয়ে তুলনা করাটা সম্পূর্ণ ভুল! সাধারণের নিকট হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য প্রথম প্রথম অনেকে আমার ভয়ানক নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাকথারও সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা বলিত, আমি একজন জুয়াচোর, আমার এক আধটী নয়, অনেকগুলি স্ত্রী ও এক পাল ছেলে আছে! কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মপ্রচারকগণ সম্বন্ধে যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, ততই তাহারা ধর্ম্মের নামে যে কতদূর অধর্ম্ম করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ইংলণ্ডে ঐরূপ মিশনরির উৎপাত কিছুমাত্র ছিল না। উহাদের

কেহই তথায় আমার সহিত লড়াই করিতে আসে নাই। মিষ্টার লাণ্ড আমেরিকায় আমার নামে গোপনে নিন্দা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু লোকে তাঁহার কথা শুনিতে চাহিল না। কারণ, আমি তখন লোকের বড়ই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি যখন পুনরায় ইংলণ্ডে আসিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, এই মিশনরি তথায় আমার বিরুদ্ধে লাগিবেন, কিন্তু 'ট্রুথ' সংবাদপত্র তাঁহাকে চুপ করাইয়া দিল। ইংলণ্ডের সামাজিক প্রণালী ভারতের জাতি-বিভাগ অপেক্ষাও কঠোরতর। ইংলিশ চার্চ্চের প্রচারকদিগের সকলেরই ভদ্রবংশে জন্ম—মিশনরিদিগের অধিকাংশের কিন্তু তাহা নহে। তাঁহারা আমার সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, প্রায় ত্রিশ জন ইংলিশ চার্চ্চের প্রচারক ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার বিবাদাস্পদ কূট বিষয়ে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, ইংলণ্ডের প্রচারক বা পুরোহিতগণ ঐ সকল বিষয়ে আমার সহিত মতভেদ হইলেও কখন গোপনে আমার নিন্দাবাদ করেন নাই—ইহাতে আমার আনন্দ ওবিস্ময় উভয়ই হইয়াছিল। জাতিবিভাগ ও বংশপরম্পরাগত শিক্ষার উহাই গুণ।"

"আপনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ?"

"আমেরিকার অনেক লোকে—ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী লোকে—আমার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল। নিম্নজাতীয় মিশনরিগণের নিন্দা তথায় আমার কার্য্যের সহায়তাই করিয়াছিল। আমেরিকা পৌঁছিবার কালে আমার কাছে টাকাকড়ি বিশেষ ছিল

না।—ভারতের লোকে আমার কেবল যাইবার ভাড়াটা মাত্র দিয়াছিল। তাহা অতি অল্প দিনের খরচ হইয়া যায়। সেজন্য এখানে যেমন সেখানেও তদ্রূপ সাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই আমার বাস করিতে হইয়াছিল। মার্কিনেরা বড়ই আতিথেয়। আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ লোক খ্রীষ্টিয়ান। অবশিষ্ট সকলের কোন ধর্ম্ম নাই, অর্থাৎ তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নহে; কিন্তু তাহাদের মধ্যেই বিশিষ্ট ধার্ম্মিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলণ্ডে আমার যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহা পাকা হইয়াছে। যদি আমি কাল মরিয়া যাই এবং কার্য্য চালাইবার জন্য সেখানে কোন সন্ন্যাসী পাঠাইতে না পারি, তাহা হইলেও ইংলণ্ডের কার্য্য চলিবে। ইংরেজ খুব ভাল লোক। অতি বাল্যকাল হইতেই তাহাকে সমুদয় ভাব চাপিয়া রাখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজের মস্তিষ্ক একটু মোটা, ফরাসী বা মার্কিনের মত চট করিয়া সে কোন জিনিষ ধরিতে পারে না। কিন্তু ইংরাজ ভারী দৃঢ়কর্ম্মী। মার্কিন জাতির এখনও এত অধিক বয়স হয় নাই যে, তাহারা ত্যাগ মাহাত্ম্য বুঝিবে। ইংলণ্ড শত শত যুগ ধরিয়া বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছে—সেজন্য তথায় অনেকেই এখন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত! প্রথমবার ইংলণ্ডে যাইয়া যখন আমি বক্তৃতা আরম্ভ করি, তখন আমার ক্লাসে বিশ ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিত। তথা হইতে আমার আমেরিকা চলিয়া যাওয়ার পরেও ঐরূপ ক্লাস চলিতে থাকে। পরে পুনরায় যখন আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলাম, তখন আমি ইচ্ছা করিলেই এক সহস্র শ্রোতা পাইতাম। আমেরিকায় উহা অপেক্ষাও অনেক অধিক

যে শ্রোতা পাইতাম, কারণ, আমি আমেরিকায় তিন বৎসর ও ইংলণ্ডে এক বৎসর মাত্র কাটাইয়াছিলাম। আমি ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন সন্ন্যাসী রাখিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য দেশেও ঐরূপে প্রচারকার্য্যের জন্য আমার সন্ন্যাসী পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।”

“ইংরাজ জাতি বড় কঠোর কর্ম্মী! তাহাদিগকে যদি একটা ভাব দিতে পারা যায়, অর্থাৎ ঐ ভাবটী যদি তাহারা যথার্থই ধরিয়া থাকে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, উহা বৃথায় যাইবে না। এদেশের লোকে এখন বেদে জলাঞ্জলি দিয়াছে; সমুদয় ধর্ম্ম ও দর্শন এখন এদেশে রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে। ‘ছুৎমার্গ’ই ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্ম— এ ধর্ম্ম ইংরাজ কোন কালেই লইবে না; কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের চিন্তাসমূহ এবং তাঁহারা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জগতে যে অপূর্ব্ব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক জাতিই গ্রহণ করিবে। ইংলিশ চার্চ্চের বড় বড় মাতব্বর ব্যক্তি সকল বলিতেন, আমার চেষ্টায় বাইবেলের ভিতর বেদান্তের ভাব প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মের অবনত ভাব মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল যে সকল দার্শনিক গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে এমন একখানিও নাই, যাহাতে আমাদের বৈদান্তিক ধর্ম্মের কিছু না কিছু প্রসঙ্গ নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থে পর্য্যন্তও ঐরূপ আছে। এখন দর্শনরাজ্যে অদ্বৈতবাদেরই কাল পড়িয়াছে—সকলেই এখন উহার কথা কয়। তবে ইউরোপে তাহারা উহাতেও নিজেদের মৌলিকত্ব দেখাইতে চায়। এদিকে হিন্দুদের প্রতি তাহারা অতিশয় ঘৃণা

প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু আবার হিন্দুদের প্রচারিত সত্য সকল লইতেও ছাড়ে না। অধ্যাপক ম্যাক্‌সমুলার একজন পুরা বৈদান্তিক, তিনি বেদান্তের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনি পুনর্জ্জন্মবাদ বিশ্বাস করেন।"

"আপনি ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি করিতে ইচ্ছা করেন?"

"আমার মনে হয়, দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটী কারণ। যতদিন না ভারতের সর্ব্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু ফল হইবে না। ঐ সকল জাতিরা আমাদের শিক্ষার জন্য (রাজকররূপে) পয়সা দিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মলাভের জন্য (শারীরিক পরিশ্রমে) বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাসস্বরূপ হইয়া আছে। যদি আমরা ভারতের পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহাদের জন্য কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে। আমি যুবকগণকে ধর্ম্মপ্রচারকরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রথমে দুইটী কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় বা মঠ স্থাপন করিতে চাই—একটী মান্দ্রাজে ও অপরটী কলিকাতায়। কলিকাতারটী স্থাপন করিবার মত টাকার জোগাড় আমার আছে। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইংরাজেরাই (বিদেশীরাই) টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন।"

"উদীয়মান যুবক সম্প্রদায়ের উপরে আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্ম্মী পাইব। তাহারাই সিংহের ন্যায় বিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। বর্ত্তমানে অনুষ্ঠেয় আদর্শটীকে আমি একটী সুনির্দ্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি এবং উহা কার্য্যতঃ সফল করিবার জন্য আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি ঐ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করি, তাহা হইলে আমার পরে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কেহ ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করিবে। আমি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আমার মতে বর্ত্তমান ভারতের সমস্যা সমাধান একমাত্র দেশের সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদানেই সম্পন্ন হইবে। জগতের মধ্যে ভারতের ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অথচ দেশের সর্ব্বসাধারণকে কেবল কতকগুলা ভূয়া জিনিষ দিয়াই আমরা চিরকাল ভুলাইয়া আসিয়াছি। সম্মুখে অনন্ত উৎস প্রবাহিত থাকিলেও, আমরা তাহাদিগকে পয়ঃপ্রণালীর জল মাত্র পান করিতে দিয়াছি। দেখুন না, মান্দ্রাজের গ্রাজুয়েটগণ একজন নিম্নজাতীয় লোককে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিবেন না, কিন্তু নিজেদের শিক্ষার সহায়তা-কল্পে তাহার নিকট হইতে (রাজকর বা অন্য কোন উপায়ে) টাকা লইতে প্রস্তুত। আমি প্রথমেই ধর্ম্ম প্রচারকগণের শিক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত দুইটী শিক্ষালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি—তাহারা সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্ম ও লৌকিক বিদ্যা উভয়ই শিখাইবে। তাহারা এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র বিস্তার করিবে—এইরূপে ক্রমে আমরা সমগ্র ভারতে ছাইয়া পড়িব। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন—নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হওয়া; এমন কি, ভগবানে

বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বেও সকলকে আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী আমরা দিন দিন এই আত্মবিশ্বাস হারাইতেছি। সংস্কারকগণের বিরুদ্ধে আমার ঐ জন্যই এত আপত্তি। গোঁড়াদের ভাব অপরিণত হইলেও, তাহাদের নিজেদের প্রতি অধিক বিশ্বাস আছে। সেজন্য তাহাদের মনের তেজও বেশী। কিন্তু এখনকার সংস্কারকেরা ইউরোপীয়দিগের হাতের পুতুল মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের অহমিকার পোষকতাই করিয়া থাকে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণ দেবতা-স্বরূপ। ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে দারিদ্র্য পাপ বলিয়া গণ্য নহে। নীচ বর্ণের ভারতবাসীদেরও শরীর দেখিতে সুন্দর—তাহাদের মনেরও কমনীয়তা যথেষ্ট। কিন্তু অভিজাত আমরা তাহাদিগকে ক্রমাগত ঘৃণা করিয়া আসার দরুণই তাহারা আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়াছে। তাহারা মনে করে, তাহারা দাস হইয়াই জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই তাহারা তাহাদের নিজের উপর নির্ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে। ইতর সাধারণকে ঐরূপে অধিকার প্রদান করাই মার্কিন সভ্যতার মহত্ত্ব। হাঁটুভাঙ্গা, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, হাতে একটা ছোট ছড়ি ও এক পুঁটলি কাপড় চোপড় লইয়া সবে মাত্র জাহাজ হইতে আমেরিকায় নামিতেছে, এতাদৃশাকার একজন আইরিশম্যানের সহিত তাহার কয়েক মাস আমেরিকায় বাসের পরের অবস্থা ও আকারের তুলনা করুন। দেখিবেন, তাহার তখন সে সভয় ভাব গিয়াছে—সে সদর্পে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। কারণ—সে এমন দেশ হইতে আসিয়াছিল, যেখানে সে আপনাকে দাস বলিয়া জানিত; এখন এমন স্থানে

আসিয়াছে, যেখানে সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ও সমানাধিকার-প্রাপ্ত।”

“বিশ্বাস করিতে হইবে যে আত্মা—অবিনাশী, অনন্ত ও সর্ব্ব-শক্তিমান্। আমার বিশ্বাস—গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর উহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—কিন্তু ফলে কি দাঁড়াইয়াছে? উহারা একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন ব্যক্তি প্রসব করে নাই। উহারা কেবলমাত্র পরীক্ষাসভ্যরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই।”

“মিসেস বেসাণ্ট ও থিওসফি সম্বন্ধে আপনার কি মত?”

“মিসেস্ বেসাণ্ট একজন খুব ভাল স্ত্রীলোক। আমি তাঁহার লণ্ডনের লজে (Lodge—বক্তৃতাগৃহ) বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলাম। আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। তবে আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বড় অল্প। তিনি এদিক্ ওদিক্ হইতে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম্ম আলোচনায় তাঁহার অবসর হয় নাই। তবে তিনি যে একজন পরম অকপট মহিলা, তাহা তাঁহার পরম শত্রুতেও স্বীকার করিবে। ইংলণ্ডে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। তিনি একজন সন্ন্যাসিনী। কিন্তু আমি ‘মহাত্মা,’ ‘কুথুমি’ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী নহি। তিনি থিওজফিক্যাল

সোসাইটীর সংস্রব ছাড়িয়া দিন এবং নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া যাহা সত্য মনে করেন, তাহা প্রচার করুন।"

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কথা পড়িলে স্বামীজি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে নিজের মত এই ভাবে প্রকাশ করিলেন :—

"আমি এখনও এমন কোন জাতি দেখি নাই, যাহার উন্নতি বা শুভাশুভ অদৃষ্ট তাহার বিধবাগণের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াছে।"

আমাদের প্রতিনিধি জানিতেন, কয়েক জন ব্যক্তি স্বামীজির সাহিত সাক্ষাৎকার লাভের জন্য নীচের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি যে সংবাদপত্রের তরফ হইতে এইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে দয়া পূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমাদের প্রতিনিধি এইবার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এখানে বলা যাইতে পারে, স্বামীজির সঙ্গে মিষ্টার ও মিসেস্ জে, এইচ, সেভিয়ার, মিষ্টার টি, জি, হ্যারিসন (কলম্বো নিবাসী জনৈক বৌদ্ধ ভদ্রলোক) এবং মিষ্টার জে, জে, গুডউইন আছেন। প্রকাশ যে, মিষ্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার স্বামীজির সহিত এখানে আসিয়াছেন হিমালয়বাসের জন্য। স্বামীজির যে সকল পাশ্চাত্য শিষ্যের ভারতবাসের ইচ্ছা হইবে, তাহাদের জন্য তথায় একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার তাঁহাদের সংকল্প আছে। বিশ বৎসর ধরিয়া মিষ্টার ও মিসেস্ সেভিয়ার কোন বিশেষ ধর্ম্মমতের অনুসরণ করেন নাই। সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধারণ প্রচারকদিগের নিকট তাঁহারা যে সকল মত শুনিতেন, তাহাতে তাঁহাদের সন্তোষ হইত না। স্বামীজি

প্রদত্ত কয়েকটী বক্তৃতা শুনিয়াই তাঁহাদের প্রাণে ধারণা হয় যে, তাঁহারা এক্ষণে এমন এক ধর্ম্ম পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি উভয়ই তৃপ্ত হইয়াছে। তাহার পর তাঁহারা সুইজারলণ্ড, জর্ম্মনি ও ইতালিতে স্বামীজির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া এক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। মিষ্টার গুডউইন ইংলণ্ডে সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন, চৌদ্দমাস পূর্ব্বে নিউইয়র্কে তাঁহার সহিত স্বামীজির প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ক্রমে তিনিও স্বামীজির শিষ্য হইয়া সংবাদপত্রের সংস্রব ত্যাগ করেন। এক্ষণে স্বামীজির সেবাতেই তিনি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন এবং সাঙ্কেতিক লিপি দ্বারা তাঁহার বক্তৃতা সকল লিখিয়া লইয়া থাকেন। তিনি বাস্তবিক সর্ব্ব প্রকারেই স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলেন, আমি আশা করি, আমরণ স্বামীজির সঙ্গে থাকিব।

জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্ব্বোধন।

(প্রবুদ্ধ ভারত, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮।)

সম্প্রতি 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জনৈক প্রতিনিধি কতকগুলি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি সেই আচার্য্যশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন,—

"স্বামীজি, আপনার মতে আপনার ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষত্ব কি?"

স্বামীজি প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তর করিলেন, "পরব্যূহভেদ (aggression), অবশ্য এই শব্দ কেবল আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। অন্যান্য সমাজ ও সম্প্রদায় ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধের পর আমরাই প্রথম ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি এবং সমগ্র জগতে ধর্ম্মপ্রচারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।"

"আর ভারতের পক্ষে আপনার ধর্ম্মান্দোলন কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলিয়া আপনি মনে করেন?"

"হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহ আবিষ্কার এবং ঐ গুলিকে জাতীয় দৃষ্টিসমক্ষে জাগ্রত করিয়া দেওয়া। বর্ত্তমান কালে হিন্দু বলিতে ভারতের তিনটী সম্প্রদায় বুঝায়। ১ম, গোঁড়া বা গতানুগতিক সম্প্রদায়; ২য়, মুসলমান আমলের সংস্কারক সম্প্রদায়সমূহ

এবং ৩য়, বর্ত্তমান কালের সংস্কারক সম্প্রদায়সমূহ। আজকাল দেখি, উত্তর দক্ষিণ পর্য্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটী বিষয়ে একমত—গোমাংস ভোজনে সকল হিন্দুরই আপত্তি।"

"বেদবিশ্বাসে কি সকলেই একমত নহে?"

"মোটেই না। ঠিক এইটীই আমরা পুনরার জাগাইতে চাই। ভারত এখনও বুদ্ধের ভাব আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া প্রাচীন ভারত মন্ত্রমুগ্ধবৎই হইয়াছে, নব বলে সঞ্জীবিত হয় নাই।"

"বর্ত্তমান কালে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব আপনি কি বিষয়ে প্রতিভাত দেখিতেছেন?"

"বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ত সর্ব্বত্র জাজ্জ্বল্যমান দেখা যায়। আপনি দেখিবেন, ভারত কখন কোন কিছু পাইয়া হারায় না, কেবল উহাকে আয়ত্ত করিতে—নিজের রক্তমাংস করিয়া লইতে—উহার সময়ের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধ যজ্ঞে প্রাণিবধের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন ভারত সেই ভাব আর ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই। বুদ্ধ বলিলেন, 'গোবধ করিও না',—এখন দেখুন আমাদের পক্ষে গোবধ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

"স্বামীজি, আপনি পূর্ব্বে যে তিন সম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তন্মধ্যে আপনি নিজেকে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন?"

স্বামীজি বলিলেন,—"আমি উক্ত সমুদয় সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরাই ঠিক গোঁড়া হিন্দু।"

এই কথা বলিয়াই তিনি সহসা প্রবল আবেগভরে ও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু 'ছুৎমার্গের' সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংস্রব

নাই। উহা হিন্দুধর্ম্ম নহে, উহা আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই। উহা প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটী কুসংস্কার—আর চিরদিনই উহা জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছে।"

"তাহা হইলে আপনি আসল চান এই জাতীয় অভ্যুদয় ?"

"নিশ্চিত। ভারত কেন সমগ্র আর্য্যজাতির পশ্চাদ্দেশে পড়িয়া থাকিবে, তাহার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন ? ভারত কি বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন ? কলাকৌশলে ? উহার শিল্প, উহার গণিত, উহার দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন বিষয়ে হীন বলিতে পারেন ? কেবল প্রয়োজন এইটুকু যে, তাহাকে মোহনিদ্রা হইতে—শত শত শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রা হইতে—জাগিতে হইবে এবং জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে তাহার যে প্রকৃত কার্য্য, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।"

"কিন্তু ভারত চিরদিনই গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। উহাকে কার্য্যকুশল করিবার চেষ্টা করিতে গেলে উহা নিজের একমাত্র সম্বল—ধর্ম্মরূপ পরম ধন হারাইতে পারে, আপনার এরূপ আশঙ্কা হয় না কি স্বামীজি ?"

"কিছু মাত্র হয় না। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধরিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জ্জীবন ও পাশ্চাত্য দেশের বাহ্য জীবন বা কর্ম্মকুশলতা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত উভয়ের বিপরীত পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল ; এক্ষণে উভয়ে সম্মিলনের কাল উপস্থিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গভীর অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জ্জগতেও তাঁহার

মত কর্ম্মতৎপরতা আর কাহার আছে? ইহাই রহস্য। জীবন,—সমুদ্রের ন্যায় গভীর হইবে বটে, আবার আকাশের মত প্রশস্ত হওয়াও চাই।"

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন:—

"আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক সময় দেখা যায়, বহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক ও উন্নতির প্রতিকূল হইলেও আধ্যাত্মিক জীবন খুব গভীরভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিপরীত ভাবের পরস্পর একত্রাবস্থান আকস্মিক মাত্র, অপরিহার্য্য নহে। আর যদি আমরা ভারতে ঐ বিষয়টার প্রতীকার করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎও ঠিক পথে চলিবে। কারণ, মূলে আমরা কি সকলেই এক নহি?"

"স্বামীজি, আপনার শেষ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আর একটী প্রশ্ন মনে উদয় হইতেছে। এই প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়?"

স্বামীজি বলিলেন,—

"এ বিষয়ের মীমাংসার ভার আমার নহে। আমি কখন কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রচার করি নাই। আমার নিজের জীবন এই মহাত্মার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তিবশে পরিচালিত, কিন্তু অপরে আমার এই ভাব কতদূর গ্রহণ করিবে, তাহা তাহারা নিজেরাই স্থির করিবে। যতই বড় হউক, কেবল একটী নির্দ্দিষ্ট জীবনখাত দিয়াই চিরকাল জগতে ঐশশক্তিস্রোত প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক যুগকে নূতন করিয়া আবার ঐ শক্তি লাভ করিতে হইবে। কারণ, আমরাও কি সকলে ব্রহ্মস্বরূপ নহি?"

জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্ব্বোধন।

"ধন্যবাদ। আমার আপনাকে আর একটীমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনি আপনার নিজ জাতির পক্ষে আপনার প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বর্ণন করিয়াছেন। এই ভাবে উহার প্রণালীটি এখন বর্ণনা করিবেন কি?"

স্বামীজি বলিলেন,

"আমাদের কার্য্যপ্রণালী অতি সহজেই বর্ণিত হইতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে, কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনরায় স্থাপিত করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, কিন্তু ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্ব্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহস্য। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটী বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা আপনিই উন্নত হইবে। এদেশে ধর্ম্মের নিশান যতই উচ্চ করা হউক, কিছুতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।"

ভারতীয় রমণী—তাহাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।

(প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর, ১৮৯৮।)

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন,—

একদিন রবিবার অতি প্রত্যূষে আমি অবশেষে সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ প্রতিপালনে সমর্থ হইলাম। ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা ও অধিকার এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য হিমালয়ের একটী সুন্দর উপত্যকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

আমি যখন স্বামীজির নিকট আমার আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "চলুন, একটু বেড়াইয়া আসা যাক্।" তখনই আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। আহা কি মনোহর দৃশ্য! এমন দৃশ্য সমগ্র জগতে বিরল।

আমরা কখন রবিকরোজ্জ্বল, অথবা ছায়াবিশিষ্ট পথের মধ্য দিয়া, কখন নিস্তব্ধ পল্লীগ্রামের মধ্য দিয়া, কখন ক্রীড়াশীল বালক-বালিকাগণের মধ্য দিয়া এবং কখনও সুবর্ণবর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। কোথাও দেখিলাম, দীর্ঘকায় মহীরুহ-সমূহ যেন উপরের নীলাকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, আবার অন্য স্থানে কৃষকবালারা হাতে কাস্তে লইয়া শীতের সম্বল পক্কশির ভুট্টা কাটিবার জন্য ক্ষেত্রে ঝুঁকিয়া কাজ করিতেছে,—দেখিতে পাইলাম।

কখন বা দেখিলাম, কোনও পথ আপেলের বাগানের দিকে গিয়াছে—তথায় রাশীকৃত রক্তিম আপেলফল চয়ন করিয়া বৃক্ষতলে বাছিয়া রাখা হইয়াছে। আবার ক্ষণকাল পরেই আমরা খোলা মাঠে পড়িলাম—দেখিলাম—সম্মুখে অভ্রমালা ভেদ করিয়া আকাশ প্রান্ত হইতে হিমানীস্তর গম্ভীর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে।

অবশেষে আমার সঙ্গী মৌনভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"নারীর সম্বন্ধে আর্য্য ও সেমিটিক * আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত। সেমাইটদের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই, এমন কি, আহারের জন্য পক্ষী মারাও † তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর্য্যদের মতে সহধর্ম্মিণী ব্যতীত পুরুষে কোন ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারে না।"

আমি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও সাফ কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম,—

"কিন্তু স্বামীজি, হিন্দুধর্ম্ম কি আর্য্যধর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ নহে?"

স্বামীজি ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিকভাববহুল, অর্থাৎ উহার উৎপত্তি কাল বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী। দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়া দিয়াছিলেন

---

* হিব্রু, আসীরিয় প্রভৃতি কয়েকটী ভাষাভাষী জাতিকে সেমিটিক জাতি বলে। অনেকের অনুমান—ইহারা আদমের পুত্র শেম হইতে উৎপন্ন।

† য়াহুদী ধর্ম্মে বৃথামাংস-ভোজন নিষিদ্ধ। এই জন্য তাহারা কোন পশু বা পক্ষী প্রথমে দেবোদ্দেশে বলি দিয়া পরে খাইয়া থাকে। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ও স্বামীজি কৃত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দেখুন।

যে, গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতি দানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, যে সহধর্ম্মিণী ব্যতীত হইতে পারে না, তাহারই আবার শালগ্রাম শিলা অথবা গৃহদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে, এই সকল পূজা পরবর্ত্তী পৌরাণিক সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে।”

“তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নরনারীর যে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, তাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবসম্ভূত বলিয়া মনে করেন ?”

স্বামীজি বলিলেন,—

“যদি কোথাও বাস্তবিকই অধিকারবৈষম্য থাকে, সে ক্ষেত্রে আমি ঐরূপই মনে করি। পাশ্চাত্য সমালোচনার আকস্মিক স্রোতপাতে এবং তুলনায় পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাপার্থক্য দেখিয়াই যেন আমরা আমাদের দেশে নারীদের হীন দশা অতি সহজেই মানিয়া না লই। বহু শতাব্দীর বহু ঘটনাবিপর্য্যয়ের দ্বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রক্ষা করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি পরীক্ষা করিতে হইবে, স্ত্রীজাতির হীনতারূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করিয়া নহে।”

“তাহা হইলে, স্বামীজি আমাদের সমাজে নারীগণের বর্ত্তমান অবস্থায় কি আপনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ?”

স্বামীজি বলিলেন,—

“না—তা’ কখনই নহে। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত ;

নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণের ন্যায় আমাদের নারীগণও এ যোগ্যতালাভে সমর্থা।"

"আপনি নারীজাতির অধিকারবৈষম্যের কারণ বলিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপরে দোষারোপ করিতেছেন; জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম নারীজাতির অবনতির কারণ হইল?"

স্বামীজি বলিলেন,—

"সেই কারণের সৃষ্টি বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়, কিন্তু আবার উহার অবনতির সময়, যাহা লইয়া তাহার গৌরব, তাহাই তাহার দুর্ব্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধের সম্প্রদায়গঠন ও পরিচালন-শক্তি অদ্ভুত ছিল, আর ঐ শক্তিতে তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম কেবল সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের উপযোগী ধর্ম্ম মাত্র। তাহা হইতে এই অশুভ ফল হইল যে, সন্ন্যাসীর ভেক পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্ব্ব প্রথম মঠপ্রথা অর্থাৎ এক ধর্ম্মসদনে সঙ্ঘরূপে বাস করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নারীজাতিকে পুরুষাপেক্ষা নিম্নাধিকার দিতে হইল, কারণ, বড় বড় মঠস্বামীনীগণ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে

পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আশু ফললাভ অর্থাৎ—তাঁহার ধর্ম্ম-সঙ্ঘের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন—হইয়াছিল, ইহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল সুদূর ভবিষ্যতে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জন্য অনুশোচনা করিতে হয়।"

"কিন্তু বেদে ত সন্ন্যাসের বিধি আছে?"

"অবশ্যই আছে, কিন্তু সে সময় ঐ বিষয়ে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনক রাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ আছে ত? * তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্ত্রী ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্নবী—তখনকার কালে এইরূপ মহিলাগণকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধানুষ্কের হস্তস্থিত দুইটী শাণিত তীরের ন্যায়; এই স্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপরিষদ্‌সমূহে বালকবালিকার যেরূপ সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্যভাব আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়ুন—শকুন্তলার উপাখ্যান পড়ুন, তার পর দেখুন—টেনিসনের 'প্রিন্সেস্'† হইতে আর আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কি না।"

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।—৩য় অধ্যায়, ৮ম ব্রাহ্মণ।

† টেনিসন প্রণীত 'প্রিন্সেস্' (Princess) কাব্যে বর্ণিত আছে, কোন দেশের বিদুষী রাজকন্যা সুসভ্য দেশসমূহেও বর্ব্বরজাতিসুলভ নরনারীর নানাবিধ অধিকারবৈষম্য ও নারীজাতির শিক্ষা, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে হীনদশা দেখিয়া মর্ম্মাহত হন এবং পিতার নিকট হইতে তদীয় রাজ্যান্তর্গত এক নিভৃত স্থান চাহিয়া লইয়া তথায় এক প্রকাণ্ড বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তদীয় দুইজন শিক্ষিতা

"স্বামীজি, আপনি বড় অদ্ভুতরূপে আমাদের অতীতের মহিমা-গৌরব আমাদের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন!"

স্বামীজি শান্তভাবে বলিলেন,—

"হাঁ, তাহার কারণ সম্ভবতঃ আমি জগতের দুটো দিক্ই দেখিয়াছি। আর আমি জানি, যে জাতি সীতা-চরিত্র প্রসব করিয়াছে, ঐ চরিত্র যদি কেবল কাল্পনিকও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই। পাশ্চাত্য মহিলাগণের স্কন্ধে আইনের বজ্রবাঁধনে যে সব বিঘ্ন সংলগ্ন আছে, আমাদের দেশে ত সে সব মোটেই জানেও না।* আমাদের নিশ্চিতই অনেক দোষও আছে, আমাদের সমাজে অনেক অন্যায়ও আছে, কিন্তু এই সকল উহাদেরও আছে। আমাদের এটা কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সমগ্র জগতে প্রেম মার্দ্দব ও সাধুতা বাহিরের কার্য্যে ব্যক্ত করিবার একটা সাধারণ চেষ্টা চলিয়াছে আর বিভিন্ন জাতীয় প্রথাগুলির দ্বারা যতটা সম্ভব ঐ সব ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। গার্হাস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশের

সহচরীর সাহায্যে শত শত নারীকে পুরুষাধিকৃত সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দিতে থাকেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে নারীগণকে সংসারের সমুদয় সংস্রব ত্যাগ করিতে হইত। ইহার সমুদয় কার্য্যকলাপ নারীর দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত, ত্রিসীমানায় কোন পুরুষের আসিবার অধিকার ছিল না। আসিলে প্রাণদণ্ড হইবে এইরূপ বিধান ছিল।

* দৃষ্টান্ত—ভারতে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র সম্পত্তি রাখিবার অধিকার অতি প্রাচীন কাল হইতে রহিয়াছে, কিন্তু ইউরোপে অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকে তথাকার আইনানুসারে এরূপ স্বতন্ত্র স্ত্রীধন রাখিতে পারিতেন না।

প্রথাসমূহ হইতে ভারতীয় প্রথাসমূহের নানা প্রকারে অধিক উপযোগীতা আছে।"

"তবে স্বামীজি, আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য কোনরূপ সমস্যা আদৌ আছে কি?"

"অবশ্যই আছে—অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটীও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদয় হয় নাই।"

"তাহা হইলে আপনি প্রকৃত শিক্ষার কি লক্ষণ করিবেন?"

স্বামীজি ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—

"আমি কখন কোন কিছুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করি না। তথাপি এই ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির, শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিসকলকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভীকহৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে—তাহারা সঙ্ঘমিত্তা, লীলা, অহল্যাবাই ও মীরাবাই * এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা স্বার্থগন্ধশূন্যা বীর রমণী হইবে—ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শে যে বীর্য্য

---

* সঙ্ঘমিত্তা—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট্‌ ধর্ম্মাশোকের কন্যা। ইনি সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া স্বীয় ভ্রাতা মাহিন্দের সহিত সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

লাভ হয়; তাহারা সেই বীর্য্যশালিনী হইবে—সুতরাং তাহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্য হইবে।"

"তাহা হইলে, স্বামীজি, আপনার শিক্ষার ভিতর ধর্ম্মশিক্ষাও কিছু থাকা উচিত, আপনি মনে করেন?"

স্বামীজি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"আমি ধর্ম্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। এটী কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামতকে ধর্ম্ম বলিতেছি না। আমার বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও তদ্রূপ শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণানুযায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং

লীলা—লীলার বিষয় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বর্ণিত আছে। ইনি বিদুরথ রাজার মহিষী। সরস্বতী দেবীর আরাধনফলে ইনি স্বীয় পতির জীবাত্মাকে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ রাখিতে, দেবীর সহিত স্বর্গাদি নানালোকে সূক্ষ্মশরীরে বিচরণ করিতে ও পরিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থা হইয়াছিলেন।

অহল্যাবাই—হোলকার বংশ প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত মলহর রাওএর পুত্রবধূ ছিলেন। তদীয় স্বামী তাঁহার শ্বশুরের জীবদ্দশায়ই প্রাণত্যাগ করায় এবং তাঁহার পুত্র অল্পদিন রাজ্য পরিচালনার পরই উন্মাদগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহাকে ইন্দোরের রাজ্ঞীরূপে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর মালব ও তাহার অধীনস্থ অনেক প্রদেশ শাসন করিতে হয়। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা, দয়াশীলা, প্রজার কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী, বুদ্ধিমতী ও রাজ্যের সুশাসনে দক্ষা ছিলেন। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার নানাবিধ দেবালয়, রাস্তাঘাট প্রভৃতি কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান।

মীরাবাই—ইনি রাজমহিষী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে উপাসনা, অন্তঃপুরে সদা সর্ব্বদা বৈষ্ণব সাধুগণের সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশ্যে মধুর ও আধ্যাত্মিকভাবযুক্ত কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় ইনি কালকাটাইতেন। রাজার পুনঃ পুনঃ নিবারণ সত্ত্বেও তিনি মনকে কোনরূপে ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পরিশেষে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন।

তাহাকে উন্নত করিবার এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।”

“কিন্তু ধর্ম্মের দৃষ্টিতে যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যকে বাড়াইয়া জননী ও সহধর্ম্মিণীর সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, এবং ব্রহ্মচারিণীদিগকে উচ্চাসন দেন, তাঁহারা রমণীগণের উন্নতিতে নিশ্চিত স্পষ্ট আঘাত করিয়াছেন।”

স্বামীজি বলিলেন,—

“আপনার এটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম যদি রমণীগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চাসন দিয়া থাকেন, পুরুষজাতির পক্ষেও ঠিক তদ্রূপই করিয়াছেন। আরও আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের মনেও যেন একটু কি গোলমাল রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম মানবাত্মার পক্ষে একটী—কেবল মাত্র একটী—কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তু সাক্ষাৎকারের চেষ্টা। কিন্তু ইহা কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার একমাত্র পন্থা নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য, ভাল বা মন্দ, বিদ্যা বা মূর্খতা—যে কোন বিষয় ঐ চরম লক্ষ্যে লইয়া যাইবার সহায়তা করে, তাহানই সার্থকতা আছে। এই বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভেদ বর্ত্তমান—কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উপদেশ বহির্জ্জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি—আর মোটামুটী বলিতে গেলে ঐ উপলব্ধি একমাত্র উপায়েই সাধিত হইতে পারে। মহাভারতের সেই অল্পবয়স্ক যোগীর কথা আপনার কি মনে পড়ে? যিনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভস্ম করিয়া নিজ যোগবিভূতিতে স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছিলেন—মনে পড়ে কি, নগরে গিয়া প্রথমে রুগ্ন পতির শুশ্রূষাকারিণী এক নারী

পরে ধর্ম্মব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল,—যাঁহারা উভয়েই আজ্ঞাবহতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠারূপ সাধারণ মার্গে থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন?" *

"তাহা হইলে আপনি এদেশের রমণীগণকে কি বলিতে চান?"

"কেন, আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, রমণীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাস্থাপন কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিতা না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণে অপরকে দিবার আছে।"

---

* মহাভারত,—বনপর্ব্ব, ধর্ম্মব্যাধ উপাখ্যান।

হিন্দুধর্ম্মের সীমানা।

(প্রবুদ্ধ ভারত, এপ্রিল, ১৮৯৯।)

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন,—

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কর্ত্তৃক আমি আদিষ্ট হইয়াছিলাম। একদিন সায়ংকালে গঙ্গাবক্ষে নৌকার ছাদে বসিয়া তাঁহার সহিত এইরূপ কথোপ-কথনের সুযোগ মিলিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—আমরা বেলুড়স্থ রামকৃষ্ণ মঠের পোস্তার নিকট নৌকা লাগাইয়াছি—স্বামীজি মঠ হইতে নৌকায় নামিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আসিলেন।

স্থান ও কাল উভয়ই পরম রমণীয় ছিল। মস্তকের উপর নক্ষত্রমালা শুভ্র কিরণ বিস্তার করিতেছিল—চারিদিকে কুলুকুলু-নাদিনী জাহ্নবী, আর একদিকে ক্ষীণালোকিত মঠভবন, পশ্চাতে তালবৃক্ষও ছায়াদানসমর্থ প্রকাণ্ড মহীরুহ সমন্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

আমিই প্রথমে কথাবর্ত্তা আরম্ভ করিলাম, বলিলাম—"স্বামীজি, যাহারা হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ বিষয়ে আপনার মতামত কি জানিবার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনার কি মত, তাহাদিগকে পুনর্গ্রহণ করা যাইতে পারে?"

হিন্দুধর্ম্মের সীমানা।

স্বামীজি বলিলেন—

"নিশ্চিত। তাহাদের অনায়াসে পুনগ্র্হণ করা যাইতে পারে, করাও উচিত।"

তিনি মুহূর্ত্তকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—

"আর এক কথা, তাহাদিগকে পুনগ্র্হণ না করিলে আমাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে। যখন মুসলমানেরা প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আর, কোন লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে ঐ সমাজের শুধু যে একটী লোক কম পড়ে মাত্র, তাহা নয়, কিন্তু তাহার একটী করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়!"

"তারপর আবার হিন্দুধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে অধিকাংশই তরবারিবলে ঐ ঐ ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে অথবা যাহারা ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ করিয়াছে তাহাদেরই বংশধর। ইহাদিগের হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করা বা প্রতিবন্ধকতাচরণ করা স্পষ্টতঃই অন্যায়। আর যাহারা কোন-কালে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, তাহাদের সম্বন্ধেও কি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?—কেন—দেখুন না, অতীতকালে এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্ম্মিগণকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করা হইয়াছে আর এখনও সেরূপ চলিতেছে।"

"আমার নিজের মত এই যে, ভারতের অসভ্য জাতিসমূহ,

ভারতবহির্ভূত স্থাননিবাসী জাতিসমূহ এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেতৃবর্গের পক্ষেই ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পুরাণসমূহে যে সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমার মতে তাহারা বিধর্ম্মী ছিল—তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছিল।"

যাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে প্রায়-শ্চিত্তক্রিয়া আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা-দিগকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—যেমন কাশ্মীর ও নেপালে অনেক লোক দেখা যায়—অথবা যাহারা কখন হিন্দু ছিল না, এক্ষণে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করা উচিত নহে।"

আমি সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"স্বামীজি, কিন্তু ইহারা কোন্ জাতি হইবে? তাহাদের কোন না কোনরূপ জাতি থাকা আবশ্যক—নতুবা তাহারা কখন বিশাল হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মিশিতে পারিবে না। হিন্দুসমাজে তাহাদের যথার্থ স্থান কোথায়?"

স্বামীজি ধীরভাবে বলিলেন,—

"যাহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, তাহারা অবশ্য তাহাদের জাতি ফিরিয়া পাইবে। আর নূতন যাহারা তাহারা নিজের জাতি নিজেরাই করিয়া লইবে।"

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন,—

"আপনার স্মরণ রাখা উচিত, বৈষ্ণবসমাজে ইতিপূর্ব্বেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন জাতি হইতে যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল—সকলেই বৈষ্ণব সমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল—আর সে জাতি বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভদ্র জাতি। রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালাদেশে চৈতন্য পর্য্যন্ত সকল বড় বড় বৈষ্ণব আচার্য্যই ইহা করিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এই নূতন যাহারা আসিবে, তাহাদের বিবাহ কোথায় হইবে?"

স্বামীজি স্থিরভাবে বলিলেন,—

"এখন যেমন চলিতেছে, নিজেদের মধ্যেই।"

আমি বলিলাম,—

"তার পর নামের কথা। আমার বোধ হয়, অহিন্দু এবং যে সব স্বধর্ম্মত্যাগী, অহিন্দু নাম লইয়াছিল, তাহাদের নূতন নামকরণ করা উচিত। তাহাদিগকে কি জাতিসূচক নাম বা আর কোন প্রকার নাম দেওয়া যাইবে?"

স্বামীজি চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন,—

"অবশ্য নামের অনেকটা শক্তি আছে বটে।"

কিন্তু তিনি এই বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন না।

কিন্তু তারপর আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহার আগ্রহ যেন উদ্দীপ্ত হইল। প্রশ্ন করিলাম,—

"স্বামীজি, এই নবাগন্তুকগণ কি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার শাখা হইতে নিজেদের ধর্ম্মপ্রণালী নিজেরাই নির্ব্বাচন করিয়া লইবে

অথবা আপনি তাহাদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন?"

স্বামীজি বলিলেন,—

"একথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাহারা আপনা-পন পথ আপনারাই বাছিয়া লইবে। কারণ, নিজে নির্ব্বাচন করিয়া না লইলে হিন্দুধর্ম্মের মূলভাবটাই নষ্ট করা হয়। আমাদের ধর্ম্মের সার এইটুকু যে, প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্ট নির্ব্বাচনের অধিকার আছে।"

আমি এই কথাটী বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম। কারণ, আমার বোধ হয়, আমার সম্মুখস্থ এই ব্যক্তিটী জগতের বর্ত্তমান অন্য সকল ব্যক্তি অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তিসমূহের আলোচনায় অধিক বর্ষ কাটাইয়াছেন আর ইষ্টনির্ব্বাচনের স্বাধীনতারূপ তত্ত্বটী এত উদার যে, সমগ্র জগৎ ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

তারপর কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের কথাবার্ত্তা উঠিল। অবশেষে আমার নিকট সহৃদয়ভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া এই মহান্ ধর্ম্মাচার্য্য নিজের লণ্ঠন তুলিয়া মঠে ফিরিয়া গেলেন আর আমি গঙ্গার পথশূন্য পথ দিয়া, তদুপরিস্থ নানাবিধ আকারের নৌকাসমূহের মধ্য দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আমার কলিকাতার বাটীতে ফিরিলাম।

প্রশ্নোত্তর।

(১)

(মঠের দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত)

প্র। গুরু কাহাকে বলিতে পারা যায় ?

উ। যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছিলেন।

প্র। ভক্তিলাভ কিরূপে হবে ?

উ। ভক্তি তোর ভিতরেই রয়েছে—কেবল তার উপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে আছে। ঐ আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়্‌বে।

প্র। আপনি বলে থাকেন, আপনার পায়ের উপর দাঁড়াও। এখানে 'আপনার' বলতে কি বুঝ্‌ব ?

উ। অবশ্য পরমাত্মার উপরই নির্ভর কর্‌তে বলা আমার উদ্দেশ্য। তবে এই "কাঁচা আমি"র উপর নির্ভর কর্‌বার অভ্যাস কর্‌লেও ক্রমে উহাতে আমাদিগকে ঠিক জায়গায় লয়ে যায়, কারণ, জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই মায়িক প্রকাশ বই আর কিছুই নয়।

প্র। যদি এক বস্তুই যথার্থ সত্য হয়, তবে এই দ্বৈতবোধ—যা সদাসর্ব্বদা সকলের হচ্ছে, তাহা কোথা থেকে এল ?

উ। বিষয় যখন প্রথম অনুভব হয়, ঠিক সে সময় কখন

দ্বৈতবোধ হয় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগ হবার পর যখন আমরা সেই জ্ঞানকে বুদ্ধিতে আরূঢ় করাই, তখনই দ্বৈতবোধ এসে থাকে। বিষয়ানুভূতির সময় যদি দ্বৈতবোধ থাক্‌তো, তবে জ্ঞেয় জ্ঞাতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে এবং জ্ঞাতাও জ্ঞেয় হোতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান কোর্‌তে পার্‌তো।

প্র। সামঞ্জস্যভাবে চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট উপায় কি ?

উ। যাঁদের চরিত্র সেই ভাবে গঠিত হয়েছে, তাঁদের সঙ্গ করাই এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

প্র। বেদ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা রাখা কর্ত্তব্য ?

উ। বেদই একমাত্র প্রমাণ—অবশ্য বেদের যে অংশগুলি যুক্তিবিরোধী সেগুলি বেদশব্দবাচ্য নহে। অন্যান্য শাস্ত্র যথা পুরাণাদি—ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের অবিরোধী। বেদের পরে জগতের যে কোন স্থানে যে কোন ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হয়েছে, তা বেদে থেকে নেওয়া বুঝ্‌তে হবে।

প্র। এই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগের বিষয় শাস্ত্রে পড়া যায়, ইহা কি কোনরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনাসম্মত অথবা কাল্পনিক মাত্র ?

উ। বেদে ত এইরূপ চতুর্যুগের কোন উল্লেখ নাই, উহা পৌরাণিক যুগের কল্পনামাত্র।

প্র। শব্দ ও ভাবের মধ্যে বাস্তবিক কি কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে, না, যে কোন শব্দের দ্বারা যে কোন ভাব বোঝাতে পারা যায় ? লোকে কি ইচ্ছামত যে কোন শব্দে যে কোন ভাব জুড়ে দিয়েছে ?

উ। বিষয়টিতে অনেক তর্ক উঠ্‌তে পারে, স্থির সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। বোধ হয় যেন, শব্দ ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধ যে নিত্য, তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? দেখ না, একটা ভাব বোঝাতে বিভিন্ন ভাষায় কতরূপ বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। কোনরূপ সূক্ষ্ম সম্বন্ধ থাকতে পারে যা আমরা এখনও ধর্‌তে পারছি না।

প্র। ভারতের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত?

উ। প্রথমতঃ সকলে যাতে কাজের লোক হয় এবং তাদের শরীরটা যাতে সবল হয়, সেইরূপ শিক্ষা দিতে হবে। এইরূপ দ্বাদশজন পুরুষসিংহে জগৎ জয় কর্‌বে—কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভেড়ার পালের দ্বারা তা হবে না। দ্বিতীয়তঃ যত বড়ই হোক না কেন, কোন ব্যক্তিগত আদর্শ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।

তার পর স্বামীজি কয়েকটী হিন্দু প্রতীকের কিরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের বিভিন্নতা বুঝাইলেন। প্রথমোক্ত মার্গ প্রকৃতপক্ষে আর্য্যদের ছিল এবং তজ্জন্যই উহাতে অধিকারিবিচারের বিশেষ কড়াকড় ছিল। দ্বিতীয় মার্গের উৎপত্তি—দাক্ষিণাত্য হইতে—অনার্য্যজাতি হইতে—সেই জন্য উহাতে অধিকারিবিচার নাই।

প্র। রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের পুনরুত্থানকার্য্যে কোন্ অংশ অভিনয় কর্‌বে?

উ। এই মঠ থেকে সব চরিত্রবান্ লোক বেরিয়ে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত কর্‌বে। এর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও উন্নতি হতে থাক্‌বে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-

জাতির অভ্যুদয় হবে, শূদ্রজাতি আর থাক্‌বে না। তারা যে সব কাজ এখন কর্‌ছে, সে সব কলের দ্বারা হবে। ভারতের বর্ত্তমান অভাব—ক্ষত্রিয়শক্তি।

প্র। মানুষের জন্মান্তরে কি পশ্বাদি নীচযোনি হওয়া সম্ভব?

উ। খুব সম্ভব। পুনর্জ্জন্ম কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। যদি লোকে পশুর মত কাজ করে, তবে সে পশুযোনিতে আকৃষ্ট হবে।

প্র। মানুষ আবার পশুযোনি প্রাপ্ত হবে কিরূপে, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। ক্রমবিকাশের নিয়মে সে যখন একবার মানবদেহ পেয়েছে, তখন সে আবার কিরূপে পশুযোনি প্রাপ্ত হতে পারে?

উ। কেন, পশু থেকে যদি মানুষ হতে পারে, মানুষ থেকে পশু হবে না কেন? একটা সত্তাই ত বাস্তবিক আছে—মূলেতে ত সবই এক।

আর একবার এইরূপ প্রশ্নোত্তরকালে (১৮৯৮ খ্রীঃ) স্বামীজি মূর্ত্তিপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ বৌদ্ধ চৈত্য, পরে স্তূপ—তাহা হইতে বুদ্ধের মন্দির নির্ম্মিত হইল। হিন্দুমন্দির সমূহের উৎপত্তি এই বৌদ্ধমন্দির হইতে।

প্র। কুণ্ডলিনী বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আমাদের স্থূলদেহের মধ্যে আছে কি?

উ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন, যোগীরা যাকে পদ্ম বলেন, বাস্তবিক তা মানবের দেহে নাই। যোগাভ্যাসের দ্বারা ঐগুলির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্র। মূর্ত্তিপূজার দ্বারা কি মুক্তি লাভ হ'তে পারে?

উ। মূর্ত্তিপূজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মুক্তি হ'তে পারে না—তবে

উহা মুক্তিলাভের গৌণ কারণ স্বরূপ, ঐ পথের সহায়ক। মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ, অনেকের পক্ষে উহা অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত করে দেয়—ঐ অদ্বৈতজ্ঞান লাভেই মানব মুক্ত হতে পারে।

প্র। আমাদের চরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কি হওয়া উচিত?

উ। ত্যাগ।

প্র। আপনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার দায়স্বরূপ ভারতে ঘোর অবনতি আনয়ন করেছিল—এটী কি করে হল?

উ। বৌদ্ধেরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী করবার চেষ্টা করেছিল। সকলে ত আর তা হতে পারে না। এইরূপে যে সে সাধু হওয়াতে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর ভিতরে ক্রমশঃ ত্যাগের ভাব কমে আসতে লাগ্‌ল। আর এক কারণ—ধর্ম্মের নামে তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বর্ব্বর আচার ব্যবহারের অনুকরণ। ঐ সকল স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করতে গিয়ে তাদের ভিতর ওদের দূষিত আচারগুলি ঢুক্‌লো। তারা শেষে ভারতে সেগুলি চালিয়ে দিলে।

প্র। মায়া কি অনাদি অনন্ত?

উ। সমষ্টি ভাবে ধর্‌লে অনাদি অনন্ত বটে, ব্যষ্টিভাবে কিন্তু সান্ত।

প্র। মায়া কি?

উ। বস্তু প্রকৃত পক্ষে একটী মাত্রই আছে—তাহাকে জড় বা চৈতন্য যে নামেই অভিহিত কর না কেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে একটী ছাড়িয়া আর একটীকে ভাবা শুধু কঠিন নহে; অসম্ভব। ইহাই মায়া বা অজ্ঞান।

প্র। মুক্তি কি?

উ। মুক্তি অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—ভালমন্দ উভয়ের বন্ধন থেকেই মুক্ত হওয়া। লোহার শিকলও শিকল, সোণার শিকলও শিকল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন,—"পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা তুল্‌তে আর একটা কাঁটার প্রয়োজন হয়। কাঁটা উঠে গেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়া হয়। এইরূপ সৎ-প্রবৃত্তির দ্বারা অসৎপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন কর্‌তে হবে—তারপর কিন্তু সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে পর্য্যন্ত জয় করতে হবে।"

প্র। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কি মুক্তিলাভ হতে পারে?

উ। মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। মুক্তি আমাদের ভিতরে পূর্ব্ব হ'তেই বর্ত্তমান।

প্র। আমাদের মধ্যে যাহাকে 'আমি' বলা যায়, তাহা দেহাদি থেকে উৎপন্ন নয়, তার প্রমাণ কি?

উ। অনাত্মার ন্যায় 'আমি'ও দেহমনাদি থেকেই উৎপন্ন। প্রকৃত 'আমি'র অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

প্র। প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত ভক্তই বা কাকে বলা যায়?

উ। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যাঁর হৃদয়ে অগাধ প্রেম বিদ্যমান আর যিনি সর্ব্বাবস্থাতে অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন। আর তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভেদ-ভাবে উপলব্ধি করে অন্তরে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন এবং সকলকেই যিনি ভালবাসেন, সকলের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদে। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যিনি একটীর পক্ষপাতী হয়ে অপরটীর নিন্দা করেন, তিনি জ্ঞানীও নন, ভক্তও নন, তিনি জুয়াচোর।

প্র। ঈশ্বরের সেবা কর্‌বার কি দরকার ?

উ। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার স্বীকার কর, তবে তাঁকে সেবা কর্‌বার যথেষ্ট কারণ পাবে। সকল শাস্ত্রের মতে ভগবৎসেবা অর্থে স্মরণ। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্মরণ কর্‌বার হেতু উপস্থিত হবে।

প্র। মায়াবাদ কি অদ্বৈতবাদ থেকে কিছু আলাদা ?

উ। না—একই। মায়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভবপর নহে।

প্র। ঈশ্বর অনন্ত—তিনি মানুষরূপ ধরে এতটুকু হতে পারেন কি করে ?

উ। সত্য বটে, ঈশ্বর অনন্ত, কিন্তু তোমরা যে ভাবে অনন্ত মনে কোচ্ছো, অনন্ত মানে তা নয়। তোমরা অনন্ত বল্‌তে একটা খুব প্রকাণ্ড জড়সত্তা মনে করে গুলিয়ে ফেল্‌ছো। ভগবান্ মানুষরূপ ধর্‌তে পারেন না বল্‌তে তোমরা বুঝ্‌ছো, একটা খুব প্রকাণ্ড জড়ধর্ম্মী পদার্থকে এতটুকু কর্‌তে পারা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর ওহিসাবে অনন্ত নন—তাঁর অনন্তত্ব চৈতন্যের অনন্তত্ব। সুতরাং উহা মানবাকারে আপনাকে অভিব্যক্ত কর্‌লে উহার স্বরূপের কোন হানি হয় না।

প্র। কেহ কেহ বলেন, আগে সিদ্ধ হও, তারপর তোমার কার্য্যে অধিকার হবে ; আবার কেহ কেহ বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম্ম করা উচিত। এই দুইটী বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য সাধন কিরূপে হ'তে পারে ?

উ। তোমরা দুটী বিভিন্ন জিনিষে গোল করে ফেল্‌ছো। কর্ম্ম

মানে মানবজাতির সেবা বা ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই। কিন্তু সেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; শুধু তা নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অপরের সেবা নিচ্চি ততক্ষণ আমরা অপরকে সেবা কর্‌তে বাধ্য।

(২)

(ব্রুক্‌লিন নৈতিক সভা, ব্রুক্‌লিন, আমেরিকা।)

প্র। আপনি বলেন, সবই মঙ্গলের জন্য; কিন্তু দেখিতে পাই, জগতে অমঙ্গল, দুঃখ কষ্ট চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনার ঐ মতের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারের আপনি কিরূপে সামঞ্জস্য সাধন করিবেন?

উ। যদি আপনি প্রথম অমঙ্গলের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন, তবেই আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি—কিন্তু বৈদান্তিক ধর্ম্ম অমঙ্গলের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। সুখের সহিত অসংযুক্ত অনন্ত দুঃখ থাকিলে তাহাকে অবশ্য প্রকৃত অমঙ্গল বলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি সাময়িক দুঃখকষ্ট হৃদয়ের কোমলতা ও মহত্ত্ব বিধান করিয়া মানুষকে অনন্ত সুখের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়, তবে তাহাকে আর অমঙ্গল বলা চলে না—বরং উহাই পরম মঙ্গল বলিতে পারা যায়। আমরা কোন জিনিষকে মন্দ বলিতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা অনন্তের রাজ্যে উহার পরিণাম কি দাঁড়ায়, তাহার অনুসন্ধান করি।

ভূত বা পিশাচোপাসনা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে। মানবজাতি ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে, কিন্তু সকলেই একরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। সেই জন্য দেখা যায়, পার্থিব জীবনে কেহ কেহ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর ও পবিত্রতর। প্রত্যেক ব্যক্তিরই—তাহার বর্ত্তমান উন্নতিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে—আপনাকে উন্নত করিবার সুযোগ বিদ্যমান। আমরা নিজেদের নষ্ট করিতে পারি না, আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তিকে নষ্ট বা দুর্ব্বল করিতে পারি না, কিন্তু আমাদের উহাকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করিবার স্বাধীনতা আছে।

প্র। জাগতিক জড় পদার্থের সত্যতা কি কেবল আমাদের নিজ মনেরই কল্পনা নহে?

উ। আমার মতে বাহ্য জগতের অবশ্যই একটা সত্তা আছে—আমাদের মনের চিন্তার বাহিরেও উহার একটা অস্তিত্ব আছে। সমগ্র প্রপঞ্চ চৈতন্যের ক্রমবিকাশরূপ মহান্ বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে—এই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক্। জড়ের ক্রমবিকাশ চৈতন্যের বিকাশপ্রণালীর সূচক বা প্রতীকস্বরূপ, কিন্তু ঐ প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান পার্থিব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বদ্ধ থাকায় এখনও অখণ্ড ব্যক্তিত্বপদবী লাভ করিতে পারি নাই। আমরা যতদিন না সেই উচ্চতর অবস্থা লাভ করিব, যে অবস্থায় আমাদের অন্তরাত্মার পরমলক্ষণসমূহ প্রকাশার্থে আমরা উপযুক্ত যন্ত্ররূপে পরিণত হই, ততদিন আমরা প্রকৃত ব্যক্তিত্বলাভ করিতে পারিব না।

প্র। যীশুখ্রীষ্টের নিকট একটী জন্মান্ধ শিশু আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, শিশুটীর নিজের কোন পাপবশতঃ অথবা তাহার পিতামাতার পাপ প্রযুক্ত সে অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে—আপনি এই সমস্যার কিরূপ মীমাংসা করেন?

উ। এ সমস্যার ভিতর পাপের কথা আনিবার কোন প্রয়োজন ত দেখা যাইতেছে না—তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—শিশুটীর এই অন্ধতা তাহার পূর্ব্বজন্ম-কৃত কোন কার্য্যের ফলস্বরূপ। আমার মতে এইরূপ সমস্যাগুলি পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিলেই কেবল ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

প্র। আমাদের আত্মা কি মৃত্যুর পর আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

উ। মৃত্যু কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র। দেশ কাল আপনার মধ্যেই বর্ত্তমান, আপনি দেশকালের অন্তর্গত নহেন। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, আমরা ইহলোকে বা পরলোকে যতই আমাদের জীবনকে পবিত্রতর ও মহত্তর করিব, ততই আমরা সেই ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইব, যিনি সমুদয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ও অনন্ত আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপ।

(৩)

(টোয়েণ্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি ক্লাব, বোষ্টন, আমেরিকা।)

প্র। বেদান্ত কি মুসলমান ধর্ম্মের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

উ। বেদান্তের আধ্যাত্মিক উদারতা মুসলমান ধর্ম্মের উপর

বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের মুসলমান ধর্ম্ম অন্যান্য দেশের মুসলমান ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ। কেবল যখন মুসলমানেরা অপর দেশ হইতে আসিয়া তাহাদের ভারতীয় স্বধর্ম্মীদের নিকট বলিতে থাকে যে, তাহারা বিধর্ম্মীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে কিরূপে? তখনই অশিক্ষিত গোঁড়া মুসলমানের দল উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়া থাকে।

প্র। বেদান্ত কি জাতিভেদ স্বীকার করেন?

উ। জাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্ম্মের বিরোধী। জাতিভেদ একটী সামাজিক প্রথা, আর আমাদের বড় বড় আচার্য্যেরা উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যতই ঐরূপ প্রচার হইয়াছে, ততই জাতিভেদের নিগড় আরো দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিভেদ রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade guild)। কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা, ইউরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী ভাঙ্গিয়াছে।

প্র। বেদের বিশেষত্ব কি?

উ। বেদের একটী বিশেষত্ব এই যে, যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে একমাত্র বেদই বার বার বলিয়াছেন, বেদকেও অতিক্রম করিতে হইবে। বেদ বলেন, উহা কেবল অসিদ্ধাবস্থারূঢ় মানবের জন্য লিখিত। সিদ্ধাবস্থায় বেদের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে হইবে।

প্র। আপনার মতে প্রত্যেক জীবাত্মা কি নিত্য সত্য?

উ। জীবসত্তা কতকগুলি সংস্কার বা বৃত্তির সমষ্টিস্বরূপ, আর

এই বুদ্ধিসমূহের প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং উহা কখন অনন্তকালের জন্য সত্য হইতে পারে না। এই মায়িক জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যেই উহার সত্যতা। জীবাত্মা চিন্তা ও স্মৃতির সমষ্টি—উহা কিরূপে নিত্য সত্য হইতে পারে?

প্র। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে লোপ হইল কেন?

উ। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রকৃতপক্ষে লোপ পায় নাই। উহা কেবল একটী বিপুল সামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পূর্ব্বে যজ্ঞার্থে এবং অন্যান্য কারণেও অনেক জীবহত্যা হইত, আর লোকে প্রচুর মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিত। বুদ্ধের উপদেশের ফলে মদ্যপান ও জীবহত্যা ভারত হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে।

(৪)

(আমেরিকার হার্টফোর্ডে, 'আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার অবসানে শ্রোতৃবৃন্দ কয়েকটী প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।)

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন,—

যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ লোককে নরকাগ্নির ভয় না দেখান, তবে লোকে আর তাঁহাদের কথা মানিবে না।

উত্তর। তাই যদি হয় ত না মানাই ভাল। যাহাকে ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করাইতে হয়, বাস্তবিক তাহার কোন ধর্ম্মই হয় না। লোককে তাহার আসুরী প্রকৃতির কথা কিছু না বলিয়া তাহার ভিতরে যে দেবভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিষয় উপদেশ দেওয়াই ভাল।

প্র। প্রভু (যীশুখ্রীষ্ট) "স্বর্গরাজ্য এ জগতের নহে," একথা কি অর্থে বলিয়াছিলেন?

উ। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। য়াহুদীদের ধারণা ছিল যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য বলিয়া একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। যীশুর সে ভাব ছিল না।

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা পূর্ব্বে পশু ছিলাম এক্ষণে মানব হইয়াছি?

উ। আমার বিশ্বাস, ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে উচ্চতর প্রাণিসমূহ নিম্নতর জীবসমূহ হইতে আসিয়াছে।

প্র। আপনি কি এমন কাহাকেও জানেন, যাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কথা মনে আছে?

উ। আমার এমন কয়েকজন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে যাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন, যে, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ আছে। তাঁহারা এমন এক অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উদিত হইয়াছে।

প্র। আপনি খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ব্যাপার কি বিশ্বাস করেন?

উ। খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার ছিলেন—লোকে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই। যাহা তাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা একটা ছায়া মাত্র, মরুমরীচিকা স্বরূপ একটা ভ্রান্তি মাত্র।

প্র। যদি তিনি ঐরূপ একটা ছায়াশরীর নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাই কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ব্যাপার নহে?

উ। আমি অলৌকিক ঘটনাসমূহকে সত্যলাভের পথে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্নকর বলিয়া মনে করি। বুদ্ধের শিষ্যগণ একবার তাঁহাকে তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়াকারী ব্যক্তির কথা বলিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি স্পর্শ না করিয়া খুব উচ্চস্থান হইতে একটী পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবকে সেই পাত্রটী দেখাইবা মাত্র তিনি তাহা লইয়া পদদ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আর তাহাদিগকে অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্ম্মের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সনাতন তত্ত্বসমূহের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আভ্যন্তরিক জ্ঞানালোকের বিষয়, আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্যোতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন-- আর ঐ আত্মজ্যোতির আলোকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র নিরাপদ পন্থা। অলৌকিক ব্যাপারগুলি ধর্ম্মপথের কেবল প্রতিবন্ধক মাত্র। সেগুলিকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে।

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, যীশু শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন ?

উ। যীশু শৈলোপেদেশ দিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এ বিষয়ে অপরাপর লোকে যেমন গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন, আমাকেও তাহাই করিতে হয়; আর আমি ইহা জানি যে, কেবল গ্রন্থের প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ আস্থা করা যাইতে পারে না। তবে ঐ শৈলোপদেশকে আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রদ বলিয়া আমাদের প্রাণে যাহা লাগিবে, তাহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধ খ্রীষ্টের পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে উপদেশ দিয়া

গিয়াছেন—তাঁহার বাক্যাবলী প্রেম ও আশীর্ব্বাদপূর্ণ। কখন তাঁহার মুখ হইতে কাহারও প্রতি একটী অভিশাপবাণী উচ্চারিত হয় নাই—তাঁহার জীবনের মধ্যেও কাহারও অশুভানুধ্যানের কথা শুনা যায় না। জরতুষ্ট্র বা কংফুছের মুখ হইতেও কখন অভিশাপ-বাণী নির্গত হয় নাই।

(৫)

(নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরগুলি আমেরিকার বিভিন্ন বক্তৃতার অন্তে হইয়াছিল। সেই সকল বিভিন্ন স্থান হইতে এগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী আমেরিকার একখানি সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত।)

প্র। আত্মার পুনর্দ্দেহধারণ সম্বন্ধীয় হিন্দু মতবাদটী কিরূপ ?

উ। বৈজ্ঞানিকদের শক্তি বা জড়-সাতত্য (বা নৈরন্তর্য্য) (Conservation of energy or matter) মত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই মতবাদ (Conservation of energy or matter) আমাদের দেশের জনৈক দার্শনিকই প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁহারা সৃষ্টি বিশ্বাস করিতেন না। 'সৃষ্টি' বলিলে বুঝায়,—'কিছু না' হইতে 'কিছু' হওয়া। ইহা অসম্ভব। যেমন কালের আদি নাই, তদ্রূপ সৃষ্টিরও আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি যেন দুইটী রেখার মত—উহাদের আদি নাই, অন্ত নাই—উহারা নিত্য পৃথক। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, উহা ছিল, আছে ও থাকিবে। পাশ্চাত্যদেশীয়গণকে ভারত হইতে একটী বিষয় শিখিতে হইবে—পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা। কোন ধর্ম্মই মন্দ নহে, কারণ, সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ একই প্রকার।

প্র। ভারতরমণীগণ তত উন্নত নহেন কেন ?

উ। বিভিন্ন যুগে যে অনেক অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, প্রধানতঃ তাহার জন্যই ভারতমহিলা এত অনুন্নত। কতকটা ভারতবাসীর নিজের দোষ।

এক সময় আমেরিকায় স্বামীজিকে বলা হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম্ম কখন অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে নিজধর্ম্মে আনয়ন করে না তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—যেমন প্রাচ্যভূভাগে ঘোষণার্থ বুদ্ধের বিশেষ একটী সমাচার ছিল, আমারও তদ্রূপ পাশ্চাত্যদেশে ঘোষণা করিবার একটী সমাচার রহিয়াছে।

প্র। আপনি কি এদেশে (আমেরিকায়) হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন ?

উ। আমি কেবল দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিতেছি।

প্র। আপনার কি মনে হয় না, যদি ভবিষ্যৎ নরকের ভয় লোকের সম্মুখ হইতে অপসারণ করা হয়, তবে তাহাদিগকে কোন-রূপে শাসন করা যাইবে না ?

উ। না; বরং আমার মনে হয়, ভয় অপেক্ষা হৃদয়ে প্রেম ও আশার সঞ্চার হইলে সে ঢের ভাল হইবে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ।

(স্বামীজি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্পৃষ্ট গ্রাজুয়েট দার্শনিক সভায় বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাবসানে শ্রোতৃবৃন্দের সহিত নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল।)

প্র। ভারতে দার্শনিক চিন্তার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। এ সকল বিষয় আজকাল কি পরিমাণে আলোচিত হইয়া থাকে?

উ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের অধিকাংশ লোকই প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতবাদী। অতি অল্পসংখ্যকই অদ্বৈতবাদী। সে দেশে প্রধান আলোচনার বিষয়—মায়াবাদ ও জীবতত্ত্ব। আমি এদেশে আসিয়া দেখিলাম, এখানকার শ্রমজীবীরা রাজনৈতিক জগতে বর্ত্তমান অবস্থার সহিত বিশেষ পরিচিত, কিন্তু যখন আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ধর্ম্ম বলিতে তোমরা কি বুঝ, অমুক অমুক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত কি প্রকার,"—তাহারা বলিল, "তাহা আমরা জানি না, আমরা চার্চ্চে গিয়া থাকি মাত্র।" ভারতে কিন্তু কোন চাষার কাছে গিয়া যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, "তোমাদের শাসনকর্ত্তা কে?"—সে বলিবে, "তাহা আমরা জানি না, আমরা টেক্স দিয়া থাকি মাত্র।" কিন্তু যদি তাহাকে তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, সে অমনি বুঝাইয়া দিবে, সে দ্বৈতবাদী, আর সে মায়া ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার ধারণা বিস্তারিতভাবে বলিতে প্রস্তুত

হইবে। তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু এ সকল তাহারা সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে শিখিয়াছে, আর ঐ সব বিষয় আলোচনা করিতে খুব ভালবাসে। সারা দিনের কাযের পর চাষারা গাছতলায় বসিয়া ঐ সব তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকে।

প্র। কি হইলে 'গোঁড়া হিন্দু' হওয়া যায়?

উ। বর্ত্তমান কালে আহার, পান ও বিবাহ সম্বন্ধে জাতিগত বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিলেই 'গোঁড়া হিন্দু' হওয়া যায়। তার পর সে যে কোন মতে বিশ্বাস করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভারতে কখন বিধিবদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলী বা চার্চ্চ ছিল না সুতরাং গোঁড়া বা খাঁটি হিন্দুয়ানির মত গঠিত ও বিধিবদ্ধ করিবার জন্য একদল লোক কোন কালেই ছিল না। মোটামুটিভাবে আমরা বলিয়া থাকি, যাহারা বেদবিশ্বাসী, তাহারাই গোঁড়া বা খাঁটি হিন্দু; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই, দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের অনেকেই কেবল বেদবিশ্বাসী না হইয়া পুরাণেই অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

প্র। আপনাদের হিন্দু দর্শন গ্রীকদের ষ্টোয়িক * দর্শনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

উ। খুব সম্ভবতঃ আলেক্‌জান্দ্রিয়াবাসিগণের মধ্য দিয়া হিন্দু-দর্শন উহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পিথাগোরসের উপদেশের মধ্য যে সাংখ্যমতের কিছু প্রভাব বিদ্যমান, এরূপ

---

* সম্ভবতঃ ৩০৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক জিনো (Zeno) কর্ত্তৃক এই দর্শন প্রচারিত হয়। ইঁহার মতে সুখদুঃখ ভালমন্দ সকল বিষয়ে সমভাবসম্পন্ন হওয়া ও সমুদয় স্থিরভাবে সহ্য করাই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ।

সন্দেহ করিবার কারণ আছে। যাহাই হউক, আমাদের ধরণা—সাংখ্যদর্শনেই বেদনিবদ্ধ দার্শনিক-তত্ত্বসমূহকে যুক্তিবিচার দ্বারা সমন্বয় করিবার প্রথম চেষ্টা। আমরা, এমন কি, বেদে পর্য্যন্ত কপিলের নামোল্লেখ দেখিতে পাই—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।)

"যিনি সেই কপিল ঋষিকে প্রথমে প্রসব করিয়াছিলেন।"

প্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই মতের কি বিরোধ?

উ। কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং আমাদের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মিল আছে। আমাদের পরিণামবাদ এবং আকাশ ও প্রাণতত্ত্ব ঠিক আপনাদের আধুনিক দর্শনের সিদ্ধান্তের মত। আপনাদের পরিণামবাদ বা ক্রমবিকাশ আমাদের যোগ ও সাংখ্য-দর্শনের ভিতর রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—পতঞ্জলি প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা একজাতি অন্য জাতিতে পরিণত হইবার কথা বলিয়াছেন। "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।" তবে ইহার কারণ সম্বন্ধে তাহার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতভেদ আছে। তাঁহার পরিণামের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক। তিনি বলেন, 'যেমন কৃষক তাহার ক্ষেত্রে নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জলসেচনের ইচ্ছা করিলে তাহাকে কেবল জলাবরোধ দ্বারটি তুলিয়া ফেলিতে হয় মাত্র। "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ," তদ্রূপ সকল মানবই পূর্ব্ব হইতেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন—কেবল এই সকল বিভিন্ন অবস্থাচক্ররূপ দ্বার বা প্রতিবন্ধকরাশি তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেইগুলি সরাইয়া ফেলিলেই

তাঁহার সেই অনন্ত শক্তি মহাবেগে বাহির হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তির্য্যগ্জাতির ভিতর গূঢ়ভাবে মনুষ্যত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে যখন শুভযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সে মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার যখন উপযুক্ত সুযোগ ও অবসর উপস্থিত হয়, তখনই মানবের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব বর্ত্তমান, তাহা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং আমাদের আধুনিক নূতন মতবাদসমূহের সহিত বিবাদ করিবার বিশেষ কিছু নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, বিষয়প্রত্যক্ষের প্রণালী সম্বন্ধে সাংখ্যদের মতের সহিত আধুনিক শারীরবিধান (physiology) শাস্ত্রের মতভেদ খুব অল্প।

প্র। কিন্তু আপনাদের জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী বিভিন্ন।

উ। হাঁ। আমরা বলি, মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। বহির্ব্বিজ্ঞানে বাহ্য বিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়—আর অন্তর্ব্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখীন করিতে হয়। আমরা মনের এই একাগ্রতাকে যোগ আখ্যা দিয়া থাকি।

প্র। একাগ্রতার অবস্থায় কি এই সকল তত্ত্বের যাথার্থ্য স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে?

উ। যোগীরা এই একাগ্রতাশক্তির ফল অতি মহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের সমুদয় সত্য—বাহ্য ও অন্তর উভয় জগতের সত্যই—করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

প্র। অদ্বৈতবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেন?

উ। অদ্বৈতবাদী বলেন, এই সব সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য যাহা

কিছু, সবই মায়ার—এই আপাতপ্রতীয়মান প্রপঞ্চের—অন্তর্গত। বাস্তবপক্ষে উহাদের অস্তিত্বই নাই। তবে আমরা যতদিন বদ্ধ, ততদিন আমাদিগকে এই দৃশ্যজাত দেখিতে হয়। এই দৃশ্যজাতের মধ্যে ঘটনাবলী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিয়া থাকে। উহাদের অতীতে আর কোন নিয়ম বা ক্রম নাই, তথায় সম্পূর্ণ মুক্তি—সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

প্র। অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতবাদের বিরোধী ?

উ। উপনিষদ্ প্রণালী-বদ্ধ-ভাবে লিখিত নহে বলিয়া, দার্শনিকেরা যখন কোন প্রণালীবদ্ধ দর্শনশাস্ত্র গঠনে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উহাদের মধ্য হইতে নিজেদের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রমাণীভূত বচনাবলী বাছিয়া লইয়াছেন। সেই কারণে সকল দর্শনকারই উপনিষদ্‌কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—নতুবা তাঁহাদের দর্শনের কোনরূপ ভিত্তিই হইতে পারিত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, উপনিষদের মধ্যে বিভিন্ন সর্ব্বপ্রকার চিন্তা-প্রণালীই বিদ্যমান। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। আমরা বলি, চরমজ্ঞানে আরোহণের তিনটী সোপানের মধ্যে দ্বৈতবাদ একটী সোপান মাত্র। ধর্ম্মের ভিতর সর্ব্বদাই তিনটী সোপান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, দ্বৈতবাদ। তারপর মানব অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থায় উপস্থিত হয়—উহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। আর—অবশেষে সে দেখিতে পায় যে সে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অভিন্ন। সুতরাং এই তিনটী পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সহায়ক।

প্র। মায়া বা অজ্ঞানের অস্তিত্বের কারণ কি ?

উ। কার্য্যকারণসংঘাতের সীমার বাহিরে 'কেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না। মায়ারাজ্যের ভিতরেই 'কেন' জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। আমরা বলি, যদি প্রশ্নটীকে ন্যায়-শাস্ত্রসঙ্গত আকারে প্রকাশ করিতে পারা যায়, তবেই আমরা উহার উত্তর দিব। তৎপূর্ব্বে আমাদের উহার উত্তর লাভের অধিকার নাই।

প্র। সগুণ ঈশ্বর কি মায়ার অন্তর্গত?

উ। হাঁ, তবে এই সগুণ ঈশ্বর মায়াবরণ মধ্য দিয়া দৃষ্ট, সেই নির্গুণব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নহে। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হইলে সেই নির্গুণব্রহ্ম জীবাত্মা শব্দবাচ্য আর মায়াধীন বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণব্রহ্মই ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম শব্দবাচ্য। যদি কোন ব্যক্তি সূর্য্যদর্শনার্থ এখান হইতে ঊর্দ্ধে যাত্রা করে, তবে সে যতদিন না আসল সূর্য্যের নিকট পঁহুছিতেছে, ততদিন ইহাকে ক্রমশঃ বৃহত্তর হইতে বৃহত্তররূপে দেখিবে। সে যতই অগ্রসর হয়, সে যেন ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু সে যে সেই এক সূর্য্য দেখিতেছে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ আমরা এই সব যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদয়ই সেই নির্গুণব্রহ্মসত্তারই বিভিন্ন রূপ মাত্র, সুতরাং সেই হিসাবে তাহারা সত্য। ইহাদের মধ্যে কোনটিই মিথ্যা নহে, তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ওগুলি নিম্নতর সোপান মাত্র।

প্র। সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তাকে জানিবার বিশেষ প্রণালী কি?

উ। আমরা বলি, দুইটী প্রণালী আছে। একটী অস্তি-ভাবদ্যোতক বা প্রবৃত্তিমার্গ, অপরটী নাস্তিভাবদ্যোতক বা নিবৃত্তি-মার্গ। প্রথমোক্ত মার্গে সমগ্র জগৎ চলিতেছে—এই পথে আমরা প্রেমের দ্বারা সেই পূর্ণ বস্তুতে পঁহুছিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি প্রেমের পরিধি অনন্তগুণে বাড়াইয়া যাওয়া যায়, তবে আমরা সেই এক সার্ব্বজনীন প্রেমে উপনীত হই। অপর পথে 'নেতি,' 'নেতি,' অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে সাধন করিতে হয়—যে কোন চিত্তের তরঙ্গ মনকে বহির্ম্মুখী করিতে চেষ্টা করে, এই প্রণালীতে তাহাকেই নিবারণ করিতে হয়। পরিশেষে মনটাই যেন মরিয়া যায়, তখন সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা এই অবস্থাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা বলিয়া থাকি।

প্র। ইহা তাহা হইলে বিষয়ীকে (জ্ঞাতা বা দ্রষ্টাকে) বিষয়ে (জ্ঞেয় বা দৃশ্যে) ডুবাইয়া দেওয়ার অবস্থা ?

উ। বিষয়ীকে বিষয়ে নহে, বিষয়কে বিষয়ীতে ডুবাইয়া দেওয়া। বাস্তবিক এই জগৎ উড়িয়া যায়, কেবল আমি থাকি—একমাত্র কেবল আমিই বর্ত্তমান থাকি।

প্র। আমাদের কয়েকজন জর্ম্মান দার্শনিকের মত—ভারতের ভক্তিবাদ খুব সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলস্বরূপ।

উ। আমি ইঁহাদের সহিত একমত নহি—এরূপ অনুমান মুহূর্ত্তমাত্রও টিকিতে পারে না। ভারতীয় ভক্তি পাশ্চাত্যদেশের ভক্তির মত নহে। ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য ধারণা এই যে, উহাতে ভয়ের ভাব আদৌ নাই—কেবল ভগবান্‌কে ভালবাসা। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ভক্তির কথা

প্রাচীনতম উপনিষৎ-সমূহে পর্য্যন্ত রহিয়াছে ; ঐ উপনিষদ্‌গুলি খ্রীষ্টানদের বাইবেল গ্রন্থ হইতে অনেক প্রাচীন। সংহিতার মধ্যে পর্য্যন্ত ভক্তির বীজ রহিয়াছে। ভক্তি শব্দটীও একটী পাশ্চাত্য শব্দ নহে। বেদ-মন্ত্রে উল্লিখিত শ্রদ্ধা শব্দ হইতে ক্রমশঃ ভক্তিবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

প্র। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতবাসীর কিরূপ ধারণা ?

উ। খুব ভাল বলিয়াই ধারণা। বেদান্ত সকলেই গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতে আমাদের ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধে অন্যান্য দেশ হইতে একটী বিশেষত্ব আছে। মনে করুন, আমার একটী ছেলে আছে। আমি তাহাকে কোন প্রকার ধর্ম্মমত শিক্ষা দিব না— তাহাকে প্রাণায়াম শিখাইব, মনকে একাগ্র করিতে শিখাইব, আর একটু সামান্য প্রার্থনা শিখাইব—আপনারা প্রার্থনা বলিতে যেরূপ বুঝেন, তাহা নহে, কেবল কতকটা এই ভাবের প্রার্থনা শিখাইব— "যিনি এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ধ্যান করি—তিনি আমার মনকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করুন *"। তাহার ধর্ম্মশিক্ষা এইরূপ চলিবে, তারপর সে বিভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিক ও আচার্য্যগণের মত শুনিতে থাকিবে। সে ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার মত নিজের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া মনে করিবে, তাঁহাকেই গ্রহণ করিবে—এই ব্যক্তিই তাহার গুরু হইবেন—সে শিষ্য হইবে। সে তাঁহাকে বলিবে, "আপনি যে দর্শন প্রচার করিতেছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব আমাকে উহা শিক্ষা দিন।" আমাদের মূল কথাটা এই যে, আপনার মত আমার উপযোগী

* ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্য ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ।

হইতে পারে না, আবার আমার মত আপনার উপযোগী হইতে পারে না। প্রত্যেকের সাধনপথ ভিন্ন ভিন্ন। আমার কন্যার সাধনপথ এক প্রকার, আমার পুত্রের অন্য প্রকার, আমার আবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকেরই ইষ্ট বা নির্ব্বাচিত পথ ভিন্ন হইতে পারে—আর এই সাধনপথের বিষয় প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরে গোপন রাখিয়া থাকেন। ঐ পথের বিষয় আমি জানি ও আমার গুরু জানেন—আর কাহাকেও আমরা উহা জানাই না; কারণ, আমরা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ করিতে চাহি না। উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিলে তাহার কোন উপকার হইবে না; কারণ, প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে। এই কারণে সর্ব্বসাধারণের নিকট কেবল সর্ব্বসাধারণসম্মত দর্শন ও সাধনপ্রণালী সমূহই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—অবশ্য দৃষ্টান্তটী শুনিলে হাসি আসিবে—এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাতে হয়ত আমার উন্নতির সহায়তা হইতে পারে। এখন উহা আমার পক্ষে উপযোগী হইলেও, আমি যদি সকলকে এক পায়ে দাঁড়াইতে উপদেশ দিই, সকলেই আমার কথা শুনিয়া হাসিবে। এরূপ হওয়া খুব সম্ভব যে, আমি হয়ত দ্বৈতবাদী, আমার স্ত্রী হয়ত অদ্বৈতবাদী। আমার কোন পুত্র ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদের উপাসক হইতে পারে, উহা তাহার ইষ্ট। অবশ্য তাহাকে জাতিগত সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে।

প্র। সকল হিন্দুই কি জাতিবিভাগে বিশ্বাসী?

উ। বাধ্য হইয়া জাতিগত নিয়ম মানিতে হয়। আস্থা

আপাততঃ না থাকিলেও, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

প্র। এই প্রাণায়াম ও একাগ্রতার অভ্যাস কি সর্ব্বসাধারণে করিয়া থাকে?

উ। হাঁ, তবে কেহ কেহ অতি অল্পমাত্রই অভ্যাস করিয়া থাকে—যতটুকু না করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন হয়—ততটুকুই করিয়া থাকে। ভারতের মন্দিরসমূহ এখানকার চার্চ্চের মত নহে। কালই সমুদয় মন্দির অন্তর্হিত হইতে পারে, লোকে উহার একান্ত অভাববোধ করিবে না। স্বর্গকাম বা পুত্রকাম হইয়া অথবা ঐরূপ অন্য কিছুর জন্য লোকে মন্দির নির্ম্মাণ করায়। কেহ হয়ত খুব একটা বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইল ও তথায় পূজার জন্য কয়েকজন পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া দিল, কিন্তু আমার তথায় যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ, আমার যাহা কিছু পূজা পাঠ, তাহা আমার ঘরেই হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়ীতেই একটা আলাদা ঘর থাকে—তাহাকে ঠাকুরঘর বা পূজাগৃহ বলে। দীক্ষা গ্রহণের পর প্রত্যেক বালক বালিকার জীবনে কর্ত্তব্য—প্রথমে স্নান, তার পর পূজাহ্নিক করা। আর তাহার পূজা বা উপাসনা—এই প্রাণায়াম ও ধ্যান এবং বিশেষ একটী নাম জপ করা। আর একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়—সাধনের সময় শরীরটাকে সোজা করিয়া রাখিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস—মনের শক্তির দ্বারা শরীরটাকে সুস্থ রাখা যাইতে পারে। একজন এইরূপ পূজা করিয়া উঠিয়া গেল, আর একজন আসিয়া সেই আসনে বসিয়া পূজা করিতে লাগিল—সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে নিজের নিজের পূজা করিয়া চলিয়া গেল। সময়ে সময়ে

এক ঘরে তিন চারজন বসিয়া উপাসনা করে, কিন্তু প্রত্যেকেরই উপাসনাপ্রণালী হয় ত ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ পূজা প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া করিতে হয়।

প্র। আপনি যে অদ্বৈত অবস্থার কথা বলেন, উহা কি কেবল আদর্শমাত্র, না কেহ ঐ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে লাভ করিয়াছেন ?

উ। আমরা বলি, উহা প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার—আমরা বলি, ঐ অবস্থা উপলব্ধি করিবারই বিষয়। যদি উহা কেবল কথার কথা হইত, তবে ত উহা কিছুই নয়। বেদ ঐ তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য তিনটী উপায়ের কথা বলিয়া থাকেন—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। এই আত্মতত্ত্ব প্রথমে শুনিতে হইবে, শুনিবার পর ঐ বিষয় বিচার করিতে হইবে—যেন অন্ধভাবে বিশ্বাস না করা হয়, বিচার করিয়া জানিয়া শুনিয়া যেন বিশ্বাস করা হয়, এইরূপে নিজ স্বরূপ বিচার করিয়া তবে উহার ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হইবে—তখন উহা সাক্ষাৎকৃত হইবে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই যথার্থ ধর্ম্ম। মতপোষণ ধর্ম্মের অঙ্গ নহে। আমরা বলি, এই সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থাই ধর্ম্ম।

প্র। আপনি যদি কখন এই সমাধি অবস্থা লাভ করেন, তবে আপনি কি উহার সম্বন্ধে বলিতে পারিবেন ?

উ। না, কিন্তু সমাধি-অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানভূমি যে লাভ হইয়াছে, তাহা আমরা জীবনের উপর উহার ফলাফল দেখিয়া জানিতে পারি। একজন মূর্খ নিদ্রাগত হইল—নিদ্রাভঙ্গে সে যে মূর্খ, সেই মূর্খই থাকিবে, হয় ত আরো খারাপই দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু কেহ সমাধিস্থ হইলে, সমাধিভঙ্গের পর—সে একজন তত্ত্বজ্ঞ, সাধু,

মহাপুরুষ হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতেই বুঝা যায়, এই দুই অবস্থা কতদূর বিভিন্ন।

প্র। আমি অধ্যাপক—র প্রশ্নের অনুসরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আপনি এমন সব লোকের বিষয় জানেন কি না, যাঁহারা আত্ম-সম্মোহনতত্ত্বের (Self-hypnotism) কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন ভারতে নিশ্চিত এই বিদ্যার খুব চর্চ্চা ছিল—এখন আর ততদূর নাই। আমি জানিতে চাই, যাঁহারা এখন উহার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা হালে ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং উহার কিরূপ অভ্যাস বা সাধন করিয়াছেন।

উ। আপনারা পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে সম্মোহনবিদ্যা (Hypnotism) বলেন, তাহা আসল ব্যাপারের সামান্য অঙ্গমাত্র। হিন্দুরা উহাকে আত্মাপসম্মোহন (Self-de-hypnotization) বলেন। তাঁহারা বলেন, আপনারা ত সম্মোহিত (Hypnotized) রহিয়াছেনই—এই সম্মোহিত ভাবকে দূর করিতে হইবে, বিগত-মোহ (De-hypnotized) হইতে হইবে।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

"তথায় সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতারাও নহে; বিদ্যুৎও তথায় প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।"

ইহা ত সম্মোহন (Hypnotization) নহে,—অপসম্মোহন বা বিগত-মোহীকরণ (De-hypnotization)। আমরা বলিয়া থাকি, অন্য সকল ধর্ম্মই এই প্রপঞ্চের সত্যতা শিক্ষা দেয়, অতএব তাহারা এক প্রকার সম্মোহন প্রয়োগ করিতেছে। কেবল অদ্বৈতবাদীই সম্মোহিত হইতে চান না। একমাত্র অদ্বৈতবাদীই অল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন যে, সর্ব্ব প্রকার দ্বৈতবাদ হইতেই সম্মোহন বা মোহ আসিয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, এমন কি, অপরাবিদ্যা জ্ঞানে, বেদকে পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, সগুণ ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডটাকে পর্য্যন্ত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি তোমার নিজের দেহ-মনকে ফেলিয়া দাও—কিছুই যেন না থাকে—তবেই তুমি সম্পূর্ণরূপে মোহ হইতে মুক্ত হইবে।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

"যেখান হইতে মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া আর কোন ভয় থাকে না।"

ইহাই অপসম্মোহন।

"ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন যন্ত্রং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

"আমার পুণ্য নাই, পাপ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই ; আমার মন্ত্র, যন্ত্র, বেদ বা যজ্ঞ কিছুই নাই ; আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা নহি। আমি চিদানন্দরূপ শিব—আমিই শিব (মঙ্গলস্বরূপ)।"

আমরা সম্মোহনবিদ্যার (Hypnotism) সমুদয় তত্ব অবগত আছি। আমাদের যে মনস্তত্ত্ববিদ্যা আছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশ সবে জানিতে আরম্ভ করিয়াছে; তবে দুঃখের বিষয়, এখনও সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে নাই।

প্র। আপনারা Astral body কাহাকে বলেন?

উ। আমরা উহাকে লিঙ্গশরীর বলিয়া থাকি। যখন এই দেহের পতন হয়, তখন অপর দেহপরিগ্রহ কিরূপে হয়? শক্তি কখন ভূত ব্যতীত থাকিতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, দেহত্যাগের পরেও সূক্ষ্মভূতের কিয়দংশ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া যায়। অভ্যন্তরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গণ ঐ ভূতসূক্ষ্মের সাহায্য লইয়া আর একটী দেহ গঠন করে—কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহ গঠন করিতেছে—মনই শরীর গঠন করিয়া থাকে। যদি আমি সাধু হই তবে আমার মস্তিষ্ক জ্ঞানী সাধুর মস্তিষ্কে পরিণত হইবে। আর যোগীরা বলেন, এই জীবনেই তাঁহারা নিজ দেহকে দেবদেহে পরিণত করিতে পারেন।

যোগীরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন। রাশি রাশি মতবাদের অপেক্ষা সামান্য একটু অভ্যাসের মূল্য অনেক অধিক। সুতরাং আমি নিজে এটা-ওটা হইতে দেখি নাই বলিয়া সেগুলি মিথ্যা, এরূপ আমার বলিবার অধিকার নাই। যোগীদের গ্রন্থে আছে, অভ্যাসের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতি অদ্ভুত ফললাভ করিতে পারা যায়। নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা অতি অল্পকালের ভিতর অল্প স্বল্প ফললাভ করিতে পারা যায়—তাহাতে জানিতে পারা যায়, এ ব্যাপারের ভিতর কোনরূপ জুয়াচুরি নাই। আর সর্ব্ব-

শাস্ত্রেই যে সকল অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে, এই যোগীরা সেইগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সব অলৌকিক কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে কিরূপে? যে বলে, এ সমুদয় মিথ্যা, উহাদের ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে যুক্তিবাদী বিচারপরায়ণ বলিতে পারা যায় না। যত দিন না সেগুলিকে ভুল বলিয়া আপনি প্রমাণ করিতে পারিতেছেন, ততদিন সেগুলিকে অস্বীকার করিবার আপনার অধিকার নাই। আপনাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, এ গুলির কোন ভিত্তি নাই—তখনই আপনি ঐগুলি অস্বীকার করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু তাহা ত আপনারা করেন নাই। অন্য দিকে যোগীরা বলিতেছেন, সেগুলি বাস্তবিক অদ্ভুত ব্যাপার নহে, আর তাঁহারা আজকালও ঐ সব করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন। ভারতে আজ পর্য্যন্ত অনেক অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে—কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনটীই অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না। এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে। আর যদি এ বিষয়ে আর কিছুই সাধিত না হইয়া থাকে, কেবল বৈজ্ঞানিকভাবে মনস্তত্ত্ব আলোচনার পক্ষে চেষ্টামাত্রও হইয়া থাকে, তবে উহার সমুদয় গৌরব যোগীদেরই প্রাপ্য।

প্র। যোগীরা কি কি ব্যাপার দেখাইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত আপনি দিতে পারেন কি?

উ। অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে হইলে তাহার উপর যতটা বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়, যোগী তাঁহার যোগ-বিদ্যার উপর তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে বলেন না। কোন বিষয় গ্রহণ

করিয়া তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য ভদ্রলোকে যতটুকু বিশ্বাস করিয়া থাকে, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতে বলেন না। যোগীর আদর্শ অতি উচ্চ। মনের শক্তি দ্বারা যে সব ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তন্মধ্যে নিম্নতর বিষয়গুলি আমি দেখিয়াছি, সুতরাং উচ্চতর ব্যাপারগুলি যে হইতে পারে, এ বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার আমার অধিকার নাই। যোগীর আদর্শ—সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার সহায়তায় শাশ্বত শান্তি ও প্রেমের অধিকারী হওয়া। আমি একজন যোগীকে জানি—তাঁহাকে গোখ্‌রো সাপে কামড়াইয়াছিল—দংশনমাত্র তিনি অচৈতন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহার আবার চৈতন্য হইল। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কি হইয়াছিল, তিনি বলিলেন, "আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে একজন দূত আসিয়াছিল।" এই ব্যক্তির সমুদয় ঘৃণা, ক্রোধ ও হিংসার ভাব একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুতেই তাঁহাকে অনিষ্টের পরিবর্ত্তে বৈরীতায় প্রবৃত্ত করিতে পারে না। তিনি সদাকাল অনন্ত প্রেমস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, আর প্রেমের শক্তিতে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। আর এই সব শক্তির প্রকাশ—নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার সংসাধন—এগুলি গৌণমাত্র। ঐগুলি লাভ করা যোগীর প্রকৃত লক্ষ্য নহে। যোগীরা বলেন, যোগী ব্যতীত আর সকলেই দাসবৎ। খাদ্যের দাস, বায়ুর দাস, নিজ স্ত্রীর দাস, নিজ পুত্রকন্যার দাস, টাকার দাস, স্বদেশীয়দের দাস, নামযশের দাস, আর এই জগতে ভিতরকার সহস্র সহস্র বিষয়ের দাস। যে ব্যক্তি এ সকল বন্ধনের কোন বন্ধনে আবদ্ধ নহে, সেই যথার্থ মানুষ, সেই যথার্থ যোগী।

"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥"

"এখানেই তাঁহারা সংসারকে জয় করিয়াছেন, যাঁহাদের মন সাম্যভাবে অবস্থিত। যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমভাবাপন্ন, সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত।"

প্র। যোগীরা কি জাতিভেদকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন?

উ। না—জাতিবিভাগ অপরিণত চিত্তসমূহের শিক্ষালয়স্বরূপ মাত্র।

প্র। এই সমাধিতত্ত্বের সহিত ভারতের গ্রীষ্মের কি কোন সম্বন্ধ নাই?

উ। আমার ত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, সমুদ্র-সমতলের পনর হাজার ফিট উপরে প্রায় সুমেরুতুল্য আবহাওয়াসম্পন্ন হিমালয় পর্ব্বতে এই যোগবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

প্র। ঠাণ্ডা জলবায়ুতে কি যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব?

উ। খুব সম্ভব—আর জগতের মধ্যে ইহা যেমন কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব, আর কিছুই তেমন নহে। আমরা বলি, আপনারা—আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই—জন্ম হইতেই বৈদান্তিক। আপনাদের জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনারা জগতের সকল বস্তুর সহিত আপনাদের একত্ব ঘোষণা করিতেছেন। যখনই আপনাদের হৃদয় সমগ্র জগতের কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়, তখনই আপনারা অজ্ঞাতসারে প্রকৃত বেদান্তবাদী হইয়া থাকেন। আপনারা নীতি-পরায়ণ—কিন্তু কেন নীতিপরায়ণ হইতেছেন, তাহার কারণ

আপনারা জানেন না, বেদান্তদর্শনই নীতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া মানবকে জ্ঞানপূর্ব্বক নীতিপরায়ণ হইতে শিখাইয়াছে। উহা সকল ধর্ম্মের সারস্বরূপ।

প্র। আপনি কি বলেন যে, আমাদের পাশ্চাত্য জাতিদের ভিতর এমন একটা অসামাজিক ভাব আছে, যাহাতে আমাদিগকে এত বহুবাদী ও অনৈক্য-প্রবণ করিয়াছে, আর যাহার অভাবে প্রাচ্যদেশীয় লোক আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন?

উ। আমার মতে পাশ্চাত্য জাতি অধিকতর নির্দ্দয়স্বভাব আর প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বভূতের প্রতি অধিকতর দয়াসম্পন্ন। কিন্তু তাহার কারণ কেবলমাত্র এই যে, আপনাদের সভ্যতা খুব আধুনিক। কোন স্বভাবকে দয়াবৃত্তির বশে আনিতে গেলে তাহাতে কিছু সময়ের আবশ্যক করে। আপনাদের শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু শক্তি-সংগ্রহ যে পরিমাণে চলিয়াছে, সেই পরিমাণে হৃদয়ের শিক্ষা চলে নাই। আর বিশেষতঃ মনঃসংযমের শক্তিও খুব অল্প পরিমাণেই অভ্যস্ত হইয়াছে। আপনাদিগকে সাধু ও ধীরপ্রকৃতি করিতে অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে এই ভাব প্রবাহিত। যদি আমি ভারতের কোন গ্রামে গিয়া তথাকার লোককে রাজনীতি শিখাইতে চাই, তাহারা তাহা বুঝিবে না; কিন্তু যদি তাহাদিগকে বেদান্ত উপদেশ করি, তাহারা অমনি বলিবে, "হাঁ স্বামিন্ এখন আপনার কথা বুঝিতেছি—আপনি ঠিক বলিতেছেন।" আজ পর্য্যন্তও ভারতের সর্ব্বত্র সেই বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এক্ষণে খুব ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও বৈরাগ্যের প্রভাব এত অধিক

বিদ্যমান যে, রাজারাজড়াদের পর্য্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিনা সম্বলে দেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান সম্ভবপর।

কোন কোন স্থানে সাধারণ গ্রাম্য বালিকা পর্য্যন্ত চরকার সূতা কাটিতে কাটিতে বলিয়া থাকে, "আমাকে দ্বৈতবাদের কথা বলিও না—আমার চরকা পর্য্যন্ত 'সোঽহং' 'সোঽহং' 'আমিই সেই ব্রহ্ম' 'আমিই সেই ব্রহ্ম' বলিতেছে।" এই সব লোকের সহিত গিয়া কথাবার্ত্তা কহুন, আর আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে, অথচ ঐ পাথরটাকে প্রণাম করিতেছে কেন। তাহারা বলিবে, "আপনারা ধর্ম্ম বলিতে মতবাদমাত্র বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা ধর্ম্ম বলিতে বুঝি, প্রত্যক্ষ অনুভূতি।" তাহাদের মধ্যে কেহ হয়ত বলিয়া উঠিবে, "আমি তখনই যথার্থ বেদান্তবাদী হইব, যখন আমার সম্মুখ হইতে সমগ্র জগৎ অন্তর্হিত হইবে—যখন আমি সত্যদর্শন করিব। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন আমার সহিত সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির কোন প্রভেদ নাই। সেই জন্যই আমি এই সব প্রস্তরমূর্ত্তির উপাসনা করিতেছি, মন্দিরে যাইতেছি, যাহাতে আমার প্রত্যক্ষানুভূতি হয়। আমি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি সেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্বকে দেখিতে, উহার প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ইচ্ছা করি।"

"বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।

বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥"—শঙ্কর।

"অনর্গল শব্দোদ্গীরণময়ী সদ্বাক্যযোজনা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল—এ সব কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, উহার দ্বারা মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই।"

যদি আমরা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারি, তবেই আমরা মুক্তি-লাভ করিব।

প্র। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের এই স্বাধীনতার সহিত জাতিভেদ-স্বীকারের কি বিরোধ নাই ?

উ। অবশ্যই বিরোধ আছে। লোকে বলিয়া থাকে, জাতি-ভেদ থাকা উচিত নহে, এমন কি, যাহারা বিভিন্ন জাতিভুক্ত, তাহারাও বলে, জাতিবিভাগ একটা খুব উঁচুদরের জিনিষ নয়। কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলে যে, আমাদের ইহা অপেক্ষা ভাল অন্য কোন জিনিষ দাও, তবে আমরা উহা ছাড়িয়া দিব। তাহারা বলিয়া থাকে, তোমরা ইহার বদলে আমাদিগকে কি দিবে ? জাতিভেদ কোথায় নাই ? তোমাদের দেশে তোমরাও ত এইরূপ একটা জাতিবিভাগ গড়িবার ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছ। কোন ব্যক্তি কিছু অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলেই বলিয়া বসে, আমিও ঐ বড় মানুষ কয়েক শতের মধ্যে একজন। আমরাই কেবল একটা স্থায়ী জাতিবিভাগ গঠনে সমর্থ হইয়াছি। অপর দেশীয়েরা উহার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সফল হইতে পারিতেছে না। আমাদের সমাজে অবশ্য কুসংস্কার ও মন্দ জিনিষ যথেষ্ট আছে। আপনাদের দেশের কুসংস্কার ও মন্দ জিনিষগুলি আমাদের দেশে চালাইয়া দিতে পারিলেই কি সব ঠিক হইয়া যাইবে ? জাতিভেদ আছে বলিয়াই এই ত্রিশ কোটি লোক এখনও খাইবার এক টুকরা রুটি পাইতেছে। অবশ্য রীতিনীতি হিসাবে ইহা যে অসম্পূর্ণ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতিবিভাগ না থাকিলে আপনারা পড়িবার জন্য একখানিও সংস্কৃত বই পাইতেন না। এই জাতিবিভাগের

দ্বারা এমন একটী দৃঢ় প্রাচীরের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, উহার উপর বহিরাক্রমণের শত প্রকার তরঙ্গাঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ কোন মতেই উহাকে ভাঙ্গিতে পারে নাই। এখনও সেই প্রয়োজন দূর হয় নাই, সেই জন্য এখনও জাতিভেদ রহিয়াছে। সাত শতবর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ জাতিবিভাগ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই। যতই উহার উপর আঘাত লাগিয়াছে, ততই উহা দৃঢ়তর আকার ধারণ করিয়াছে। এটী কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একমাত্র ভারতই কখন পররাষ্ট্রবিজয়ে নিজ দেশের বাহিরে বহির্গত হয় নাই? মহাসম্রাট্ অশোক বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার উত্তরাধিকারীরা কেহ যেন পররাষ্ট্রবিজয়ের চেষ্টা না করে। যদি অপর জাতি আমাদের নিকট শিক্ষক পাঠাইতে চায়, পাঠা'ক কিন্তু তাহারা যেন আমাদের বাস্তবিক সাহায্য করে, আমাদের জাতীয় সম্পত্তিস্বরূপ ধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধে অনিষ্টসাধনের চেষ্টা না করে। এই সব বিভিন্ন জাতিরা হিন্দুজাতিকে জয় করিতে আসিল কেন? হিন্দুরা কি অপর জাতির কোন অনিষ্ট করিয়াছিল? তাহারা যতটুকু সাধ্য, জগতের উপকারই করিয়াছিল। তাহারা জগৎকে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্ম শিখাইয়াছিল এবং পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহার পরিবর্ত্তে প্রতিদান পাইয়াছিল—রক্তপাত, অত্যাচার ও দুষ্ট কাফের,—এই অভিধান। বর্ত্তমান কালেও পাশ্চাত্যজাতীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক লিখিত ভারতসম্বন্ধে গ্রন্থাবলী এবং তথায় যাঁহারা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত গল্পগুলি পড়ুন—দেখিবেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে "হিদেন" অপদেবতার ঘৃণ্য উপাসক বলিয়া গালি

দিয়াছেন। কোন্ অনিষ্টের প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতবাসীদের এখনও এইরূপ অযথা নিন্দাবাদ করা হইয়া থাকে?

প্র। সভ্যতাসম্বন্ধে বৈদান্তিক ধারণা কিরূপ?

উ। আপনারা দার্শনিক—আপনাদের মতে অবশ্য এক তোড়া টাকা থাকা না থাকা লইয়া মানুষে কখনও প্রভেদ হইতে পারে না। এই সব কল কারখানা ও জড় বিজ্ঞানের মূল্য কি? উহাদের একটীমাত্র ফল এই যে, উহারা চতুর্দ্দিকে জ্ঞানবিস্তার করিয়া থাকে। আপনারা অভাব বা দারিদ্র্য-সমস্যা পূরণ করিতে পারেন নাই, বরং অভাবের মাত্রা আরও বাড়াইয়াছেন মাত্র। কলকব্জায় কখন দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইতে পাবে না। উহাদের দ্বারা কেবল সংগ্রাম বাড়িয়া যায় মাত্র, প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়া থাকে। জড় প্রকৃতির কি স্বতন্ত্র কোন মূল্য আছে? কোন ব্যক্তি যদি তারের মধ্য দিয়া তাড়িতপ্রবাহ চালাইতে পারে, আপনারা অমনি গিয়া তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে উদ্যোগী হন কেন? প্রকৃতি কি লক্ষ লক্ষ বার এই ব্যাপার সাধন করিতেছেন না? সবই কি প্রকৃতিতে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান নাই? উহা আপনি পাইলে তাহাতে কি লাভ হইল? উহাত পূর্ব্ব হইতেই তথায় রহিয়াছে। উহার একমাত্র মূল্য এই যে, উহা আমাদের ভিতরকার উন্নতি-বিধান করিয়া থাকে। এই জগৎটা একটা ব্যায়ামাগারতুল্য—ইহাতে জীবাত্মাগণ কর্ম্মের দ্বারা আপনাদিগেরই উৎকর্ষসাধন করিতেছে, আর এই উৎকর্ষসাধনের ফলেই আমরা দেবস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকি। সুতরাং কোন্ বিষয় ভগবানের কতটা প্রকাশ, ইহা জানিয়াই প্রত্যেক বিষয়ের মূল্য বা সারবত্তা নির্দ্ধারণ

করিতে হইবে। সভ্যতা—মানবের মধ্যে ঈশ্বরত্বের এইরূপ প্রকাশ।

প্র। বৌদ্ধদের কি কোন প্রকার জাতিবিভাগ আছে?

উ। বৌদ্ধদের কখনই বড় বিশেষ জাতিবিভাগ ছিল না, আর ভারতে বৌদ্ধসংখ্যা অতি অল্প। বুদ্ধ একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। তথাপি আমি বৌদ্ধ দেশসমূহে দেখিয়াছি, তথায় জাতি-বিভাগ সৃষ্টির জন্য প্রবল চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ঐ চেষ্টা সফল হয় নাই। বৌদ্ধদের জাতিবিভাগ কার্য্যতঃ কিছুই নহে, কিন্তু তাহারা আপনাদের মনে মনে উচ্চ জাতি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে।

বুদ্ধ একজন বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি একটা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যেমন আজকালও অনেক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে সব ভাবগুলি এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত, সেগুলি তাঁহার নিজের নহে। সেগুলি তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন—ঐ ভাবগুলির মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব উহার সামাজিক ভাগ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরাই চিরদিন আমাদের আচার্য্যের আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছেন—অধিকাংশ উপনিষদ্‌ই ক্ষত্রিয়গণের লেখা—আর বেদের কর্ম্মকাণ্ডভাগ ব্রাহ্মণদের কীর্ত্তি। সমগ্র ভারতে আমাদের যে সকল বড়বড় আচার্য্য হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয় ছিলেন—তাঁহাদের উপদেশও উদার ও সার্ব্বজনীন, কিন্তু দুইজন ছাড়া ব্রাহ্মণ আচার্য্য-গণের মধ্যে সকলেই অনুদারভাবাপন্ন। ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ—ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

প্র। সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান, শাস্ত্র—এ সকল কি তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের সহায়ক?

উ। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে, লোক সব ছাড়িয়া দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়, অনুষ্ঠান ও শাস্ত্র যতটা সেই অবস্থায় পঁহুছিবার উপায় স্বরূপ হয় ততটা উহাদের উপকারিতা আছে। কিন্তু যখন উহাদের দ্বারা ঐ সহায়তা না পাওয়া যাইবে, তখন অবশ্য উহাদিগের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বতি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বান্ তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥"

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীদের অবস্থার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন না, আর তাহাদের নিজ নিজ সাধনপ্রণালীতে তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট করিবেন না, কিন্তু যথার্থভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন, এবং তিনি স্বয়ং যে অবস্থায় অবস্থিত, সেই অবস্থায় পঁহুছিবার পথ প্রদর্শন করিবেন।

প্র। বেদান্তে আমিত্ব * চারিত্রনীতির কিরূপ ব্যাখা করিয়া থাকে?

উ। প্রকৃত অবিভাজ্য আমিত্বই সেই পূর্ণব্রহ্ম—মায়া দ্বারাই

* ইংরাজিতে Individual শব্দটী আছে। ঐ শব্দে "অবিভাজ্য" ও "ব্যষ্টি" এই দুইটি ভাব নিহিত। স্বামীজি যখন উত্তর দিতেছেন, যে "ব্রহ্মই প্রকৃত Individual," তখন প্রথম ভাবটি অর্থাৎ উপচয় অপচয়হীন অবিভাজ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তার পর বলি'তছেন যে, সেই সত্তা মায়ায় পৃথক পৃথক ব্যক্তির আকার ধারণ করিয়াছেন।

উহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির আকার ধারণ করিয়াছেন। কেবল আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতেছে মাত্র—প্রকৃতপক্ষে উহা সদাই সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এক সত্তাই বর্ত্তমান—মায়া দ্বারাই উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। মায়াতেই এইরূপ ভেদ বোধ হইয়াছে। কিন্তু এই মায়ার ভিতরেও সর্ব্বদাই সেই একের দিকে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির চরিত্র-নীতির ভিতর ঐ চেষ্টাই অভিব্যক্ত হইয়াছে, কারণ, ইহা জীবাত্মার প্রকৃতিগত প্রয়োজন। সে ঐরূপ চেষ্টাবলে ঐ একত্ব লাভ করিতেছে—আর একত্বলাভের এই চেষ্টাকেই আমরা চারিত্রনামে অভিহিত করিয়া থাকি। অতএব আমাদের সর্ব্বদা নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

প্র। চারিত্রনীতির অধিকাংশই কি বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধ লইয়াই ব্যাপৃত নহে?

উ। চারিত্রনীতির সবটাই ঐ। পূর্ণব্রহ্ম কখন মায়ার গণ্ডীর ভিতর আসিতে পারে না।

প্র। আপনি বলিলেন, 'আমি'ই সেই পূর্ণব্রহ্ম—আমি আপনাকে ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম—এই 'আমি'র জ্ঞান আছে কি না?

উ। 'আমি'টা সেই পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ, আর এই ব্যক্ত অবস্থায় তাহাতে যে প্রকাশশক্তি কার্য্য করে, তাহাকেই আমরা 'জ্ঞান' বলি। অতএব সেই পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপে 'জ্ঞান' শব্দের প্রয়োগ যথাযথ প্রয়োগ নহে, কারণ, পূর্ণাবস্থা আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত।

কথোপকথন।

প্র। আপেক্ষিক জ্ঞান কি পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ?

উ। হাঁ—এক ভাবে আপেক্ষিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলিতে পারা যায়। যেমন একটা মোহর ভাঙ্গাইয়া তাহা হইতে পয়সা সিকি দুয়ানি টাকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মুদ্রা করিতে পারা যায়, তদ্রূপ ঐ পূর্ণ অবস্থা হইতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান উৎপাদন করা যাইতে পারে। উহা অতিজ্ঞান, জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা—সাধারণ জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করে, আমাদের পরিচিত 'জ্ঞানাবস্থা'টীও তাহার সম্যক্‌রূপে থাকে। যখন সে জ্ঞানের এই অপর অবস্থা, অর্থাৎ আমাদের সাধারণ জ্ঞানাবস্থার ন্যায় অবস্থা, অনুভব করিবার ইচ্ছা করে তখন তাহাকে এক ধাপ নামিয়া আসিতে হয়। এই সাধারণ জ্ঞান একটী নিম্নতর অবস্থা—মায়ার ভিতরেই কেবল এইরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

সম্পূর্ণ।